BANGLA POST Year: 21 ◆ Issue: 1012 ◆ Friday 17 May - Thursday 23 May 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

কুখ্যাত মানবপাচারকারী গ্রেফতার

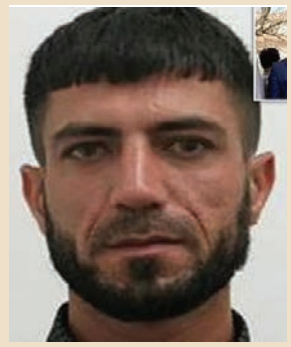

–১৫ পৃষ্ঠায়

সিলেটবাসীর নতুন আতঙ্ক হোল্ডিং ট্যাক্স

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল॥

সিলেটের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে আটকে গেছেন বর্তমান মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। এখন তিনি ফাঁদ থেকে বের হতে নানা কৌশল অবলম্বন করলেও সমালোচনা ছাড়ছে না তার পিছু। প্রতিদিনই সুশিল সমাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষ মেয়রের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। সভা সমাবেশ করে হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। হঠাৎ করেই সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর বৃদ্ধি করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর এই ইস্যুকে হাত ছাড়া করতে নারাজ বিএনপিও। তারাও প্রকাশ্যে মেয়রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। তবে গৃহকর বাড়ানোর জন্য বর্তমান মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী না কি সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী দায়ী, সেটি নিয়েও দু'জনের পক্ষে-বিপক্ষে নানান আলোচনা ও যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে দেখা যাচ্ছে। উদ্ধুদ্ধ পরিস্থিতিতে বর্তমান এবং সাবেক ওই দুই নগরপিতা নিজেরাও আলাদা সংবাদ সম্মেলন করে এ বিষয়ে নিজ নিজ অবস্থান সাধারণ জনগণের সামনে তুলে ধরছেন। হঠাৎ

করে বর্তমানের চেয়ে কয়েকগুন হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবাসী বিনিয়োগকারীসহ নগরবাসী আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তারা ট্যাক্স বৃদ্ধিকে হয়রানী উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন।

এদিকে গত শুক্রবার (১০ মে) বিকালে এই প্রেক্ষাপটে সিসিকের নতুন মেয়র, আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ও সাবেক মেয়র, বিএনপি নেতা আরিফুল হক চৌধুরী একান্ত বৈঠক করেছেন।

সিলেটের একটি আঞ্চলিক পত্রিকার কার্যালয়ে তাদের এই বৈঠক হয়। বৈঠকের সত্যতা নিশ্চিত করে মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী শনিবার রাতে বলেন, 'এটি একটি সৌজন্য বৈঠক। বৈঠকে হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়েও আলোচনা হয়েছে।'

অনুসন্ধানে জানাগেছে, ২০২১ সালেই হৈ- চৈ হয়েছে সিলেট নগরে। সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানের জমানায় ২০০৭ সালে সিলেট নগরবাসীর ওপর প্রথম কর আরোপের সমীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু কামরানের জমানায় ট্যাক্স নিয়ে তেমন কোনো ক্ষোভ ছিল না। এর কারণ ছিল কামরান নগরবাসীর স্বার্থ বিবেচনা ও নতুন সিটি করপোরেশন হিসেবে নগরবাসীর সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে কর আদায় করেছিলেন। এরপর ছিল মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর ১০ বছর। প্রথম মেয়াদে মেয়র আরিফ কর আদায়ের ব্যাপারে তেমন মনোযোগী হতে পারেননি। তবে; মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ছিল প্রতি ৫ বছর পর পর নতুন সমীক্ষা করার। দ্বিতীয় মেয়াদে মেয়র আরিফ সেই সমীক্ষায় হাত দেন। ২০১৭ সাল থেকে নগরে হোল্ডিং ট্যাক্সের সমীক্ষার বিষয়টি শেষ হয় ২০১৯ সালে। নগর ভবনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন- ওই সময় সমীক্ষায় দেখা গেছে; সিলেট নগরে ২৭টি ওয়ার্ডে ––১৬ পৃষ্ঠায়

দেশে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আবারও সাধারণ ক্ষমার (ট্যাক্স অ্যামনেস্টি) আওতায় কালোটাকা বা অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য এজন্য আগের চাইতে বেশি আয়কর দিতে হবে। আগে ছিল ১০ শতাংশ, আগামীতে দিতে হবে ১৫ শতাংশ। এ পদ্ধতিতে টাকা বৈধ করলে সরকারের অন্য কোনো সংস্থা প্রশ্ন করতে পারবে না। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের ––১৬ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল সাইফ উদ্দিন খালেদ নতুন স্পিকার

স্টাফ রিপোর্টার : টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় কাউন্সিলার সাইফ উদ্দিন খালেদ কে স্পিকার ও কাউন্সিলর সুলুক আহমদকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হয়েছে।

কাউন্সিলের এজিএম-এ পরিবেশ ও জলবায়ু জরুরী তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে গ্রিন পার্টির নাথালি বিনফাইটকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ––১৬ পৃষ্ঠায়

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যে আশ্বাস দিলেন ডোনাল্ড লু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে, সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করতে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু'র সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন দু'দিনের বাংলাদেশ সফরে আসা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ––১৭ পৃষ্ঠায়

কেটের সাক্ষাৎ চান হ্যারি

পোস্ট ডেস্ক : একটা সময় খুব বন্ধুত্ব ছিল দেওর-ভাবীর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘটনায় দুজনের দূরত্ব বেড়েছে। কিন্তু ভাবী মারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছেন দেওর। কঠিন সময়ে ভাবীর পাশে দাঁড়াতে চাইছেন। কিন্তু ভাইকে নিজের স্ত্রীর ধারেপাশে ঘেঁষতে দেবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন বড় ভাই। ––১৬ পৃষ্ঠায়

মোদির সাফাই

পোস্ট ডেস্ক : "যদি আমি হিন্দু-মুসলিম করি, তাহলে সামাজিক জীবনে থাকার যোগ্যতা হারাব।" সাম্প্রতিক সময়ে তার বিরুদ্ধে ওঠা 'অভিযোগে'র এভাবেই জবাব দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার বারাণসীতে জনসভা করেছেন তিনি। এর পর এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় এই প্রসঙ্গ ওঠে। ––১৬ পৃষ্ঠায়

দেশে ৮ লাখ কোটি টাকার বাজেট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৮ লাখ কোটি টাকার বাজেটে অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আগামী ৬ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করা হবে বলে মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং গ্রামীণ অবকাঠামো খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকবে। বৈঠকসূত্র জানায়, চলতি মেয়াদের প্রথম বাজেটে নির্বাচনি ইশতেহারের প্রতিফলন হয় কি না, তা দেখতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুত করা বাজেটে তারই প্রতিফলন ঘটেছে ––১৬ পৃষ্ঠায়

স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী গুলিবিদ্ধ

পোস্ট ডেস্ক : গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো। বর্তমানে তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। বুধবার একটি সরকারি বৈঠক শেষে ফেরার পথে তিনি তলপেটে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, বুধবার রাজধানী ব্রাতিস্লাভার উত্তর-পূর্ব হ্যান্ডলোভায় বৈঠকের পর বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ শোনা গেছে। পুলিশ এক ব্যক্তিকে আটক করে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে।

স্লোভাক বার্তা সংস্থা টিএএসআর সংসদীয় ভাইস ––১৬ পৃষ্ঠায়

ছাতক-দোয়ারা সুরমা যুব পরিষদের উদ্যোগে বাউল পাগল হাসানের শোক সভা

গত ৭ মে পূর্ব লন্ডনের মাইক্রেবিজনেস হলে অনুষ্ঠিত 'বাউলশিল্পী পাগল হাসান শোকসভায় বক্তারা বলেন, হাসান বেঁচে থাকবেন লক্ষ ভক্ত-হৃদয়ে। দৈহিকভাবে তাঁর অনুপস্থিতি ঘটলেও আমাদের মাঝে তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর গান যুগ যুগ তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। সৃষ্টির মৃত্যু নেই।

গত ১৮ এপ্রিল দোয়ারাবাজার এলাকায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় বাউলশিল্পী পাগল হাসান দুই সঙ্গীসহ নিহত হন। ভোর ৬টায় ছাতকের সুরমা সেতুর নিকটে একটি মিনিবাসের সাথে তাদের বহন করা ফোরস্ট্রোকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনাস্থলেই হাসানের মৃত্যু হয়। পরে বাকী দুজন মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায়। হাসান দুই পুত্র সন্তানের জনক। হাসানের বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৫ বছর।

হাসানের পুরো নাম মতিউর রহমান হাসান। তিনি নিজেকে 'পাগল হাসান' নামে পরিচয় দিতেন। এই নামেই তিনি সঙ্গীত জগতে পরিচিতি লাভ করেন। 'আসমানে যাইও না রে বন্ধু ধরতে পারবো না, পাতালে যাইও নারে বন্ধু ছুঁইতে পারবো না'সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী 'পাগল হাসান'। হাসানের বাড়ি ছাতক উপজেলার বিখ্যাত শিমুলতলা গ্রামে।

হাসানের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার সংবাদ প্রচার হলে সিলেটসহ বাংলাদেশ ও বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

যুক্তরাজ্যস্থ ছাতক-দোয়ার সুরমা যুব পরিষদ তাদের ঈদপুর্নমিলনী অনুষ্ঠান বাতিল করে হাসানের প্রয়াণে শোক সভার আয়োজন করে। পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে আয়োজিত এ শোক সভায় দোয়াসহ মোনাজাত পরিচালনা করেন মৌলানা হাফিজ ওয়াহিদ সিরাজী।

শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আবু শহিদ। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হিমাংশু গোস্বামী, গৌরী চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, কবি হামিদ মোহাম্মদ, বাউল শিল্পী সুফী আমির মোহাম্মদ, সাবেক কাউন্সিলার ফারুক আহমদ, সাবেক কাউন্সিলার রুহুল আমিন, ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি রুহুল আমিন, ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক ড. আনসার আহমদ উল্লাহ, কমিউনিটি নেতা আবদুল আলী রউফ, রাজনীতিবিদ আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, রাজনীতিবিদ এস এম সুজন মিয়া সাজিদ, সংস্কৃতিকর্মী রাজিব দাস, সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, সাংবাদিক আবদুল বাছির।

সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি কামরুজ্জামার সাকলাইন, সাবেক সভাপতি, হেলাল মিয়া, হাবিব সুফিয়ান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আবুল লেইস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ জামাল, কামাল হোসেন, ফজলুল কাদের, সহ কোষাধ্যক্ষ: আবুল বশর, ওল্ডহাম বাংলাদেশ সমিতির সাধারন সম্পাদক সুহেল মিয়া, আপ্যায়ন সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহম্মদ আলী, যুব নেতা চন্দন মিয়া, আবু তাহের আবদুল তোয়াহিদ কয়েস, সানোয়ার আলী, মুহিবুর রহমান, জামাল হোসেন, আবুল বসর, আবু তাহের পাবেল, মিজানুর রহমান, আনোয়ার কামাল দোলন, খালেদ আহমদ, চন্দন মিয়া, ডানিয়েল আহমদ, আতিকুর রহমান, শাহজাহান, মিসবাহু উজ জামান, কামরুজ্জামান সাকলাইন, মঞ্জু চৌধুরী, হেলাল মিয়া, নিজাম উদ্দিন ও এম এ সালমা, দিলবর আলী। প্রমুখ।

নর্থ বাংলা প্রেস ক্লাব র আত্নপ্রকাশ

মুহাম্মদ শহিদুর রহমান সভাপতি আব্দুলাহ আল আজিজ জেনারেল সেক্রেটারি এনামুল আলম ট্রেজারার নির্বাচিত

যুক্তরাজ্যের নর্থলিঙ্কন শায়ার কাউন্সিলের আওতাধীন সংবাদকর্মীদের নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের লক্ষে স্কানথর্প নর্থলিঙ্কন শায়ার বাংলা প্রেস ক্লাবের আত্নপ্রকাশ হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেস ক্লাবের ২০২৪-২৬ মেয়াদে চ্যানেল এস-এর রিপোর্টার মুহাম্মদ শহিদুর রহমান জামাল কে সভাপতি, নর্থলিঙ্কন শায়ার চ্যানেল ৭ এর রিপোর্টার মোহাম্মদ আব্দুলাহ আল আজিজ কে জেনারেল সেক্রেটারি এবং এটি এন বাংলা টেলিভিশন ইউকের স্কানথর্প রিপোর্টার এনামুল আলম ট্রেজারার পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

মঙ্গলবার ১৪মে রাত ৯টায় স্কানথর্পের এক হলে উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে সভাপতি সম্পাদক ও ট্রেজারার তিনটি পদে ভোটরে মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়।

উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে বাকি পদগুলো পরিপূর্ণ করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির আত্নপ্রকাশ ঘটে।

এতে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মহিত গাজী, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর চৌধুরী,আল ইসলাম ইউকের চেয়ারম্যান নুরুল হক চৌধুরী, স্কানথর্প টাউন ওয়ার্ডের কনজারভেটিভ কাউন্সিলার ক্যান্ডিডেট জনাব আনজুম চৌধুরী!

মিডল্যান্ডস আনজুমানে আল-ইসলাহ এর লিডারশীপ ট্রেনিং এ বক্তারা

পারস্পরিক মহব্বত, শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্যের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য্য সমাজে উপস্থাপন করতে হবে

আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের উদ্যোগে লিডারশিপ ট্রেনিং এর বক্তারা বলেন- রাসূলে পাক (সাঃ) এর সুমহান আদর্শ উপস্থাপন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সঠিক আকিদা বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে নিরলস ভাবে কাজ করতে হবে । আল্লাহর দ্বীনের কাজের জন্য ইখলাস হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাই আনজুমানে আল -ইসলাহ এর প্রতিটি কর্মীকে পারস্পরিক মহব্বত , শ্রদ্ধাবোধ এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে ইসলামের সৌন্দর্য সমাজে উপস্থাপন করতে হবে।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের উদ্যোগে আওতাধীন সকল ব্রাঞ্চের দায়িত্বশীল ও বিপুল সংখ্যক কর্মীদের নিয়ে এ লিডারশীপ ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৩ মে সোমবার বিকেলে বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের আজাদ কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এ লীডারশীপ ট্রেনিংএ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের প্রেসিডেন্ট ও লন্ডন ব্রীকলেইন জামে মাসজিদের খতিব শাইখুল হাদিস হযরত আল্লামা নজরুল ইসলাম।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট ও দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দির পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল ও দারুল হাদিস লতিফিয়া লন্ডনের প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী এবং ওর্গেনাইজিং সেক্রেটারি ও দারুল হাদিস নর্থওয়েস্টের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের ভাইস প্রেসিডেন্ট খুরশিদ-উল হক , উপদেষ্টা মোহাম্মদ এমদাদুল হক, কাউন্সিল মেম্বার মাষ্টার আব্দুল মুহিত।

এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা রুকনুদ্দিন আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট হাজী আব্দুল কাইয়ুম, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারী মাওলানা মাহবুব কামাল, এডুকেশন এন্ড কালচারাল সেক্রেটারী মাওলানা গুলজার আহমদ, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারী জয়নাল আবেদীন, মেম্বারশীপ সেক্রেটারী এটিএম সাদ উদ্দিন, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদও মাওলানা দুলাল আহমদ, বার্মিংহাম আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা বদরুল হক খান, সেক্রেটারী হাফিজ সামিম আল মামুন, সান্ডওয়েল আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা রফিক আহমদ, সেক্রেটারী হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, লেস্টার আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট হাজী আব্দুল কাইয়ুম, হাজী মোঃ আবু বকর সাদ উদ্দিন, ওয়ালছল আল ইসলাহর সেক্রেটারী কারী আবুল খয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারী জায়েদুল ইসলাম সিরাজাম মুনিরা এডুকেশন সেন্টারের ইমাম কারী আহমদ আলী বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা হাজী আব্দু গাফুর, সুফি ইদরিস উল্লাহ, লিটন মিয়া, ময়নুল ইসলাম, হাজী সাহাব উদ্দিন, মাওলানা এহসানুল হক প্রমুখ।

শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ হারুনুর রশিদ।

পরিশেষে বিশেষ মুনাজাতের মাধ্যমে ট্রেনিংয়ের সমাপ্তি হয়।

যুক্তরাজ্যে বিবিসিসিআই'র সাথে মতবিনিময়কালে হুমায়ুন আহমদ প্রবাসীদের জন্য দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে

সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্টিজের সাবেক পরিচালক ও সিলেট বিভাগ পেট্রোলপাম্প মালিক সমিতির সেক্রেটারি, বিশিষ্ট শিল্পপতি হুমায়ুন আহমদ বলেছেন, দক্ষতার সহিত দেশে বিনিয়োগ করলে লাভবান হওয়া যায়। বর্তমান সরকার দেশে বিনিয়োগের সবধরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে প্রবাসে থেকেও দেশে ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্ভব। পর্যটন শিল্পকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করে সফল হওয়া যায়। তিনি প্রবাসী সকলকে দেশে বিনিয়োগের আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসা ও উন্নয়ন বান্ধব সরকার। প্রবাসীদের হয়রানী থেকে রক্ষার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

তিনি গত ৯ মে বৃহস্পতিবার ইস্ট লন্ডনের বিবিসিসিআই'র কার্যালয়ে ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স(বিবিসিসিআই) আয়োজিত বিজনেস নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট এর মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

বিবিসিসিআই এর সভাপতি সায়দুর রহমান রেনু'র সভাপতিত্বে ও মহাপরিচালক এএইচএম নুরুজ্জামান এর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট মনির আহমেদ, বিবিসিসিআই এর অর্থ পরিচালক কুটি মিয়া, সাবেক সভাপতি বশির আহমেদ, শাহাগীর বখত ফারুক, বিবিসিসিআই ডাইরেক্টর রফিক হায়দার, সিনিয়র অ্যাডভাইজর ও ডাইরেক্টর মহিব উদ্দিন চৌধুরী, উপ-মহাপরিচালক দেওয়ান মাহদী চৌধুরী, মিসবাহ চৌধুরী।

এসময় বিবিসিসিআই সদস্যবৃন্দ সহ প্রবাসী ব্যবসায়ীগন উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিকলেইন জামে মসজিদের উদ্যোগে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীর সাথে মতবিনিময়

ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেইন জামে মসজিদের উদ্যোগে যুক্তরাজ্য সফররত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীর সম্মানে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিলেতের ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গত ৩০ এপ্রিল মসজিদের সেমিনার হলে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন মসজিদ কমিটির সভাপতি হামিদুর রহমান চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন আলী ও মসজিদের খতিব মাওলানা নজরুল ইসলামের পরিচালনায় সভায় মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীকে সম্মান ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এসময় মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানান এই মসজিদের উন্নয়নে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে ভবিষ্যতেও সহযোগিতা কামনা করলে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময় এই মসজিদের এই উন্নয়নে আন্তরিক। আমি প্রবাসীদের এই আহবান তার কাছে তুলে ধরব। সভায় অন্যানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরিফ, মসজিদ কমিটির সহ সভাপতি নূরুল হক লালা মিয়া, আলতাবুর রহমান মোজাহিদ, ট্রেজারার মতিউর রহমান, সাবেক খতিব জিল্লুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল মালিক, শফিকুর রহমান বিপ্লবী, ব্যবসায়ী রফিক হায়দার, হারুন হাফিজুর রহমান লাকু, আব্দুল খালিক, আংগুর আলী, আনসারুল হক, ইলিয়াস মিয়া, সৈয়দ মতুর্জা আলি, নুর উদ্দিন, ইউছুফ আলী, আনছারুল হক, আব্দুল খালিক মশিউর রহমান চৌধুরী মিঠু, সৈয়দ খাইরুল ইসলাম, মো: ছোবা মিয়া, আঙ্গুর আলী, শওকত সিদ্দিকী, পারভেজ কোরেশী, বিধান ঘোষ, রবিন পাল, মসজিদের সাবেক ইমাম মৌলনা জিল্লুর রহমান চৌধুরী, মৌলনা ওয়ালিউর রহমান চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ, হাফিজ ওয়াহিদ সিরাজী, মওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবি, মাওলানা নুরুল ইসলাম, সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু, জাকির হোসেন কয়েছ, আকরাম হোসেন, মাসুদ আহমেদ প্রমুখ।

ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির ৩য় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২১ জুলাই

বাংলাদেশেত বিশেষ প্রয়োজন শিশুদের (দরিদ্র অন্ধ, বধির এবং মূক শিশু) জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য ৩য় চ্যারিটি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি।

আগামী ২১ জুলাই (রবিবার) রেডব্রিজ স্পোর্টস সেন্টারে এই চ্যারিটি টুর্নামেন্ট চলবে সকাল ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত। সকাল ১১টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বিকেল ৮টা থেকে ফাইনাল ম্যাচ এবং রাত ৯টার দিকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে। এই টুর্নামেন্ট সফল করার জন্য ১১মে শনিবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে প্রথম প্রস্তুতি সভা অনুস্টিত হয় ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সাংবাদিক নবাব উদ্দিন সভাপতিত্বে। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন টুর্নামেন্টের অন্যতম উদ্যোগতা সাবেক কাউন্সিলর আতাউর রহমান, ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির অন্যতম পরিচালক বাবলুল হক, তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের চেয়ারম্যান সাংবাদিক মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, টুর্নামেন্টের অন্যতম আয়োজক মাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, ইইঋটক এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ফকরুল ইসলাম, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ট্রেজারার সাংবাদিক সালেহ আহমদ, বার্কিং ব্যাডমিন্টন ক্লাবের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান, ২০২৩ এর চেম্পিয়ান মকবুল হক প্রমুখ।

এবারের টুর্নামেন্টে (A& B or B+ & B +) C & C or C+ & C, D &D or D+ & D ব্যাডমিন্টন গ্রুপ থাকবে।

ঐতিহাসিক এই ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষক, ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির চেয়ারম্যান, ক্রীড়াবিদ সাংবাদিক নবাব উদ্দিন বলেছেন যারা আসন্ন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে অংশ নিতে আগ্রহী, তাদেরকে সাবেক কাউন্সিলর আতাউর রহমান, মাহিদুল ইসলাম চৌধুরী এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন সবার সহযোগিতা পেলে এই টুর্নামেন্টে সারা যুক্তরাজ্য থেকে দুই শতাধিক প্লেয়ার অংশ নেবে। এত বড় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট দেখার জন্য সবাইকে ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব প্যারিসে

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির শহর প্যারিসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব। বিশ্বেরবিভিন্ন দেশে বসবাসরত সিলেট এর প্রবাসীদের মিলন মেলা হবে দিনটিতে।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন ফ্রান্স শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে এ মিলনমেলা।

দেশের উন্নয়নে আরো ব্যাপক ভূমিকা রাখার স্লোগান নিয়ে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের ব্যাপারে অবগত করতে গ্লোবালজালালাবাদ এসোসিয়েশন এর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গত সোমবার (৬ মে) ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত খন্দকার এমতালহার সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তারা সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও দেশের উন্নয়নে এ সংগঠনের ভূমিকা রাষ্ট্রদূতকে অবগত করেন। এসময় রাষ্ট্রদূত কেফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর নেতৃবৃন্দ। রাষ্ট্রদূত সংগঠনটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনার পাশাপাশি বলেন দেশের উন্নয়নে সকল প্রবাসীদের কে আরো ব্যাপক ভূমিকা রাখতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেনকেন্দ্রীয় সভাপতি মুহিবুর রহমান, সহসভাপতি অলি উদ্দিন শামীম, কাউন্সিলর ফইজুর রহমান, সহ সভাপতি মো: আব্দুলমুনিম জাহেদী ক্যারল, সহসভাপতি ইসবাহ উদ্দিন, সহসাধারণ সম্পাদকআব্দুল ওয়াদুদ দীপক, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন ফ্রান্স শাখার সভাপতি মোঃ ফয়সল উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান সহ কার্যনির্বাহীকমিটির নেতৃবৃন্দ।

দৌলতপুর ইউনিয়ন এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের কার্যকরী কমিটির সভা

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার ৫নং দৌলতপুর ইউনিয়ন এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের কার্যকরী কমিটির এক সভা গত ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার ইস্ট লন্ডনের মনসুন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রাস্টের সভাপতি মোহাম্মদ মোহাব্বত শেখ এর সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ কদর উদ্দিন এর পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওত করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস শহীদ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সহ সভাপতি মনির খান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাসিন উজ্জামান নূরু, কোষাধ্যক্ষ হাজী জাহির আলী, সহ কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ খান সুমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুশ শহীদ,প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া,কার্যকরী কমিটির সদস্য শামসুদ্দিন তালুকদার শামস, মাহবুব আলী চুনু, হাজী খলিল উদ্দিন, মোঃ দৌলত হোসেন, হানিফ আহমদ খান, আবুল হোসেন মামুন ও নতুন ট্রাস্টি সালিক মিয়া।

সভায় উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ৬ষ্ট বৃত্তি বিতরণের প্রতিবেদন অনুমোদন করে আগামী ২৫ জুন মঙ্গলবার দুপুর ২:০০ মিনিটে লন্ডনের মায়েদাগ্রিল রেস্টুরেন্টে ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ড় করা হয় এবং নতুন ট্রাস্টি সংগ্রহের লক্ষে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা সফল করার লক্ষে আগামী ৪জুন রোজ মঙ্গলবার ২:০০ মিনিটে নেটওয়ার্কিং এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সভা নর্থ ইউকের ওল্ডহাম শহরে অয়োজনের সিদ্ধান্ত হয় এবং নতুন ট্রাস্টি করপাড়া গ্রামের কৃতিসন্তান আবুল কাহার এবং উজাইজুরি গ্রামের কৃতিসন্তান মোঃ সালিক মিয়ার ট্রাস্টিশীপ আবেদন অনুমোদন করা হয়।

লন্ডনে হুসাম উদ্দিন এমপির সম্মানে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বৃটেন প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) আসনের সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর মুহাতারাম সভাপতি হযরত আলামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী এমপি। রবিবার (২৮শে এপ্রিল) লন্ডনের একটি হলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত বিশাল গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সর্বস্থরের মানুষের উপস্থিতি এবং অকুণ্ঠ সমর্থনে আপুত হয়েছেন তিনি।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সভাপতি হযরত মাওলানা নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত গণসংবর্ধনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী।

এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র কাউন্সিলর লুৎফুর রহমান, ডেপুটি মেয়র মায়ূন মিয়া, সাবেক স্পীকার আহবাব হোসাইন, ইউকে বিসিসিআই এর ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট বজলুর রশীদ, চ্যানেল এস এর সিইও তাজ চৌধুরী, বাংলাদেশ চেম্বার্স ওফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি এর প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু, লাতিফী হ্যান্ডস বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা গুফরান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ওলী খান এমবিই, জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট মশিউর রহমান শাহীন, কানাইঘাট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কামাল উদ্দীন, যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কাওছার চৌধুরী, গোয়াইনঘাট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম জিলানী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কমর উদ্দীন চৌধুরী সিআইপি, ব্যরিস্টার দেওয়ান মাহদী, মাওলানা আবদুর রব প্রমুখ।

জেএমজি বাইক শোরুমের উদ্বোধন

লন্ডনে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো জেএমজি বাইক এর শো রুমের। গত ১০ মে শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের ক্যানন স্ট্রিটে জেএমজি কার্গোর দ্বিতীয় শাখায় নতুন এই শোরুমের উদ্বোধন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের এমডি মানির আহমেদ এর পরিচালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন বিবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি বশির আহমেদ, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, বিবিসিসিআইর ডিজি এএইচএম নুরুজ্জামান, যুক্তরাজ্য সফররত সিলেট বিভাগ পেট্রোল পাম্প অ্যান্ড ওনার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ব্যবসায়ী হুমায়ুন আহমদ, এনটিভি ইউরোপের মোস্তফা সারোয়ার বাবু, সাংবাদিক রহমত আলী, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান আশিক, কামরান আহমদ প্রমুখ।

উদ্বোধনের আগে প্রতিষ্ঠানের সফলতা কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ আব্দুল ওয়াহিদ। উল্লেখ্য এই প্রতিষ্ঠান থেকে ডেলিভারি ড্রাইভারদের আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশী ই বাইক পাওয়া যাবে।

ব্রিটিশ বাংলাদেশ মিনিক্যাব ড্রাইভার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী

ব্রিটিশ বাংলাদেশ মিনিক্যাব ড্রাইভার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে গত ২৯ এপ্রিল সোমবার। পূর্ব লন্ডনের লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মিনিক্যাব ড্রাইভারও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশরেনন। মোহাম্মদ আবুল কালাম ও পারভেজ আহমেদের পরিচালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কনভেনর কাজী বাবর উদ্দিন। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিইও সাদেক আহমদ। এসময় সংগঠনের পক্ষ থেকে মিনিক্যাব ড্রাইভার বিভিন্ন সমস্যা ও দাবী তুলে ধরা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ডেপুটি লন্ডন মেয়র হাওয়ার্ড ডোবার, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার কাউন্সিলার জাহেদ চৌধুরী, নিউহাম কাউন্সিলের চেয়ার কাউন্সিলার রহিমা রহমান, কাউন্সিলার আয়াস মিয়া, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমানসহ অনেকে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের স্বেচ্ছাসেবক, স্টাফ এবং ট্রাস্টিদের সমাবেশ : সফল রমজান উদযাপনে ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

রমজান মাসে মুসল্লিদের সেবাদানে নিবেদিতভাবে কাজ করার স্বীকৃতি প্রদানে ইস্ট লন্ডন মসজিদের ভলান্টিয়ার, স্টাফ এবং ট্রাস্টিদের নিয়ে গত ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রথমতলায় ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদের সভাপতিত্বে ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক।

সিইও জুনায়েদ আহমদ রমজান মাসজুড়ে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আপনাদের এই পরিশ্রমের প্রতিফল একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দেবেন।

ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদও সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মসজিদকে আমরা ভালোবাসি বলেই, রমজানে আমরা এতো মানুষকে সেবা দিতে পেরেছি। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা প্রত্যেকেই এই মসজিদের একেকজন খাদিম।

অনুষ্ঠানে শুধু রমজানের সাফল্যই তুলে ধরা হয়নি। বরং মাসজুড়ে চলা উল্লেখযোগ্য কাজগুলো পর্যালোচনাও করা হয়। তাছাড়া আসন্ন বছরগুলোতে ইস্ট লন্ডন মসজিদের সেবাগুলো কিভাবে আরো উন্নত করা যায়- এ ব্যাপারে সকলে মুল্যবান মতামত প্রদান করেন। প্রতিটি টেবিলে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রমজানে "কোন সেবা কার্যক্রম ভালো হয়েছে" এবং "কোন কার্যক্রমটি আরো ভালো করা যেতে পারতো"- এ ব্যাপারে মতামত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, ২০২৪ সালের রমজানের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে মসজিদের সেবা কার্যক্রম আরো উন্নত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে গ্রেটার সিলেট ডেভেলাপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের মতবিনিময়

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে গ্রেটার সিলেট ডেভেলাপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের এক মতবিনিময় গত ৩ মে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন-জিএসসি সাউথ ইস্ট রিজিওনের চেয়ারপার্সন এম এ আজিজ, সাধারণ সম্পাদক ফজলুল করীম চৌধুরী, সাউথ ইস্ট রিজিওনের সাবেক চেয়ারপার্সন মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, সাউথ ইস্ট রিজিওনের ট্রেজারার সুফি সুহেল আহমদ, সলিসিটর ইয়াওর উদ্দিন, ব্যারিস্টার এনামুল হক, গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাষ্টের সাবেক সভাপতি মোস্তফা মিয়া, আলম খান, জামাল আহমদ খান, কায়েছ চৌধুরী, সাংবাদিক মিসবাহ জামাল, শাহিনা চৌধুরী, মমতাজ চৌধুরী, জিএসসির কেন্দ্রিয় স্পোর্টস সেক্রেটারী আব্দুল মালিক কুটি, ভয়েস ফর নিউহ্যামের চেয়ারপার্সন পারভেজ কোরেশী, জিএসসি সিলেট চ্যাপ্টারের সেক্রেটারী আব্দুস সামাদ নজরুল, সাউথ ইস্ট রিজিওনের জয়েন্ট ট্রেজারার মোঃ আবুল মিয়া, সাংঠনিক সম্পাদক সৈয়দ জিল্লুল হক ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক কামরুল চৌধুরী, আব্দুস সুবহান, আলাউর রহমান ওলি ও শাহান চৌধুরী।

উপস্থিত ছিলেন নুর উদ্দিন, সালেহ আহমদ, গোলাম কুদ্দুস কামরুল, নুর আহমদ, শিপলু আহমদ, মোস্তাফিজুর রহমান, সুলতান আহমদ প্রমুখ।

সভায় প্রবাসীরা সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করার জোর দাবী জানান। বক্তারা সিলেট ওসমানী হাসপাতালসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নীত করা, এনআইডি কার্ড সংশোধনীতে সময়ক্ষেপণ না করা, সিলেট যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বন্যা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জোর দাবী জানানো হয়। জবাবে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

মতবিনিময় সভায় পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস। সভায় ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেনকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়।

সেলাই মেশিন বিতরন অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার নাজির

সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাবলম্বী করতে বিত্তবানরা এগিয়ে এলে সামাজিক দারিদ্রতা দূরিকরণ সম্ভব

বিশিষ্ট আইনজীবী, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, যুক্তরাজ্যস্থ নিউহ্যাম বারার সাবেক ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেছেন, সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে আমরা এই সমাজ থেকে সহজেই দারিদ্রতা দূর করতে পারি। তিনি বলেন সমাজের বিত্তবানরা মানবিক চেতনা লালন করে যদি সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাবলম্বী করতে তাদের পাশে দাড়ান তবে এই সমাজের মৌলিক সংকট সহজেই দূরীকরণ সম্ভব। ব্যারিস্টার নাজির আহমদ গতকাল ১০ মে শুক্রবার তার নিজ অর্থায়নে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলার বেশ কিছু সুবিধাবঞ্চিত পুরুষ ও নারীকে পূর্ন সেলাই মেশিন সেট (সিঙ্গার সেলাই মেশিন, স্ট্যান্ড, টেবিল, সিজার, সুতাসহ আবশ্যকীয় প্যাকেট) বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। ব্যারিস্টার নাজির আরও বলেন, বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। এ দেশের মানুষগুলোর রয়েছে অফুরন্ত জীবনীশক্তি ও কর্মস্পৃহা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে যথাযথ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টন না থাকায় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছি। তিনি বলেন, এ দেশ আমাদের প্রিয় স্বদেশ। আমাদেরকেই দেশ এবং মানুষের কল্যানে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতে হবে। নগরীর জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় অনুষ্ঠিত এ সেলাই মেশিন বিতরন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিলেট জজ কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সেলিম মোহাম্মদ আলী আসগর, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও শিক্ষাবিদ মোস্তফা মিয়া, সিনিয়র সাংবাদিক কোম্পানীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি শাব্বির আহমদ, লেখক ও কবি জায়েদ আলী, বিশিষ্ট আইনজীবী মুমিনুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অনেক পরিবারের উপার্জন সক্ষম পুরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সেলাই মেশিনের পূর্ন সেট বিতরন করা হয়।

সিলেট মেট্রোপলিটন ক্লাবের আয়োজনে বড়লেখার কৃতি সন্তান সাইদুল ইসলাম (সিআইপি) কে সংবর্ধনা প্রদান

গত মংগলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে সিলেট মেট্রোপলিটন ক্লাবের আয়োজনে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার কৃতি সন্তান বিশিষ্ট সমাজসেবী শিল্পপতি মোহাম্মদ সাইদুল

(সিআইপি) কে এক উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন সিলেট মেট্রোপলিটন ক্লাব ইউকের আহবায়ক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বাক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সেন্টারের সংস্কৃতি উপ কমিটির আহবায়ক ফখরুল আম্বিয়া। সবাইকে স্বাগত জানান ক্লাবের পক্ষে বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী কবি ফয়েজুল ইসলাম ফয়েজ নুর, সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বৃটেনের আগামি নির্বাচনে কামডেন এলাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট এমপি প্রার্থী সাবেক কাউন্সিলর ওয়াইছুল ইসলাম ওয়াইছ, মিডিয়া বাক্তিত্ব রেডিও টিভি উপস্থাপক মিছবাহ জামাল, জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপিকা হেনা বেগম, সাংস্কৃতিক বাক্তিত্ব ও রেডিও প্রেজেন্টার হাফসা ইসলাম, আরো অনেকে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন ক্লাবের আয়োজকদের মাঝে সাদিক রহমান বকুল, সৈয়দ সাদেক আহমদ, মঈনুল ইসলাম,রোকন উদ্দিন, মোহাম্মদ আলি মাসুম, অয়েস, ফয়সল আহমদ, খলিল মিয়া প্রমুখ।

অতিথিকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

প্রধান অতিথি বক্তা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন ও প্রবাসীদের যে কোন সমস্যার সমাধানকল্পে সহযোগিতামুলক আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি বিশেষ করে ঢাকা এয়ারপোর্টে প্রবাসীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন বড়লেখা পৌরসভার বিগত মেয়র নির্বাচনে তিনি অংশ নেন তাছাড়া তিনি আগামি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন বলেও সভায় জানান। তিনি সকলের দোয়া প্রার্থী।

দেশে প্রতিটি প্রজেক্ট যাতে সময়মতো হয় সে জন্য প্রবাসীদের সোচ্চার হওয়ার আহবান: ড.এ কে আব্দুল মোমেন

খালেদ মাসুদ রনিঃ বৃটেন সফরত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড.এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, কিছু দুষ্ট লোকের কারণে বাংলাদেশের বারবার কাজের (উন্নয়নে) সময় ভাড়ানো হয়, টাকা ভাড়ানো হয়, আর মানুষের হয়রানী বাড়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনজর ছাড়া কাজের অগ্রগতি খুবই স্লো।দেশে প্রতিটি প্রজেক্টের সময় যাতে সময়মতো হয় সে জন্য প্রবাসীদের সোচ্চার হওয়ার আহবান জানান। তিনি গত বৃস্পতিবার রাতে ওয়েস্টহামের ইম্প্রেশন হলে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। সংগঠনের সভাপতি জাহাঙ্গীর খানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি সৈয়দ আহবাব হোসেন ও জয়েন্ট সেক্রেটারি জেইন মিয়ার যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সদস্য হাবিবুর রহমান এমপি।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন, মইন উদ্দিন আনসার, পারভেজ কুরেশি, মহিবুর রহমান মুহিব, সাজেদুর রহমান ফারুক, জালাল উদ্দিন, অলি উদ্দিন শামীম, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, মানিকুর রহমান গনি, আব্দুল হালিম চৌধুরী, জয়নাল খান, সামি সানাউল্লাহ, নইম উদ্দিন রিয়াজ, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, মারুফ চৌধুরী, ফয়সাল আলম, আহবাব হোসেন, আব্দুল আজিজ চৌধুরী, এম এ মুনিম, আব্দুল বারী, ডাঃ মাসুক আহম্মেদ, নুরুজ্জামান সেলিম, সুফি সোহেল, আবুল মিয়া, মুন কোরেশী, শামীমা মিতা, আলম শেখ, নাজির আলী, আজাদ হোসেন, মজির উদ্দিন, মোবারক আলী, আব্দুল হান্নান, মনোয়ার ক্লাক প্রমূখ। সভায় প্রধান অতিথি ড.এ কে আব্দুল মোমেন এবং বিশেষ অতিথি হাবিবুর রহমান এমপিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মৌলভীবাজার জেলার সাবেক ছাত্রলীগের রিইউনিয়ন কমিটি ইউকের সভা অনুষ্ঠিত

ফয়ছল মনসুরঃ বৃটেনের বসবাসকারী মৌলভীবাজার জেলার প্রাক্তন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের আত্মার আত্মীয়তা ও প্রাণের সেতুববন্ধন অটুট রাখা ও সবাইকে ঐক্যের বন্ধনে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসার লক্ষ্যে কাজ করার দীপ্ত শপথে গঠিত মৌলভীবাজার সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের রিইউনিয়ন কমিটি ইউকের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা গত ১২ই মে ২০২৪ই, পুর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন ইভেন্টে বিপুল সংখ্যক প্রাক্তন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রিইউনিয়ন কমিটির আহবায়ক, মৌলভীবাজার জেলার সাবেক তুখোড় ছাত্রনেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিইউনিয়ন কমিটির সদস্য সচিব রুহুল আমীন রুহেল এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, ও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আকিল আহমদ।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কাউন্সিলার মুজিবুর রহমান জসিম, ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মৌলভীবাজার জেলার সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কমিউনিটি লিডার মোস্তফা কামাল বাবলু, আব্দুর রশিদ কাজল, নজরুল ইসলাম অকিব, মুহিবুর রহমান খসরু, খয়রুল রব মুকুল, ইকবাল আহমদ, আব্দুল বাছিত, সেলিম আহমদ, শেখ আব্দুর রউফ, মোহিদুর রহমান, দিলু মিয়া, জয়নাল আহমদ, সেলিম আহমদ, কাউন্সিলার কাবিদ আহমদ, রাধা কান্ত ধর, শাহ শাফি কাদির, জয়নাল ইসলাম, মোয়াইমিন আহমদ, দেওয়ান ফাহিম আহমদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম বেলাল, মোহাম্মদ আজিজুল আম্বিয়া, আমজাদ হোসেন সানি, এস এম দোলাল আহমদ, ও রাসেল আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সামারের মধ্যে রিইউনিয়ন এর সভা অনুষ্টান করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী ৩রা জুন সন্ধা ৬.০০ ঘটিকার সময় পূর্ব লন্ডনে প্রস্তুতি সভায় রিইউনিয়ন কমিটির সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এবং বিস্তারিত কর্মসূচি চুড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পর্তুগাল শাখার আহবায়ক কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি পর্তুগাল শাখার নবগঠিত আহবায়ক কমিটির পরিচিতি সভা ও অভিষেক অনুষ্ঠান পর্তুগালের রাজধানী লিজবনের ৫ তারকা হোটেল মুন্ডিয়ালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল বিকালে উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পর্তুগাল বিএনপির আহবায়ক আবু ইউসুফ তালুকদার। সদস্য সচিব ছায়েফ আহমেদ সুইটের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেস্টা এম এ মালিক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও ইউরোপ বিএনপির সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন খোকন।বক্তব্য রাখেন পর্তুগাল বিএনপির সিঃ যুগ্ম আহবায়ক কাজল আহমেদ, সাবেক ছাত্রদল অর্গানাইজেশন ইউরোপের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবু জাফর রাসেল, স্পেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক, বিল্লাল হোসেন শাকিল, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান, পর্তুগাল বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক শেখ খালেদ আহমেদ মিনহাজ, মন্জুরুল হেসেন জিন্নাহ ,সাইফুল হক, আজমল আহমদ, শামসুজ্জামান জামান, এম কে নাসির, দিলোয়ার আহমেদ রাফি,স্পেন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস শহীদ,পর্তুগাল বিএনপির যুগ্ম সদস্য সচিব আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী পারভেজ, যুগ্ম সদস্য সচিব মাহফুজুল আলম সোহাগ, পর্তুগাল কমিউনিটি নেতা, মুশাররফ হেসেন, আবু নাঈম শহীদ ,কামরুল আহমেদ, পর্তুগাল আহবায়ক কমিটির সদস্য সাইদুল ইসলাম ,আব্দুল হাসিব, শাহাব উদ্দিন ,নুরুন নাহার, মোয়াজ্জেম হোসেন কায়েস, পর্তুগাল বিএনপি নেতা আব্দুল গাফফার, নবগঠিত পর্তুগাল সান্তারাইম শাখা কমিটির আহবায়ক সুয়েল চৌধুরী, যুব নেতা এমদাদুর রহমান স্বপন,মাজেদ আহমেদ সামী, পর্তুগাল সেচ্চাসেবক দলের সিঃ যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল আজীম গিলমান চৌধুরী , সদস্য সচিব সুজন মিয়া, যুগ্ম আহবায়ক কাজী ইব্রাহীম ইবু, মোহাম্মদ আমান, যুবনেতা মর্তুজ আলী।

সভার শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন পর্তুগাল বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য জুবেল আহমদ।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি আবু ইউসুফ তালুকদার, তিনি বক্তব্যে বলেন, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দদের আগমন পর্তুগাল বিএনপি আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্বরন করবে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আমাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত করেছেন তা শততা ও নিষ্টার সাথে ইনশাআল্লাহ পালন করব। আমরা দায়ীত্ব পাওয়ার পর পর্তুগাল সান্তারাইম বিএনপির জোনাল কমিটি ঘোষণা করছি। তিনি আরও বলেন, এই প্রথম বারের মত পর্তুগালে কোন জোনাল কমিটি ঘোষণা করা হলো,তিনি নবনির্বাচিত সান্তারাইম বিএনপির আহবায়ক সোহেল এ চৌধুরী ও সদস্য সচিব কাউসার হোসেন কিংস তালুকদার সহ সবাইকে পর্তুগাল কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান।

পরে জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত শেষ করে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। পর্তুগাল বিএনপির নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান, তারা বলেন দীর্ঘদিন থেকে পর্তুগাল বিএনপি নেতৃত্ব শুন্যে ছিল, এই আহবায়ক কমিটি গঠন করার পরে পর্তুগাল বিএনপির নেতৃবৃন্দ এখন অনেকটা উজ্জীবিত ও আনন্দিত।

তারা বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপির অসংখ্য নেতৃবৃন্দ এখন পর্তুগালে বসবাস করছেন, এই আহবায়ক কমিটি সকল ত্যাগী নেতাকর্মীদের নিয়ে পর্তুগাল বিএনপিকে ইউরোপের মধ্যে একটি মডেল এবং শক্তিশালী জাতীয়তাবাদের ঘাটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রনী ভুমিকা পালন করবে বলে নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহিদুর রহমান বলেন,পর্তুগাল বিএনপির নেতৃবৃন্দের দলপ্রেম, দলের প্রতি কমিটমেন্ট সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে, তারা ইউরোপের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে উপস্থিত ছিল সেই জন্য দল তাদেরকে মূল্যায়ন করেছে। আমি আশা এবং বিশ্বাস করি এই আহবায়ক কমিটির নেতৃত্বে পর্তুগাল বিএনপি সু-সংগঠিত হবে এবং সুন্দর একটি পুর্নাঙ্গ কমিটি উপহার দিবে। সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আহবায়ক ও সদস্য সচিব সহ সকল নেতৃবৃন্দদের ধন্যবাদ জানান।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে এম এ মালিক বলেন, পর্তুগাল বিএনপি আগের চেয়ে অনেক সু সংগঠিত।তিনি বলেন আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে , আমাদের নেতা দেশনায়ক তারেক রহমান সাহেবকে দেশে ফিরিয়ে নিতে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের গনতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে আমাদের ঐক্যের বিকল্প নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি দুর্যোগময় মুহুর্তে বিএনপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে, পর্তুগাল বিএনপি ও দেশের বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের জন্য কাজ করবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, দীর্ঘদিন পরে হলেও পর্তুগাল বিএনপি তাদের কমিটি পেয়েছে, দল যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে তাদেরকে দল যোগ্য মনে করেই দিয়েছে, তিনি আরও বলেন আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছেন, ব্যাক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়, কোন ব্যাক্তিকে খুশি করতে দলের সিদ্ধান্তের বাহিরে যাওয়া যাবে না।

নবনির্বাচিত আহবায়ক আবু ইউসুফ তালুকদার ও সদস্য সচিব ছায়েফ আহমেদ সুইট সহ সকল নেতৃবৃন্দকে সুন্দর এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান।

নবগঠিত আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব ছায়েফ আহমেদ সুইট নতুন কমিটির নাম ঘোষনা করে পরিচয় করিয়ে দেন। এসময় তিনি বলেন, আজ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পর্তুগাল বিএনপির জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন, পর্তুগালের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এক সাথে তিন জন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে দলীয় কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে। তিনি আগত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পর্তুগালে একটি সুন্দর আহবায়ক কমিটি হয়েছে তাদের মধ্যে বিএনপি চেয়ারপারসন এর উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন সাহেবের প্রতি।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন পর্তুগাল বিএনপির সদস্য লিটন মিয়া,আব্দুল লতিফ কয়েস,জায়েদ আহমদ, জামিল মিয়া,আকমল হুসাইন, বদরুল আলম , মন্জুর এলাহী, আখলাক আহমদ, মিসবাহ উদ্দিন, ফজলু আহমদ, নাইম আহমদ,মোহাম্মদ আজাদ হুসাইন কামিল আহমদ, তারেক আহমদ ,জাকির হুসাইন যুব নেতা,কাজী জুয়েল যুব নেতা প্রমুখ।অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পর্তুগাল নবগঠিত আহবায়ক কমিটির পক্ষ থেকে অতিথিদের সম্মাননা সরুপ ক্রেস্ট তুলে দেন আহবায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দ।

বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউকের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

গত বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আগামীতে সংগঠনের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউকের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টায় ইস্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সহ-সভাপতি রাজু মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রুহেল ইসলামের পরিচালায় সভায় বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সহ-সভাপতি আশরাফ খান, সহ-সভাপতি শাহ কামাল উদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মিজান রহমান, সিনিয়র সদস্য গিয়াস উদ্দিন সেবুল, সিনিয়র সদস্য জালাল মিয়া, সিনিয়র সদস্য বাবুল উদ্দিন, সদস্য আশরাফ উদ্দিন, আবুল হোসেন মামুন, সালিক মিয়া, রুহেল মিয়া, ব্যাডমিন্টন সমন্বয়কারী মুমিন রহমান, ফুটবল কো অর্ডিনেটর কামাল উদ্দিন, আইন উপদেষ্টা মিজান রহমান, ফান রাইজিং এডভাউজার রুহেল মিয়া, ক্রিকেট কো অর্ডিনেটর পারভেজ হাসান, রাজহান প্রমূখ।

সভা শেষে বৃটেন সফরত বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শফিকুর রহমান চৌধুরী'র সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাত করেন বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউকের নেতৃবৃন্দ। এসময় মন্ত্রী বাংলাদেশে সংগঠনের সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগীতার আস্বাস দেন।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah
Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani
CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608
PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor
For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

গোলাপগঞ্জ উপজেলায় পুনঃনির্বাচনের দাবি তিন পরাজিত প্রার্থীর

সিলেট অফিস : গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জাল ভোটের মহোৎসব হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পরাজিত দুই চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী। পাশাপাশি নির্বাচনে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তারা। আর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাসহ পুরো প্রশাসন নির্লজ্জভাবে বিজয়ী প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে বলেও অভিযোগ তাদের। এজন্য তারা পুনঃনির্বাচনের দাবি জানান।

গত শনিবার দুপুরে নগরীর একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শাহিদুর রহমান চৌধুরী জাবেদ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, '৮ মে গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। আর এই প্রহসনের নেতৃত্বে ছিলেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আহসান ইকবাল। সকাল থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্র দখল করেন মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরী এলিমের কর্মী সমর্থকরা। উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের বরায়া, হিলালপুর, হাজিপুর, মোল্লাগ্রাম ও কালিদাসপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে আনারস ও ঘোড়া প্রতীকের এজেন্টদের বের করে দোয়াত-কলম মার্কায় জাল ভোট দেয়া হয়। এমনকি এসব কেন্দ্রে প্রিসাইডিং, পোলিং অফিসাররাও জাল ভোট

দিয়েছেন।'

'এলিমের বাহিনী ভাদেশ্বর ইউনিয়নের শেখপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র দখল করতে গেলে প্রতিরোধের মুখে পড়ে। তারা হামলা চালিয়ে আনারসের ৩ জন কর্মীকে মারাত্মক আহত করে, আহতদের অবস্থা আশংকাজনক বলে উল্লেখ করেন।'

তিনি বলেন, 'কায়স্থগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গেলে এলিমের সন্ত্রাসী বাহিনী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিকেল ৩টার দিকে আনারস ও ঘোড়া প্রতীকের প্রার্থীকে অবরোধ করে রাখে। এসময় তারা ওই কেন্দ্রসহ আশপাশ কেন্দ্রগুলোতে টেবিল কাস্ট করেছে। সকাল থেকে বার বার উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও গোলাপগঞ্জ থানার ওসির সাথে যোগাযোগ করেও আমরা কোনো প্রতিকার পাইনি।'

তাছাড়া মীরগঞ্জ, শেখপুর, নিয়াগুলসহ আরও কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যালট পেপার ফুরিয়ে গেছে বা আসতে দেরী হচ্ছে এমন হাস্যকর কারণ দেখিয়ে ভোট গ্রহণের গতি একেবারেই কম করে দেয়া হয়। এতে আমাদের অনেক ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। পুলিশ আমাদের সহযোগিতা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধের পরিবর্তে শেখপুরে মানুষের বাড়িবাড়ি গিয়ে হামলা করেছে। এতে ভোটাররা আতঙ্কিত হয়ে আর কেন্দ্রমুখী হননি। এমনকি ভোট গণনায়ও ব্যাপক কারচুপি করা হয়েছে। ঘোড়া ও আনারস প্রতীকের অনেক ভোট ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা কারণে বাতিল করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আনারস প্রতীকের প্রার্থী আবু সুফিয়ান উজ্জ্বল বলেন, 'নির্বাচন কর্মকর্তা, পুলিশ প্রশাসনসহ সবাই এলিম চৌধুরীর পক্ষে কাজ করেছেন। তারা তাকে নির্বাচিত করার নীলনক্সা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছেন। স্কুলের শিক্ষক মসজিদের ইমামকে দিয়েও জাল ভোট দিয়ে আমার জয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এমন প্রহসনে গোলাপগঞ্জবাসী হতাশ। গোলাপগঞ্জ থানার ওসি, এসআই লুৎফুর এবং উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার শাস্তির দাবি জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে পরাজিত ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী লবিবুর রহমান নির্বাচনের নামে এমন প্রহসনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

সংবাদ সম্মেলনে তিন প্রার্থীই গোলাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ৮ মের নির্বাচন বাতিল করে পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানান। তারা এ ব্যাপারে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দুই নেতা বহিষ্কার

সিলেট অফিস : সংঘর্ষের ঘটনায় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি) ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম রিয়াদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক আরমান হোসেনকে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের উপ দপ্তর সম্পাদক মো. তানভীর হোসেন স্বাধীন স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে এমনটি জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের জরুরি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, সংগঠনের শৃঙ্খলা ও মর্যাদা পরিপন্থি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে রিয়াজুল ইসলাম (সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা) এবং আরমান হোসেন (সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা)কে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হলো।'

এর আগে রোববার বিকালে সিকৃবি'র আব্দুস সামাদ আজাদ হলের সিট সংক্রান্ত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন এই দুই নেতা ও তাদের অনুসারীরা। এতে ১৭ জন আহত হন।

এই ঘটনার রেশ ধরেই কেন্দ্রীয় কমিটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সিকৃবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কখনোই শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে না এবং তা প্রশ্রয়ও দেয় না। তবে সোমবারের হলের সিট সংক্রান্ত সাধারণ একটা ঘটনা আসলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এমনটা হয়েছে। আমরা রাতে বিষয়টি নিয়ে সকল নেতাকর্মীরা বসেছিলাম। আমরা সমাধানের পথে এগিয়েও গিয়েছিলাম। তার মধ্যেই কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে এমন ঘোষণা এসেছে। যাই হোক আর কিছু বলবো না, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল।

শুক্রবার রাতে সিকৃবি ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটি ঘোষণার দুইদিন না পেরোতেই সংঘর্ষে জড়ালো ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ এবং বহিষ্কার হলো দুই নেতা।

সুনামগঞ্জে বোরো ধানের খড়ে মজুদ ২০০ কোটি টাকার গোখাদ্য

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : দেখার হাওর পাড়ের কৃষক আব্দুল ওয়াহিদ। তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করে খড় রোদে শুকাচ্ছেন। তার দুই ছেলে দিনভর মাথায় খড় বোঝাই করে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। শান্তিগঞ্জ উপজেলার উজানীগাঁও গ্রামের বর্গাচাষী ওয়াহিদের দুইটি গাভী রয়েছে। এবারের বর্ষায় আরও একটি ষাঁড় গরুর কেনার কথা রয়েছে তার। বর্ষায় গরুর খাদ্য মজুদ করে রাখতে ৫ কেয়ার জমির খড় দুই দিনে শুকিয়ে বাড়ি নিয়েছেন এই চাষী।

প্রকৃতির আশির্বাদে নির্বিঘ্নে ফসল তোলার পাশপাশি গোখাদ্য সংগ্রহ করতে পারায় খুশি কৃষক ওয়াহিদ। কৃষক ওয়াহিদের মতো হাওরে কৃষকরা ধান কাটার পর খড় শুকানো, সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। হাওরের জাঙ্গাল বা উঁচু স্থানে রোদ্রের তাপে খড় শুকিয়ে বাড়ি নিয়ে 'লাছি' বা 'ভোলা' দিয়ে মজুদ করে রাখছেন কৃষকরা।

জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বোরো ধানের উৎপাদন ভালো হওয়ায় এবার জেলায় সাড়ে ৪ লাখ মেট্রিক টন খড় সংগ্রহ হয়েছে। এর বাজার মূল্য ২০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। যা দিয়ে বর্ষা মৌসুমে জেলার ৫ লক্ষাধিক গরু, মহিষ, ১ লাখ ৩৫ হাজার ভেড়া ও ৫২ হাজার ছাগলসহ ১ লক্ষাধিক অন্যান্য গবাদি পশুর খাদ্যের যোগান দেয়া সম্ভব হবে বলে জানান তারা। এটা পশু পালনে সহায়ক হওয়ায় সার্বিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছে দপ্তর সংশ্লিষ্টরা। কৃষকরা জানিয়েছেন, শুষ্ক মৌসুমে হাওরের গো চারণ ভূমিতে গৃহ পালিত গরু, মহিষ, ছাগলসহ অন্যান্য গবাদি পশুর খাসের সংস্থান হলেও বর্ষা মৌসুমে এই অঞ্চলে এগুলোকে বাড়িতে আবদ্ধ রাখতে হয়। এসময় ধানের মজুদকৃত খড়ই গোখাদ্যের যোগান দিয়ে থাকে। এবার ধানের ফলনের সাথে সাথে খড়ের উৎপাদন বেশি হয়েছে বলে জানান এলাকাবাসী। এদিকে, সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওর নিকটবর্তী গ্রাম ঘুরে দেখা যায়, শতভাগ ধান কাটার পর বেশিরভাগ কৃষক গবাদি পশুর জন্য খড় সংগ্রহ সম্পন্ন করেছেন। বাড়ির আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় খড়ের 'লাছি' বা 'ভোলা' (খড়ের গাদা) দেখা যাচ্ছে। সদর উপজেলার কাংলার হাওরপাড়ের গ্রাম বিরামপুর। গ্রামের কৃষক

পরিবারের সন্তান আইনুল হক বলেন, ধান কাটা শেষ। গ্রামের বেশিরভাগ পরিবার তাদের গরু মহিষের জন্য খড় সংগ্রহ করে ফেলেছেন। বাড়িতে বাড়িতে খড়ের 'লাছি'। অনেক বছর পর এবার শান্তিতে মানুষ ধান ও খড় তুলেছেন। ধানের সাথে গো খাদ্য খড় তুলতে পেরে গ্রামের ঘরে ঘরে এখন স্বস্তির পরিবেশ বিরাজ করছে।

সুনামগঞ্জ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মো: রফিকুল ইসলাম, বিগত অনেক বছরে এবার মানুষ শান্তিতে ধান ও খড় ঘরে তুলতে পেরেছেন। হাওর এলাকায় এখন উৎসব বিরাজ করছে। অনুকূল আবহাওয়ায় এবার ভালোভাবে খড় শুকাতে পেরেছেন তারা। খড়ের মানও ভালো বলে জানান তিনি।

ছেলের চিকিৎসার খরচ জোগাতে না পেরে মায়ের আত্মহত্যা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : তিন বছরের ছেলে আফরোজ। জন্মের পর থেকেই কিডনিজনিত সমস্যায় ভুগছে। তার চিকিৎসার জন্য রাত-দিন পরিশ্রম করছেন বাবা মো. রানা। গুলিস্তানের একটি কাপড়ের দোকানে সেলসম্যান এই পিতা সংসারের খরচ পোষাতে একটু কম ভাড়ায় বাসা নেন রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর ট্যানারি পুকুর পার্ক এলাকায়। মা আফরোজা আক্তারও অসুস্থ ছেলের চিকিৎসা খরচ যোগাতে টিউশনি শুরু করেন। একবেলা-আধাবেলা খেলেও ধার-দেনা করে ঠিকই চলছিল ছেলের চিকিৎসা। কিন্তু কোনোভাবেই ভাগ্যের উন্নতি বা ছেলের সুস্থতা কিছুই আসছিল না। ব্যয়বহুল কিডনি চিকিৎসা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে সংসারের খরচ জোগাড় করতে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল রানা-আফরোজা দম্পতি। কোনোভাবেই আর খরচ জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না তাদের। অভাব-অনটনের সংসারে দীর্ঘদিন ধরে চলা ছেলের চিকিৎসা নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন মা আফরোজা আক্তার।

চোখের সামনে তিলে তিলে ছোট্ট ছেলের করুণ দশা দেখতে হবে- ভেবে এমনটা ভেবে একপর্যায়ে ঘরে থাকা কীটনাশক পান করে আত্মহত্যার করেন এই ২৩ বছরের তরুণী।

নিহত আফরোজার চাচা মো. জাহাঙ্গীর ও ফুপু হেলেনা বেগম বলেন, 'আফরোজার তিন বছরের ছেলে আফরোজ জন্ম থেকেই কিডনিজনিত সমস্যায় ভুগছিল। জন্মের পর থেকেই ছেলেকে সুস্থ করতে নিয়মিত চিকিৎসা করিয়ে আসছিল আফরোজা ও রানা। ছেলের চিকিৎসা খরচ পোষাতে গিয়ে অনেক ধার-দেনাও করেছে তারা। কিন্তু বর্তমানে অভাবের কারণে যথাযথ চিকিৎসা করাতে পারছিল না। তার চিকিৎসার খরচ অনেক ব্যয়বহুল, যা তাদের পক্ষে বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য। আর ধারদেনা করাও সম্ভব ছিল না। এসব নিয়েই আফরোজা হতাশাগ্রস্ত হয়ে রোববার সকাল ১১টায় বিষপান করে অচেতন হয়ে পড়ে। এরপর আমরা তাকে উদ্ধার করে দুপুর ১২টা নাগাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাই। সেখান থেকে তার পাকস্থলী ওয়াশ করে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকাল ৩টায় আফরোজার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া।

নিহত আফরোজার স্বামী মো. রানা বলেন, আমার ছেলের অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা করাতে অনেক টাকা দরকার। এই টাকা জোগাড় করতে না পারায় আর্থিক অভাব অনটনের কারণে আমার স্ত্রী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। কোনো কিছুই বোঝার চেষ্টা করেনি। ছেলের অসুস্থতার খরচ ও ধারদেনা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সে বিষণ্নতায় ভুগছিল। রোববার থাকা কীটনাশক পান করে অসুস্থ হয়ে পরে। আশপাশের লোকজন তার স্বজনদের খবর দিলে তারা আফরোজাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পুলিশ লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রেখে দিয়েছিল। কারোর অভিযোগ না থাকায় (সোমবার) সকালে লাশ আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। দুপুরে জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বলতে বলতে অশ্রুসিক্ত হয়ে মো. রানা বলেন, ওতো মারা গিয়ে বেঁচে গেল। এখন আমার আর আমার অসুস্থ সন্তানটার কী হবে? কে আমাদের আগলে রাখবে? কে আমার পাশে দাঁড়াবে? কার সঙ্গে আমি সুখ-দুঃখের আলাপ করবো? আমার সংসারটা ভেসে গেল, সব শেষ হয়ে গেল। আমি এখন কাকে নিয়ে বাঁচবো?

রানা-আফরোজা যেই বাসায় ভাড়া থাকতেন ওই বাসার মালিকের মেয়ে মলি আক্তার বলেন, নিহত আফরোজাদের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার কুরুকচর গ্রামে। গত দুই বছর ধরে আমাদের বাড়ির নিচতলার একটি সিঙ্গেল রুমের ফ্লাটে

মো. রানা তার স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে ভাড়া আছেন। এমনিতে তাদের তেমন কোনো ঝামেলা কখনো দেখিনি। তবে তাদের ছেলেটা অনেক অসুস্থ। ওই ছেলের খরচ জোগাড় করতে মা আফরোজা বাইরে গিয়ে চাকরি করতে না পারায় বাসায়ই বাচ্চাদের টিউশন পড়াতেন। ছেলেকে নিয়েই সব সময় থাকতেন তিনি। রোববার হঠাৎ শুনি তিনি বিষ খেয়েছেন, হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে। পরে বিকালে শুনি মারা গেছেন। বর্তমানে ছেলেটা আমাদের পাশেই তার নানীর বাসায় রয়েছে। আফরোজার মায়ের বাসায় গিয়ে দেখা যায়, মেয়ের মৃত্যুর শোকে যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন মা। বার বার কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছেন।

এ বিষয়ে কামরাঙ্গীরচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, ঘটনার সংবাদ পেয়ে হাসপাতালে ও ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্ত শেষে জানা গেছে, গৃহবধূর স্বামী স্বল্পআয়ের সেল্‌সম্যানের চাকরি করেন। তাদের একমাত্র ছেলের কিডনির সমস্যা রয়েছে। শিশুটির চিকিৎসা করাতেই পরিবারটি হিমশিম খাচ্ছিল। এ কারণে হতাশা থেকে গৃহবধূ আফরোজা বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। তবে ঘটনাটি আরও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সমমনাদের সঙ্গে বিএনপি'র বৈঠক

যুগপৎ আন্দোলনে জামায়াতকে নেয়ার পরামর্শ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপি'র সম্পর্কে ছেদ পড়ে। একপর্যায়ে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট ভেঙে যায়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলোর সরকার পতনে একদফা দাবি আদায়ে যুগপৎ আন্দোলনে ছিল না জামায়াত। কিন্তু বিএনপি'র সঙ্গে মিল রেখে প্রতিটি কর্মসূচি পালন করেছে দলটি। ওই সময় কিছু জোট ও দলের কারণে জামায়াতকে যুগপৎ আন্দোলনে রাখা হয়নি। তবে সোমবার সমমনাদের সঙ্গে এক বৈঠকে জামায়াতকে আন্দোলনে নেয়ার পরামর্শ এসেছে। রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও লেবার পার্টির সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপি'র লিয়াজোঁ কমিটি। বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সঙ্গে বৈঠক হয়। এরপরে লেবার পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপি'র লিয়াজোঁ কমিটির নেতারা। বৈঠকে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, বেগম সেলিমা রহমান এবং ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহাজাহান উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রে জানা গেছে, এসব বৈঠকে জোট নেতারা জামায়াতকে যুগপৎ আন্দোলনে নেয়ার জন্য বিএনপিকে পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তারা বাম, ডানসহ সরকার বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনগুলোকেও যুগপৎ আন্দোলনে নেয়ার জন্য বিএনপিকে পরামর্শ দেন। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সঙ্গে বৈঠক শেষে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান

সাংবাদিকদের বলেন, রাষ্ট্রীয় সমস্যা এবং জনগণের বিভিন্ন সংকটের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। এরমধ্যে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত, বিদ্যুৎ, পানি ও যোগাযোগ সংকটের বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক সংকট, টাকার অবমূল্যায়ন এবং ব্যাংকসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান লুট এবং রাষ্ট্রীয় ঋণের দ্রুত বৃদ্ধির প্রসঙ্গও বৈঠকে আলোচনায় এসেছে। তিনি বলেন, সীমান্তে মানুষ হত্যা এবং মিয়ানমার সীমান্তে যে নতুন ঘটনা ঘটেছে, এসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একমত হয়েছি যে, জনগণকে সম্পৃক্ত করে আগামীদিনে আমরা কীভাবে অগ্রসর হতে পারি। আর আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করার চিন্তা করছি। আমাদের জোটগুলো তারা নিজেরা বসবেন এবং আলোচনা করবেন। এরপরে তারা আবারো আমাদের সঙ্গে বসবেন। আরো অন্যান্য জোট ও দলগুলোর সঙ্গে আমরা আলোচনা করছি। সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা আগামীদিনে আপনাদের (সাংবাদিক) কর্মসূচির বিষয়ে জানাবো। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি যে, দেশে এবং দেশের মানুষ আজ আরও বেশি সংকট ও সমস্যার মুখোমুখি। তারা এ অবস্থা থেকে মুক্তি চায়।

বৈঠকে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এনপিপির চেয়ারম্যান ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, জাগপার সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমান, বিকল্পধারা বাংলাদেশের মহাসচিব শাহ আহমেদ বাদল, গণদলের চেয়ারম্যান এটিএম গোলাম মাওলা চৌধুরী, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান ক্বারী মো. আবু তাহের, বাংলাদেশ ন্যাপের চেয়ারম্যান এমএন শাওন সাদেকী, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ডা. সৈয়দ নুরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এরপরে বাংলাদেশ লেবার পার্টির সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপি লিয়াজোঁ কমিটি। লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরানের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে অংশ নেন। এরমধ্যে দলটির ভাইস চেয়ারম্যান এসএম ইউসুফ আলী, এডভোকেট আমিনুল ইসলাম রাজু, হিন্দুরাত্মা রামকৃষ্ণ সাহা, এডভোকেট জহুরা খাতুন জুঁই, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খন্দকার মিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম মহাসচিব মুফতি তরিকুল ইসলাম সাদী, হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মনির হোসেন খান, নির্বাহী পরিষদ সদস্য মো. জনি আহমেদ এবং মো. মাসুম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলার, আমদানির মানদণ্ডে শেষপ্রান্তে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ডলার সংকটের সঙ্গে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ কম থাকায় দিন দিন কমছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর দেশে ডলারের যে সংকট শুরু হয়েছিল, তা এখনো কাটেনি। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভের যে হিসাব গত সপ্তাহে প্রকাশ করেছে, ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ তার চেয়ে অনেক কম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, প্রকৃত বা ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভের পরিমাণ এখন ১৩ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা কম।

২০২১ সালের আগস্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ছিল ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলার (৪৮ বিলিয়ন)। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাবে তা কমে হয়েছে ২ হাজার ৩৭২ কোটি মার্কিন ডলারে (২৩ দশমিক ৭১ বিলিয়ন) নেমেছে। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবপদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ এখন এক হাজার ৮৩০ কোটি ডলারে (১৮ দশমিক ৩০ বিলিয়ন)।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক গণমাধ্যমকে বলেন, সোমবার (১৩ মে) বিকালে আকুর বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ বিপিএম-৬ অনুযায়ী ১৮ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমেছে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে রিজার্ভ আছে ২৩ দশমিক ৭১ বিলিয়ন ডলার।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের আরেকটি হিসাব শুধু আইএমএফকে দেয়। যা প্রকাশ করে না। সেখানে আইএমএফের এসডিআর খাতে থাকা ডলার, ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং হিসাবে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা এবং আকুর বিল বাদ দিয়ে ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভের হিসাব করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বৃহস্পতিবার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল এক হাজার ৯৮২ কোটি ৬৭ লাখ মার্কিন ডলার (বিপিএম-৬) বা ১৯ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার। আকুর ১৬৩ কোটি ডলার দায় পরিশোধের পর রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৮১৯ বিলিয়ন ডলার (বিপিএম-৬) বা ১৮ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার।

মূলত, এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন অর্থাৎ আকু একটি আন্তদেশীয় লেনদেন নিষ্পত্তি ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে প্রতি দুই মাস অন্তর এশিয়ার ৯টি দেশের (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, ইরান, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল ও পাকিস্তান) মধ্যকার লেনদেনের দায় পরিশোধ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) দেওয়া নিট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ হাজার ১১ কোটি মার্কিন ডলার। এ লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আইএমএফ ১ হাজার ৪৭৫ কোটি ডলারে নামিয়েছে, যদিও এখন তা ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের কম।

এদিকে প্রতি মাসে দেশের আমদানি দায় মেটাতে এখন প্রায় ৫০০ কোটি ডলার প্রয়োজন হচ্ছে। সাধারণত একটি দেশের ন্যূনতম ৩ মাসের আমদানি খরচের সমান রিজার্ভ থাকতে হয়। সেই মানদণ্ডে বাংলাদেশ এখন শেষ প্রান্তে রয়েছে।

গাইবান্ধায় লাল মরিচের হাট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গাইবান্ধার শুকনা লাল মরিচের কদর দেশ জুড়ে। মরিচ চাষে চরাঞ্চলের মাটির গুণাগুণ ও আবহাওয়া অনুকূল হওয়ায় মরিচের আকার বড় ও সুন্দর হয়। অন্যান্য মাটির তুলনায় চরের মাটিতে মরিচের ফলন দুই থেকে তিনগুণ বেশি হয়। জেলার ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, যমুনা ও করতোয়া নদীবেষ্টিত চরে শত শত বিঘা জমিতে মরিচের চাষ হয়ে থাকে। সাধারণত বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরই চরের পলি মাটিতে ২-৩টি চাষের পর মরিচের বীজ বোনা হয়। ১৫-২০ দিন পর পর দুই-তিনবার নিড়ানি দিলেই বিনা সারে ব্যাপক ফলন হয়। উৎপাদন খরচও বেশ

কম। ভালো আয় হয় বলে এলাকার মানুষের কাছে এটি লাল সোনা নামে পরিচিত। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি, সাঘাটা এবং পাশের জামালপুরের বিভিন্ন চর থেকে বিক্রির জন্য নৌকা আর ঘোড়ার গাড়িতে করে সকাল থেকে মরিচ নিয়ে হাজির হন কৃষকেরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলার ফুলছড়ির এই মরিচের হাটে বাড়তে থাকে ক্রেতা-বিক্রেতার ব্যস্ততা। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রেতারা এখানে মরিচ কিনতে আসেন।

উপজেলা হেডকোয়ার্টার্স মাঠে ২০০২ সাল থেকে বসে এই মরিচের হাট। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মে মাস পর্যন্ত ভরা মৌসুমে মরিচ বেশি বিক্রি হয়। তবে অন্য সময়গুলোতে বেচাবিক্রি কম হয়। ফুলছড়ি উপজেলায় মরিচের চাষ ভালো হওয়ায় জেলার একমাত্র হাট বসে এখানে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে বেচাকেনা। উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নের খাটিয়ামারী গ্রামের আজিজ মিয়া বলেন, প্রতিবিঘা মরিচ উৎপাদনে খরচ হয় ২৫-৩০ হাজার টাকা। বিঘায় কাঁচা মরিচ ৫০ মণ হলে তা রোদে শুকিয়ে ৯-১০ মণ হয়। প্রতিমণ শুকনা মরিচ ১০-১২ হাজার টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। সব খরচ বাদ দিয়ে ৬০ হাজার টাকার মতো লাভ হয়। এই হাটে মরিচ কিনতে আসছেন বগুড়া, নওগাঁ, রাজশাহী, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের পাইকাররা। তবে হাট থেকে বেশি মরিচ কেনেন নামিদামি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিরা। বগুড়া থেকে কিনতে আসা সালেহ আকন্দ বলেন, এখানকার মরিচের মান অনেক ভালো। তবে দাম একটু বেশি। ভোরে ট্রাক নিয়ে এসেছি এই হাটে মরিচ কেনার জন্য।

জয়পুরহাট থেকে আসা জুয়েল মিয়া বলেন, এই হাট থেকে প্রতি সপ্তাহে ৩০-৪০ মণ করে মরিচ কিনে নিয়ে যাই। স্থানীয় কিছু হাটে পাইকারি বিক্রির পাশাপাশি বিভিন্ন কোম্পানিকে দিয়ে থাকি। ইজারাদার বজলুর রহমান বলেন, সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবার দু'দিন মরিচের হাট বসে। প্রতি হাটে শুধু চরাঞ্চলের শুকনা লাল মরিচ কোটি টাকার ওপরে বিক্রি হয়। এ বিষয়ে গাইবান্ধা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. খোরশেদ আলম বলেন, আবহাওয়া অনুকূল থাকার পাশাপাশি মাটি উর্বর হওয়ায় চরাঞ্চলের লোকজন মরিচ চাষে ঝুঁকছেন। তারা মরিচ চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বন্ধ করতে হবে

শিক্ষায় ঝরে পরা একটা বিশাল সমস্যা। বিশ্বের অনেক দেশে এই সমস্যা রয়েছে। অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে দারিদ্র। সরকার যখন নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার কথা ভাবছে, তখন দেশে ৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের ৪১ শতাংশ পড়াশোনার বাইরে থাকার তথ্য খুবই উদ্বেগজনক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী, উল্লিখিত বয়সের মোট জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩৭ লাখ, যাদের ৫৯ দশমিক ২৮ শতাংশ শিক্ষায় আছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত 'বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু-কিশোরদের শিক্ষার চ্যালেঞ্জ: সমাধান কোন পথে' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, প্রাথমিকে যত শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে প্রায় ১৪ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। মাধ্যমিকে গিয়ে এই হার বেড়ে হয় ৩৬ শতাংশ। এরপর আছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়। এর অর্থ হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করতে পারছে না। তাহলে সরকার শতভাগ বা তার কাছাকাছি শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার যে কৃতিত্ব দাবি করে, সেটা অন্তসারশূন্য হয়ে যায়।

সরকারের নীতিনির্ধারকেরা শিক্ষার হার বাড়ছে বলে ফলাও প্রচার করেন। কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক কিংবা উচ্চস্তরে যে লাখ লাখ শিশু ঝরে পড়ছে, তাদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করা হয়েছিল, যার কার্যক্রম এখন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করে আনতে না পারলে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার যতই বাড়ানো হোক না কেন, ঝরে পড়া ঠেকানো যাবে না।

বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া সরকারের ভালো উদ্যোগ। কিন্তু কেবল পাঠ্যবই বিনা মূল্যে বিতরণ করেই শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যাবে না। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থারও উত্তরণ ঘটাতে হবে। গরিব পরিবারের অভিভাবকেরা নিজেদের আয়ে সংসার চালাতে পারেন না বলে সন্তানদেরও কাজে লাগান। সে ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তার হাত বাড়াতে হবে। সেটা হতে পারে খাদ্য আকারে কিংবা আর্থিকভাবে। পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচি ব্যাপক ভিত্তিতে চালু করা প্রয়োজন। যেসব পরিবার সন্তানকে কাজে পাঠায়, তাদের কিছুটা আর্থিক সহায়তা কিংবা শিক্ষাঋণ দেওয়া যেতে পারে।

এর পাশাপাশি কর্মজীবী শিক্ষার্থীদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করতে হবে, যাতে তারা কাজ করেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে দেশের কোন এলাকায় কত স্কুল দরকার, সে জন্য 'স্কুল ম্যাপিং' করার কথা বলা হয়েছে। কোনো এলাকায় কাছাকাছি বিদ্যালয় না থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকা ও ঝরে পড়া বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে।

সর্বোপরি সব শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে এবং ঝরে পড়া রহিত করতে হলে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দুর্ভাগ্য যে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশেই শিক্ষায় বরাদ্দের হার সবচেয়ে কম। আবার বরাদ্দ বাড়ালেই তো হবে না, সেটা ঠিকমতো ব্যয় হচ্ছে কি না, তা তদারক করতে স্থানীয় জনগণকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। আমলানির্ভর তদারকি অনেকটা 'কাজির গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই'-এর মতো।

সরকার যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করার কথা বলছে, সেটা বিপুলসংখ্যক শিশু-কিশোরকে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে রেখে সম্ভব নয়।বিদ্যালয়ে যেমন উপস্থিত সংখ্যা বাড়াতে হবে. যারা গরিব ছাত্র তাদেরকে স্কুলে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে. ক্ষুধার জ্বালায় যেন স্কুলে আসা বন্ধ না হয় সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। সকলের প্রচেস্টায় এই সমস্যা সমাধান সম্ভব।

অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে এই রাজনীতি

এম এ আজিজ

প্রবচন আছে, 'বাও নাই বাতাস নাই গাঙ হুদোই লড়ে, বয় করে ডর করে কুমির বুজি দরে।' অর্থাৎ 'বাতাস বা ঝড়ো হাওয়া নেই, কিন্তু নদীর পানি অকারণেই নড়ে। মনে ভয় লাগে কুমির বুঝি ধরে।' দেশের পরিস্থিতি কি এমনটাই ইঙ্গিত করছে? রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের মাত্রা দেখে দেশের মানুষ পরিস্থিতি পরখ করতে অভ্যস্ত। এ মুহূর্তে বিরোধী দলের আন্দোলনের মাত্রা ক্ষীণকায়। দেশের রাজনৈতিক মাঠ দৃশ্যত ফাঁকা। তাহলে কেন যুক্তরাষ্ট্র প্রশ্ন তুলছে, 'বাংলাদেশের নাগরিকদের হাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই'।

অনেকেরই মনে অন্তহীন প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কি পরিবর্তন ঘটেনি? ভূ-রাজনীতির ফাঁদ থেকে দেশ কি মুক্ত? দুর্নীতি, অর্থ পাচার, আয়বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতির লাগাম টানা কি সামর্থ্যরে মধ্যে? নিট রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলারের নিচ থেকে টেনে তোলা কি সম্ভব? দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ভঙ্গুরতা আদৌ কি কাটবে? অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ও দ্রব্যমূল্য ভালো কিছু কি নির্দেশ করছে? শেষ পর্যন্ত জাতি গণতন্ত্রের পথে কি চলতে পারবে? ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত পরিবারতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে, যা গণতন্ত্র চর্চার প্রক্রিয়াকে সংকুচিত করে আনছে। দলের উপরের স্তরে পরিবারতন্ত্র বহাল রেখে তৃণমূলে গণতান্ত্রিক চর্চা চলমান রাখার চেষ্টা এক ধরনের দ্বিচারিতা এবং অলীক স্বপ্ন। দলের উপরের স্তরে পরিবারতন্ত্রকে প্রশ্রয় দিলে নিচে তা সংক্রমিত হবেই। অনেকেই পিতা, স্বামী বা নিকটাত্মীয় দলের বড় নেতা হওয়ার সুবাদে রাজনীতিবিদ। দলের নেতা, মন্ত্রী, এমপি বা নির্বাচনে যে কোনো স্তরে প্রার্থী হওয়ার প্রবণতা দেখে বলাই যায়, রাজনীতি এখন পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্রেরই নিয়ন্ত্রণে। রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তির সাহায্যে সত্যাসত্য, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বিবেচনায় নিয়ে সবার জন্য রাজনীতিতে সমান সুযোগের পথ সৃষ্টি না করলে শেষ অবধি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটুট রাখা কঠিন হতে পারে। অনেক মন্ত্রী-এমপি দলীয় নির্দেশ অমান্য করে উপজেলায় উত্তরাধিকারকে নেতৃত্বে বসাতে তিন ধাপে তাদের সন্তান, নিকটাত্মীয় ও স্বজনদের মধ্য থেকে ৫২ জনকে প্রার্থী করেছেন। এমপিরা এলাকায় প্রভাব-প্রতিপত্তি ধরে রাখতেই এত বেপরোয়া। অপরদিকে, বিএনপির উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে অংশ নেওয়া ৬১ জনকে একযোগে বহিষ্কার করেছে। ২৯ মে তৃতীয় ধাপে ১১২ উপজেলা পরিষদের নির্বাচন। দলগুলোর মধ্যে দলাদলি ও গণতন্ত্রের চর্চার অভাব এবং দেশে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ায় কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত পরিবারতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র প্রসারিত হচ্ছে। আনুগত্যের প্রশ্নে এবং ঐক্যের প্রতীক হিসাবে বড় দলগুলো তাদের সাবেক বড় নেতাদের ছেলেমেয়ে ও নিকটজনের ওপর বেশি ভরসা রাখছে বলেই সর্বস্তরে দলগুলো দ্রুত পরিবারতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

আবার দলের উপরের স্তরের নেতারা প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকলে নিচের স্তরের নেতারাও তাই অনুসরণ করবে। উপর পরিশুদ্ধ না করে নিচকে নিষ্কলুষ রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দলের উপরের স্তর প্রশ্নাতীত বা অনুকরণীয় নৈতিক সততা থাকলে তৃণমূলে আপনা থেকেই তা বিস্তৃত হবে।

অপরদিকে, দেশের প্রতিটি বড় দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার প্রক্রিয়া খুবই দুর্বল। তাই এক ব্যক্তির অঙ্গুলি হেলনেই দল চলে। কোনো দল যেমন করেই হোক সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দলটির পক্ষ থেকে যিনিই সরকারপ্রধান হন, তিনিই হয়ে ওঠে কর্তৃত্ববাদী শাসক। কারণ দেশের সংবিধান তাকে প্রায় সব ক্ষমতার অধিকারী করেছে। এ কর্তৃত্ববাদী সংস্কৃতির কারণে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে কোনো জাতীয় সমস্যায়ও রাজনৈতিক দলগুলো একমত হতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলোর যে কোনোভাবে ক্ষমতায় থাকা এবং ক্ষমতায় যাওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রায় সব জাতীয় নির্বাচনই প্রশ্নবিদ্ধ। বিশেষ করে ধারাবাহিকভাবে তিনটি জাতীয় নির্বাচনে তিন ধরনের অভিনব বিতর্কিত কৌশল বাস্তবায়ন করে বর্তমান সরকার টানা চতুর্থ মেয়াদের জন্য দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃত্ব হারিয়েছে।

যে কোনো দল সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলে সংবিধানের 'প্রস্তাবনার অঙ্গীকার' থেকে সরে যায়। অনুচ্ছেদ-৭-এ প্রদত্ত 'জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার' কথা স্মরণ রাখে না। অনুচ্ছেদ ৮-এর 'চার মূলনীতি' বুঝেও বাস্তবায়ন করে না। আইন তৈরি করতে অনুচ্ছেদ ২৬-এর 'মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল' বিধানগুলোকে আমলে নেয় না। ১৯৭২ সালে সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে ১৮ বার তা সংশোধন করা হয়েছে। 'সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে' ইচ্ছানুসারে সংবিধান কাটাছেঁড়া করায় বিতর্ক যেন পিছুই ছাড়ছে না। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংঘাত-সহিংসতামুক্ত রাজনীতির জন্য দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতি অনুগত হয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণকে সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া। নচেৎ, সরকার হেরে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করবে না। বিরোধীদলগুলোও রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে হেরে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে না।

এ অচলাবস্থা কাটবে কোন পথে? হ্যাঁ, রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নিবিষ্ট হলে সম্ভব। যেমন: ভারতের মতো স্বাধীনতায় প্রশংসনীয় কীর্তির অধিকারীদের স্মরণ করা এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন গঠন করে সংঘটিত সব ক্ষত ও অমীমাংসিত বিষয়ের নিরসন করা।

জুড়ীতে চেয়ারম্যান পদে ৯ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত

জুড়ী সংবাদদাতা : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রথম ধাপে মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলায় ৮ মে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার ৪৪টি কেন্দ্রে ১,১৭,৭৫৫ ভোটারের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৫৫ হাজার ৯০ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এর মধ্যে ১ হাজার ৪৭২ ভোট বাতিল হয়। প্রদত্ত ভোটের ৮ ভাগ ভোট না পেলে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিধান ছিল। এ নির্বাচন থেকে সেটা ১৫ ভাগ করা হয়েছে। সে হিসাবে জামানত রক্ষায় ৮ হাজার ২৬৪ ভোট পাওয়ার কথা। চেয়ারম্যান পদে ৬ প্রার্থীর ৩ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

এখানে চেয়ারম্যান পদে বর্তমান উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিংকু রঞ্জন দাস (মটরসাইকেল) পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৪০ ভোট, পশ্চিম জুড়ী ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী হোসেন (ঘোড়া) ৯৯২ ভোট ও আমেরিকা প্রবাসী মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (কড়াই) ২১৭ ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছেন।

ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৫৫ হাজার ১১৩ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এর মধ্যে ১ হাজার ৮৭৩ ভোট বাতিল হয়। জামানত রক্ষায় ৮ হাজার ২৬৭ ভোট পাওয়ায়র কথা। সে হিসাবে এখানে ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৭ প্রার্থীর ৫ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

এখানে উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শেখরুল ইসলাম (বই) ৫ হাজার ৭৬১ ভোট, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল আহমদ (তালা) ৫ হাজার ২৫৪ ভোট, শামীম আহমেদ (মাইক) ২ হাজার ৮৭৯ ভোট, মোহাম্মদ মোয়াজ জাকারিয়া শিবলু (বাল্ব) ২ হাজার ৬৩৩ ভোট ও রুবেল আহমদ (টিউবওয়েল) ২ হাজার ১০৬ ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছেন।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৫৫ হাজার ১৬ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এর মধ্যে ১ হাজার৮৪৮ ভোট বাতিল হয়। জামানত রক্ষায় ৮ হাজার ২৫৩ ভোট পাওয়ায়র কথা। সে হিসাবে এখানে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ প্রার্থীর ১ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এখানে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আজিজুন খানম (কলস) ৩ হাজার ৮২৯ ভোট পেয়ে জামানত হারান।

এদিকে চেয়ারম্যান পদে ৬ প্রার্থীর ৪ জনই নিজ কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন। বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য, হল্যান্ড প্রবাসী বীরমুক্তিযোদ্ধা এম এ মোঈদ ফারুক নিজ কেন্দ্র হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ৮০৮ ভোট্। একই কেন্দ্রের ভোটার অপর প্রার্থী সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক কিশোর রায় চৌধুরী মনি কাপ-পিরিচ প্রতীকে ১০৪২ ভোট পেয়ে জয়ী হন। নিজ কেন্দ্র আমতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রিংকু রঞ্জন দাস মটরসাইকেল প্রতীকে ৪২৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হন। এখানে ১০৫ ভোট বেশি পেয়ে জিতেছেন কিশোর রায় চৌধুরী মনি। ঘোড়া প্রতীকের প্রার্থী মোঃ আলী হোসেন তার নিজ কেন্দ্র কৃষ্ণনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ৯৬ ভোট পেয়েছেন। এ কেন্দ্রে কিশোর রায় চৌধুরী মনি পেয়েছেন ৭১৩ ভোট। বড়ধামাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নাসির উদ্দিন কড়াই প্রতীকে কোন ভোট পাননি। তবে তার ভাই কবির উদ্দিন দোয়াত-কলম প্রতীকে ৯৬১ ভোট পেয়েছেন।

মোঃ শেখরুল ইসলাম বই প্রতীকে নিজ কেন্দ্র ভোগতেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পেয়েছেন ২৭০ ভোট। এ কেন্দ্রে ভোটার অপর প্রার্থী জুয়েল আহমদ চশমা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৯০ ভোট। মাইক প্রতীকে শামীম আহমেদ নিজ কেন্দ্র চম্পকলতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পেয়েছেন ৩৪৫ ভোট। এই কেন্দ্রে আব্দুস শহীদ ৪৭৯ ভোট পেয়েছেন।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আজিজুন খানম কলস প্রতীকে নিজ কেন্দ্র নিশ্চিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পেয়েছেন মাত্র ৯২ ভোট। এখানে প্রজাপতি প্রতীকে রনজিতা শর্ম্মা পেয়েছেন ৪৯২ ভোট।

সিলেট-তামাবিল ৬ লেন : ১৪ মাসেও হস্তান্তর হয়নি ১ শতাংশ ভূমি!

সিলেট অফিস : ঢাকা-সিলেট-তামাবিল ২৬৫ কিলোমিটার সড়কের ৬ লেন প্রকল্পে গতি নেই। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালের মার্চে কাজ শুরু করে। কিন্তু গেল ১৪ মাসে সিলেট অংশে ১ শতাংশ জমিও বুঝে পায়নি তারা। যদিও প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী কাজ শুরুর ২৭০ দিনের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ শেষে প্রত্যাশী সংস্থাকে হস্তান্তর করতে হবে। অথচ ইতোমধ্যে পেরিয়েছে ৪০৫ দিন। সিলেট অংশের প্রকল্প ব্যবস্থাপক দেবাশীষ রায় জানান, জমি বুঝে না পাওয়ায় ঠিকাদার শুধু যেখানে সরকারি জমি আছে সেখানেই কাজ করছে। গত ১৪ মাসে কাজের অগ্রগতি মাত্র ৫ শতাংশ বলে জানান তিনি। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক শেখ রাসেল হাসান জানান, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে জমি হস্তান্তর শুরু করতে আরও ৬ মাস লাগবে।

জমি অধিগ্রহণে ধীরগতি হওয়ায় প্রকল্প সঠিক সময়ে শেষ হওয়া নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে সিলেট-১ আসনের সংসদ-সদস্য ড. একে আব্দুল মোমেন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, অধিগ্রহণ নিয়ে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা একে অন্যের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন এটা কাম্য নয়। এ প্রকল্পে গতি আনতে হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নজর দিতে হবে। কারণ তিনি যেদিকে নজর দেন সেই প্রকল্পই দ্রুত ও সুন্দরভাবে শেষ হয়।

জানা যায়- ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনের সঙ্গে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে সিলেট সফরকালে ঢাকা-সিলেট-তামাবিল সড়ক ৬ লেন করার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬৫ কিলোমিটার এই সড়কের ৬ লেনে উন্নীত করার প্রকল্প উদ্বোধন করেন ২০২১ সালের অক্টোবরে। ঢাকা থেকে তামাবিল পর্যন্ত সড়কটি সাতটি জেলা অতিক্রম করবে। এই প্রকল্পে ৭৫ শতাংশ অর্থায়ন করে এডিবি বাকি ২৫ শতাংশ সরকার। প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে ১৩৭১ একর। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জে ৬৯.০৯ একর, নরসিংদীতে ১৮২.২৪ একর, কিশোরগঞ্জে ১২.৩৫ একর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৭৭.১৯ একর, হবিগঞ্জে ৩৯২.৬৬ একর, মৌলভীবাজারে ২১.২১ একর। সবচেয়ে দীর্ঘ ৯২ কিলোমিটার সড়ক সিলেটে পড়েছে। সে কারণে এ জেলায় জমি অধিগ্রহণ করতে হবে ৬২৪ একর।

দেখা যায়, জেলার শেরপুর থেকে সিলেট শহর পর্যন্ত ৩টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের আওতায়। এরমধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পেয়ে কাজ শুরু করেছে। যেখানে সরকারি জমি রয়েছে শুধু সেখানেই কাজ করতে পারছে তারা। এক প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে ২০২৩ সালের মার্চ থেকে, অন্যটি মে থেকে। শর্ত অনুযায়ী ২৭০ দিনের মধ্যে জমি বুঝিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও ১ শতাংশ ভূমিও পায়নি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো। এ বিষয়ে সিলেট অংশের প্রকল্প ব্যবস্থাপক দেবাশীষ রায় বলেন, জমি হস্তান্তর না হওয়ায় তৃতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এখনো কাজ শুরু করেনি। যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে তাতে ১৪ মাস শেষে প্রকল্পের অগ্রগতি ৫ শতাংশ বলে দাবি তার।

সড়ক জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আমির হোসেন বলেন, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া তবুও চেষ্টা করা হচ্ছে দ্রুত তা সমাধানের। তার মতে, এই মুহূর্তে যেসব স্থানে সরকারি জমি রয়েছে সেসব স্থানে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে তেমন অসুবিধা হবে না। তবুও কোথাও কোনো সমস্যা হলে বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসনকে নিয়ে সেসব জটিলতা দূর করা হচ্ছে।

জমি অধিগ্রহণের ধীরগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে সিলেটের জেলা প্রশাসক শেখ রাসেল হাসান বলেন, এই প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। কারণ এক কিলোমিটারে জমির মালিকানা থাকে প্রায় ১ হাজার জনের। এদের মধ্যে কেউ আপত্তি উত্থাপন করলেই পুরোটা জটিলতায় পড়ে যায়। তবে অধিগ্রহণ দ্রুত শেষ করতে গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করছে জেলা প্রশাসন।

বিশ্বনাথে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (সঃ) কে নিয়ে শিক্ষকের কটুক্তি

সিলেট অফিস : 'ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)'কে নিয়ে সিলেটের বিশ্বনাথ পৌর শহরের 'রামসুন্দর সরকারি অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়'র সহকারী শিক্ষক একে আজাদ কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

শনিবার (১১ মে) সকাল থেকে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উপজেলা ও পৌর এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এরপর দ্রুত ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবীতে বাদ মাগরীর পৌর শহরে হাজারো প্রতিবাদী জনতা রাস্তা নেমে পড়েন। শুরু হয় প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলটি পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে বাসিয়া সেতু উপর অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভাস্থলে এসে শেষ হয়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা কটুক্তিকারী শিক্ষক একে আজাদকে রোববার (১২ মে) সকাল ১১টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর কর্মসূচী দিবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা। এর পাশাপাশি 'রামসুন্দর সরকারি অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে তাকে বরখাস্ত করার জোরদাবী জানান নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা হাবিবুর রহমান, বিশ্বনাথ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দয়াল উদ্দিন তালুকদার, বিশ্বনাথ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি সুফি শামসুল ইসলাম, কুরুয়া আলীম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আক্তার আলী, বিশ্বনাথ দারুল উলুম মাদানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হাসান-বিন-ফাহিম, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোবারক হোসেন, রেসকিউ লাইফ ফাউন্ডেশনের সভাপতি আব্দুর নূর তুষার প্রমুখ'সহ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে 'দর্শনের স্কুল' নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও ধর্মকে নিয়ে শিক্ষক একে আজাদের লেখার স্ক্রিনশট ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। রোববার বিকেলে ফেসবুক লাইভে এসেও ক্ষমা চান ওই শিক্ষক। তবে, ওই শিক্ষক বিকেলেই পৌর শহরের নিজ বাসা থেকে পালিয়ে যান বলেও একটি বিশ্বস্থ সূত্রে জানা গেছে।

মনু নদীর বাঁধ মেরামত, ৩ বছরেও মিলেনি ভারতের অনুমতি

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় প্রায় তিন বছরেও মেরামত সম্পন্ন হয়নি মনু নদীর বাঁধ। ভারত সরকারের নানা অজুহাত ও বিএসএফের বাধার মুখে প্রতিরক্ষা বাঁধটির বাংলাদেশ অংশে কুলাউড়া উপজেলার শরীফপুর সীমান্তে ১ হাজার ৪০০ মিটার এলাকায় ভাঙন তীব্র হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ বর্ষায় বন্যাতঙ্কে রয়েছে। চাতলা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টটিও হুমকির মুখে পড়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, যৌথ নদী কমিশন মনু নদীর বাঁধ মেরামত ও তীর সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।

মনু নদীর কারণে বন্যা আর নদীর ভাঙন থেকে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, রাজনগর ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলাকে রক্ষার জন্য স্থায়ীভাবে নদীর তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ মেরামতের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০২১ সালে তিনটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নদীর বাঁধ মেরামত ও তীর সংরক্ষণের কাজ শুরু করলেও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এতে বাধা দেয়। তাদের বাধায় তিন বছর ধরে কাজ বন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) মৌলভীবাজার কার্যালয় সূত্রে

জানা গেছে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে কুলাউড়া উপজেলার শরীফপুর সীমান্তের মনু নদী প্রতিরক্ষা বাঁধের তিনটি পয়েন্টে ১ হাজার ৪০০ মিটার এলাকায় ব্যাপক ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। শরীফপুর ইউনিয়নের বাঁধের এ অংশ অনেক আগেই নদীর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বর্ষায় নদীতে পানি বাড়লে কোনটি প্রতিরক্ষা বাঁধ, কোনটি নদী, আর কোনটি গ্রাম তা বোঝার উপায় থাকে না।

সীমান্তবর্তী এ ইউনিয়নের মানুষ এখন বন্যাতঙ্কে রয়েছে। ২০১৮ সালের বন্যায় পুরো এ ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ওই সময় চাতলাপুর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকার রাস্তাঘাট, সেতু ও কালভার্ট বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাঁধ মেরামতের কাজের কথা ভারতকে জানানো হলেও দীর্ঘদিন সাড়া মেলেনি।

ডায়াবেটিস রোগীরা হজের প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

ডা. শাহজাদা সেলিম

হাইপারগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে গুকোজ বেড়ে যাওয়া হজ যাত্রীদের একটি সাধারণ সমস্যা। গবেষণায় দেখা গেছে, ২৭ শতাংশেরও বেশি হাজির রক্তে গুকোজের মাত্রা বেশি ছিল। এ সময় খেজুর এবং ভাজা খাবারের মতো উচ্চ-ক্যালরিযুক্ত খাবার অত্যধিক খাওয়ার কারণে এ ধরনের জটিলতা হতে পারে। খেজুর, ভেড়ার মাংস, বাকলাভা, বাসবউসা, বাদাম ইত্যাদি ক্যালরিযুক্ত খাবার।

❑ কী কী সঙ্গে নেবেন

▶ রক্তের গ্লুকোজ মনিটরিং ডিভাইস বা গুকোমিটার।
▶ ব্যান্ড এইডস বা কেটে ছিঁড়ে গেলে স্ট্রিপ এবং গুকোমিটারের জন্য অতিরিক্ত ব্যাটারি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ।
▶ ইনসুলিন সংরক্ষণের উপযোগী ফ্লাস্ক বা ঠান্ডা ওয়ালেট।
▶ ডায়াবেটিস মেডিকেল রেকর্ডের একটি অনুলিপি, যা সর্বদা হজযাত্রীর সঙ্গে বহন করা প্রয়োজন।
▶ চিনিযুক্ত খাবার এবং পানীয়।
▶ মুখোশ বা মাস্ক, ছাতা, ভালো ফিটিং জুতা, সুতির মোজা এবং নন-সেন্টেড হ্যান্ড স্যানিটাইজার।
▶ হাইপোগাইসেমিয়া প্রতিরোধে চিনি, মিষ্টি, ক্যালরিযুক্ত খাবার।
▶ তাপমাত্রার পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ্য রেখে হজ যাত্রার আগে ডায়েটরি চার্ট বহন করা।
▶ রোদ-সুরক্ষার জন্য সানস্ক্রিন, ময়েশ্চরাইজার এবং পর্যাপ্ত হাইড্রেশন।

❑ হজের আগে সুস্বাস্থ্য পরিকল্পনা

ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসকের দ্বারা ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন করা উচিত। যার মধ্যে পা পরীক্ষা, কিডনি এবং কার্ডিওভাসকুলার বা হার্টের প্রোফাইল এখনই করে নেওয়া উচিত। হজযাত্রার আগে রোগীর রক্তের গুকোজের মাত্রা, আহারের আগে এবং পোস্ট-প্রান্ডিয়াল বা খাওয়ার পর গুকোজের মাত্রাসহ এবং গাইকেটেড হিমোগোবিন ইত্যাদি অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করা উচিত। দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীদের ডিহাইড্রেশন বা পানিস্বল্পতা রোধ করতে হবে। প্রয়োজনে শিরায় তরল পরিচালনা করা যেতে পারে। যাত্রা শুরু করার আগে রক্তচাপ এবং রক্তে গ-কোজের মাত্রা উভয়ই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

❑ হাইপোগাইসেমিয়া

শারীরিক কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়া এবং হজকালীন খাবারের নিয়ম মেনে না চলতে পারার কারণে, ডায়াবেটিসের সব রোগী এ সময় হাইপোগাইসেমিয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন। ১৪.৯ এবং ১২.৫ শতাংশ ডায়াবেটিক রোগীর যথাক্রমে ক্লান্তি এবং মাথাব্যথার জন্য হাইপো দায়ী। এ রোগীরা প্রায়ই হাইপোগ-াইসেমিয়ার লক্ষণগুলোকে অবহেলা করে হজের কার্যক্রম চালাতে চান। যা বিপজ্জনক।

❑ হাইপোগাইসেমিয়ার ঝুঁকি কীভাবে কমাবেন

মুখে খাবার ডায়াবেটিসের ওষুধ, যেমন সালফোনাইলুরিয়াস, হাইপোগাইসেমিয়ার উচ্চ ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত। হজ যাত্রার সময় প্রয়োজন হলে রোগীর জন্য এ ওষুধের ডোজ কমানোর পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। ইনসুলিন গ্রহীতা রোগীরা হাইপোগাইসেমিয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন, তাই রোগীর গুকোজ নিয়ন্ত্রণের মাত্রার ওপর নির্ভর করে চিকিৎসকের পরামর্শ ইনসুলিনের ডোজ হ্রাস করে এ ঝুঁকি এড়ানো যেতে পারে।

❑ পায়ের জটিলতা

হাজিদের অনেকের পায়ের জটিলতা যেমন-ক্ষত বা ঘা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ডায়াবেটিস রোগীর পায়ের আলসার বা ঘা হলে অনেকক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের দরকার হয়। হাঁটতে গিয়ে অনেক হজযাত্রীর পায়ে ফোসকা পড়ে যায়, রোগীর পা ফুলে যায়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের রোগীদের পায়ে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, ক্ষত নিরাময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং নিউরোপ্যাথি এবং পেরিফেরাল ভাস্কুলার রোগের উপস্থিতির কারণে ডায়াবেটিস রোগীরা পায়ের জটিলতার সম্মুখীন হন। গ্রীষ্মের মাসগুলোতে মাটির উচ্চ তাপমাত্রার (প্রায় ৬০ সেন্টিগ্রেড) কারণে পা পুড়ে যাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি, যা থেকে পরে পায়ের আলসারের কারণ হয়।

❑ হজের সময় পায়ের যত্নে করণীয়

▶ প্রতি দিন দু'বার ভালো মানের অ-গন্ধযুক্ত ময়েশ্চারাইজার পায়ে ব্যবহার করা উচিত।
▶ দৈনিক নিজের পা নিজে পরীক্ষা করা আবশ্যক এবং গরম পানিতে পা ডুবানো অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে।
▶ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের জন্য, যা ৫ থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে হলে, মোটরচালিত যান বা হুইল চেয়ারে চলাচল করা নিরাপদ।
▶ মসজিদের মধ্যে প্যাডেড মোজা ব্যবহার করা আবশ্যক; খালি পায়ে হাঁটা উচিত নয়।
▶ হাঁটাহাঁটির সময় হালকা ওজনের, পায়ের গোড়ালি এবং বলের প্যাডিংসহ নরম প্যাডেড জুতা ব্যবহার করা উচিত।
▶ পা শুকনো রাখা উচিত এবং ওজু করার পর সুতির তোয়ালে দিয়ে পা মুছে নিতে হবে।
▶ প্রদাহ এবং সংক্রমণ দেখা দিলে টিস্যু ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে প্রফাইল্যাকটিক অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করার উচিত।
▶ পায়ে ফোসকা দেখা দিলে, পা শুষ্ক রাখা উচিত।
▶ হজযাত্রীদের শারীরিক কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে কার্ডিওভাসকুলার ইভেন্টগুলো ট্রিগার হতে পারে।

❑ চোখের রোগ প্রতিরোধে করণীয়

হজযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে আক্রান্ত। চোখের রোগে আক্রান্ত রোগীদের হজের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের সময় পতন বা পড়ে যাওয়া রোধ করার জন্য সঠিক নিয়মে হাঁটতে হবে। সব রোগীকে অবশ্যই তাদের চোখ হাত দিয়ে স্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত। সমস্যা কাটাতে চোখের লুব্রিকেন্ট ড্রপ ব্যবহার করা যায়।

❑ শিক্ষামূলক ব্যবস্থা

রোগীদের অবশ্যই রক্তে গুকোজের মাত্রা এবং প্রস্রাবে কিটোন বডি নির্ধারণের জন্য গুকোমিটার এবং ডিপস্টিক ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। ইহরামের আগে রক্তের গুকোজের মাত্রা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে, ইনসুলিনের ডোজ সমন্বয় করা আবশ্যক। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ইনসুলিনের ডোজ ১০-২০ শতাংশ বা সামান্য কমানোর পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

❑ খাদ্য ব্যবস্থাপনা

নিয়মিত খাবারের পাশাপাশি খাবারের মধ্যবর্তী স্ন্যাকস খেতে হবে। অনিয়মিত খাবারের ক্ষেত্রে রোগীরা বাদাম, ফল এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণ করতে পারেন। তাওয়াফের আগে প্রয়োজনে জটিল কার্বোহাইড্রেট এবং খেজুর খাওয়া যেতে পারে। হজ যাত্রার সময় কঠোরভাবে গাইসেমিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ এ সময় হাইপোগাইসেমিয়াই গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে।

❑ ওষুধের সমন্বয়

টাইপ-১ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে বেসাল-বোলাস ইনসুলিন (এনালগ) সবচেয়ে ভালো। রোগীদের অবশ্যই ইনজেকশনযোগ্য ইনসুলিন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিৎ, যাতে পাম্প কোনো কারণে অকার্যকর হয়ে গেলে বেসাল বোলাস পদ্ধতিতে সুইচ করা সহজতর হয়।

❑ অসুস্থ দিবসের নির্দেশিকা

রোগীরা অবশ্যই ইনসুলিন এবং অন্যান্য ওষুধ নিতে ভুলবেন না। রক্তের গুকোজের মাত্রা ঘন ঘন নিরীক্ষণ করতে হবে। যদি এ মাত্রাগুলো ১৫ মিলিমোল/লিটারের উপরে ওঠে, তবে প্রস্রাবের কিটোনগুলোর জন্য পরীক্ষা করা দরকার, যা প্রস্রাবের ডিপস্টিকের সাহায্যে করা যেতে পারে। যে কোনো ধরনের অসুস্থতা, সংক্রমণ, ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে, হাইড্রেটেড থাকা, প্রচুর পরিমাণে অ-মিষ্টি পানীয় খাওয়া এবং অল্প করে ঘন ঘন খাবার খাওয়া অপরিহার্য। ক্ষুধা হ্রাস/অস্বস্তির ক্ষেত্রে ঘন ঘন স্ন্যাকিং এবং কার্বোহাইড্রেটযুক্ত পানীয় দিয়ে খাবার গ্রহণ করা উচিত।

লিভার সুস্থ রাখার সহজ উপায়

অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল

শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো লিভার। শরীর সুস্থ রাখতে লিভারের খেয়াল রাখতেই হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিভার খারাপ হওয়ার কারণ হয় কিছু বদ অভ্যাস। জেনে নিন লিভার সুস্থ রাখার কিছু সহজ নিয়ম।

১. লো-ফ্যাট বা 'লোয়ার ইন ফ্যাট' ফুডে না: ফ্যাটি লিভারের সমস্যা এড়াতে অতিরিক্ত মদ্যপান, তেল-মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত ঠিকই, তবে লো-ফ্যাট ফুড হতে সাবধান। সুপার মার্কেটে গিয়ে লো-ফ্যাট বা ৯৯ শতাংশ লোয়ার ইন ফ্যাট লেখা ফুড কেনা অবিলম্বে ত্যাগ করুন। এই সব খাবার থেকে ফ্যাট বাদ দেয়া হয় ঠিকই, কিন্তু স্বাদ ধরে রাখতে যোগ করা হয় প্রচুর পরিমাণ চিনি। এতে লিভারের সমস্যা আরও বেড়ে যায়।

২. স্ট্রেস থাকলে খাবেন না: বোর হলে, এনার্জি কম লাগলে কী করি আমরা? অনেকেই এই সময় খাবার খেয়ে মুড ঠিক করতে চান। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন লিভার সুস্থ রাখতে স্ট্রেসের সময় খাবার ছোঁবেন না। এই সময় হজম ঠিক মতো হয় না।

৩. হার্বাল কেয়ার: শুনতে অদ্ভুত লাগলেও বেশকিছু গাছের মূল রয়েছে যা লিভার

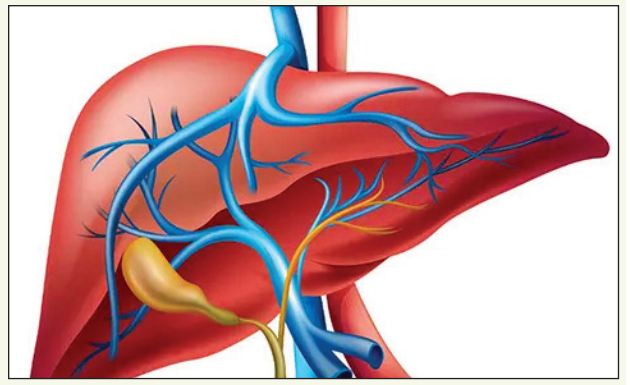

সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ড্যানডেলিওন, মিল্ক থিসল বা হলুদের মূল লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে।

৪. সাপ্লিমেন্ট: প্রোটিন বা ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার সময় সতর্ক থাকুন। এমন সাপ্লিমেন্ট বাছুন যা লিভার ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি লিভার পরিষ্কার রাখে। প্রোটিনের মধ্যে থাকা অ্যামাইনো অ্যাসিডও লিভার পরিষ্কার রাখার জন্য ভালো। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লিভার সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

৫. ওষুধ থেকে সাবধান: বেশকিছু ওষুধ লিভারের ক্ষতি করে। এসব ওষুধ থেকে দূরে থাকুন। কিছু পেনকিলার, যেমন টাইলেনল বা কোলেস্টেরলের ওষুধ লিভারের প্রভূত ক্ষতি করে।

৬. কফি- চা: কফি খেলে শরীরের ক্ষতি হয় এই কথাটা কতোবার শুনেছেন? কফি খাওয়ার কিন্তু অনেক সুফল রয়েছে। গবেষণা জানাচ্ছে, নিয়মিত কফি খেলে লিভারের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্তত ১৪ শতাংশ কমে যায়।

৭. টক্সি: ত্বকে বিষক্রিয়া লিভারের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে। ত্বকের মাধ্যমে বিষ রক্তে শোষিত হয়। তাই স্প্রে, টক্সি থেকে দূরে থাকুন।

৮. প্লান্ট প্রোটিন: লিভার সুস্থ রাখতে সবচেয়ে বেশি জরুরি সঠিক খাবার বাছা। অ্যানিমাল প্রোটিনের থেকে লিভারের জন্য বেশি ভালো প্লান্ট প্রোটিন। ডাল, সবুজ শাক-সব্জি, বাদাম, ফাইবার খান।

৯. ইজি বুজিং: অ্যালকোহল লিভারে টক্সি জমা করে। ফলে অতিরিক্ত মদ্যপান লিভারের ক্ষতি করে। তবে হালকা অ্যালকোহল শরীরের পক্ষে ভালো।

১০. হেলদি ফ্যাট: ফ্যাট শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তাই লিভার সুস্থ রাখতে ফ্যাট ডায়েট থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দেবেন না। হেলদি ফ্যাট খান।

অলিভ, ওয়ালনাট জাতীয় খাবারে হেলদি ফ্যাট থাকে।

দাঁত ব্যথা থেকে মাথা ব্যথা

ডা. অনুপম পোদ্দার

মাথা ব্যথার নানা কারণ রয়েছে, তার মধ্যে দাঁত ব্যথা অন্যতম। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দাঁত ব্যথায় ভুগতে থাকলে পরে তা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দাঁতের অন্যতম স্নায়ুতন্ত্র ট্রাই দেমিনাল নার্ভ। এই নার্ভ দাঁত থেকে মস্তিষ্কে সংবেদন বহন করে।

সুতরাং যদি একটি দাঁত সংক্রমিত হয়, তাহলে ব্যথা মাথার বিভিন্ন অংশে রিলে হতে পারে, যা তীব্র মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে। অন্যদিকে চোয়ালের জয়েন্ট যেটিকে 'টেম্পোরেল মেডিবুলার জয়েন্ট' বলা হয়, সেটির কর্মহীনতার কারণেও হতে পারে মাথা ব্যথা।

এটি সাধারণত মুখ, চোয়াল ও ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দাঁতের চিকিৎসা যথাযথ না হলে টেম্পোরেল মেডিবুলার জয়েন্ট সমস্যা প্রকট হতে পারে, সেখান থেকে মাথা ব্যথা বেড়েও যেতে পারে।

ব্যবস্থাপত্র

* দাঁতের ব্যথার কারণে যদি মাথা ব্যথা হয়, তাহলে প্রথমে দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করা যেতে পারে।
* বরফের প্যাক বা ঠাণ্ডা বরফের জলে তোয়ালে ডুবিয়ে রেখে পরে দাঁতের ব্যথার জায়গায় লাগাতে হবে। তবে বরফ সরাসরি দাঁতে লাগানো যাবে না। কারণ এটি দাঁতের সংবেদনশীলতার কারণে ব্যথা বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে।

এতে মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে।

* অনেক সময় দাঁত ব্যথার জন্য মুখে জেলও লাগানো যেতে পারে, এতে দাঁত ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ব্যথাও কমে যাবে।
* দাঁত ব্যথা অনেক সময় দাঁতের মাঝে খাবার আটকে যাওয়ার কারণেও হয়। তাই দাঁতের ব্যথা এড়াতে দাঁত ভালোভাবে পরিষ্কার করা ও নিয়মিত রাতে একবার ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করা উচিত।
* চকোলেট ও মিষ্টি খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।

দাঁতে গহ্বর থাকলে দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

* যদি চোয়ালের জয়েন্টে কর্মহীনতা ধরা পড়ে, তাহলে চোয়ালকে নিরাময় করতে হবে। দাঁতের ব্যথার কারণ নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিতে হবে। নিজে থেকে ব্যথার ওষুধ না খাওয়াই ভালো। এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর তাই দাঁত ব্যথা কখনো অবহেলা করবেন না, তাতে আপনার মাথার যন্ত্রণা আরো বেড়ে যেতে পারে।

শায়েস্তাগঞ্জে পৌরসভার জায়গা দখল চেষ্টার অভিযোগ

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে পৌর মার্কেট ও এর আশপাশে পরিত্যক্ত খালি জায়গা দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবার (৮ই মে) শায়েস্তাগঞ্জ পৌর মেয়র এমএফ আহমেদ অলি বাদী হয়ে শায়েস্তাগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জানা গেছে, উপজেলার চরনুর আহম্মদ মৌজায় ১৫৭নং জেএল, খতিয়ান নং-২ এবং ৮৮৮নং এসএ এবং ১০০১নং দাগের ভূমিতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী লীজ বা নবায়ন করার জন্য শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার পক্ষ থেকে হাইকোর্ট বিভাগে রীট করা হয়। ২০১৪ সালের ২৪শে জুন উচ্চ আদালতে রুল নিষ্পত্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত উল্লেখিত জায়গাটিতে স্থিতাবস্থা জারী করেন।

এ মামলা বর্তমানে আপিলের জন্য চলমান। এ ছাড়া চলতি বছরের ৫ই ফেব্রুয়ারি ভূমিতে পৌরসভার অনুকূলে স্থায়ী লীজ প্রদানের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন (নং-১৩১১/২০২৪) দায়ের করা হয়। ইদানিং রেলওয়ের কথিপয় কর্মকর্তার যোগসাজশে পৌর মার্কেটের ফল ব্যবসায়ী ফুল মিয়া ও জুয়েলারি ব্যবসায়ী শংকর বণিক বেআইনিভাবে পৌর মার্কেটসহ রেলওয়ের সরকারি জায়গা দখলের পাঁয়তারা করছে। উল্লেখিত রিট পিটিশন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পৌর মার্কেট এবং পরিত্যক্ত খালি জায়গা দখল চেষ্টার ফলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে বলেও এ লিখিত অভিযোগে পৌর মেয়র উল্লেখ করেন। পৌর মেয়র এমএফ আহমেদ অলি বলেন, পৌর এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে শায়েস্তাগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। শায়েস্তাগঞ্জ থানার ওসি মো. মোবারক হুসেন ভূঁইয়া বলেন, পৌর মার্কেট নিয়ে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এজন্য মেয়র স্বাক্ষরিত একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি।

প্রকাশ্যে ভোট দেয়ায় এমপিকে ইসি'র তলব

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রকাশ্যে ভোট দেয়ায় বরিশাল-৬ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আবদুল হাফিজকে (মল্লিক) তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। ইসিতে হাজির হয়ে তাকে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় চেয়ারম্যান প্রার্থী জামিল হাসানকেও ডেকেছে ইসি।

প্রথম ধাপের ভোটে ৮ই মে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রকাশ্যে ভোট দেন আবদুল হাফিজ। প্রকাশ্যে ভোট দেয়া নির্বাচনী অপরাধ। এ অপরাধের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে ১৫ই মে তাকে নির্বাচন ভবনে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের উপ-সচিব মো. আতিয়ার রহমানের সই করা এ সংক্রান্ত চিঠি আবদুল হাফিজ বরাবর পাঠানো

হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, আবদুল হাফিজ ৮ই মে অনুষ্ঠিত বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন ৪৭ নম্বর মঙ্গলসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে ভোট দেন। যার ভিডিও বিভিন্ন গণমাধ্যমে ছবিসহ প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, প্রকাশ্যে ভোট প্রদান করে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা না করা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩-এর বিধি ৭৮-এর বিধান অনুসারে শাস্তিযোগ্য নির্বাচনী অপরাধ। এ অপরাধ সংঘটনের কারণে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও পদ্ধতিগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্পিকারের কাছে কেন চিঠি দেয়া হবে না, সে বিষয়ে বুধবার দুপুর ১২টায় নির্বাচন কমিশনে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে ব্যাখা দেয়ার জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়ার পরও আচরণবিধি লঙ্ঘন করতে থাকায় কেন প্রার্থিতা বাতিল করা হবে না, জানতে চেয়ে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী জামিল হাসানকে চিঠি দিয়েছে ইসি। তাকে ১৫ই মে সকালে নির্বাচন ভবনে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। এই উপজেলায় দ্বিতীয় ধাপে ২১শে মে ভোট গ্রহণ করা হবে।

নাইকো মামলায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নাইকো দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ আটজনের বিরুদ্ধে বাপেক্সের সাবেক এমডি মো. আঃ বাকী আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। মঙ্গলবার কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত ঢাকা-৯ (অস্থায়ী) বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমানের আদালতে তিনি সাক্ষ্য দেন। এদিন তার সাক্ষ্য শেষ না হওয়ায় অবশিষ্ট সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আগামী ১১ জুন দিন ধার্য করেছেন আদালত। এরআগে গত ৪ মার্চ আব্দুল বাকী আংশিক জবানবন্দি দেন।

এদিন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে তার আইনজীবীরা হাজিরা দেন। খালেদা জিয়ার আইনজীবী জিয়া উদ্দিন জিয়া ও হান্নান ভূঁইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তৎকালীন সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম বাদি হয়ে তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়াসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে এ মামলা করেন। কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে এ মামলা করা হয়।

এরপর ২০১৮ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এতে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধনের অভিযোগ আনা হয়। ২০২৩ সালে ১৯ মার্চ কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত ঢাকা-৯ (অস্থায়ী) বিশেষ জজ শেখ হাফিজুর রহমান আসামিদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ গঠন করেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সি এম ইউছুফ হোসাইন, বাপেক্সের সাবেক মহা-ব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল করপোরেশনের চেয়ারম্যান সেলিম ভূঁইয়া ও নাইকোর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ।

অন্যদিকে, বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন ও বাপেক্সের সাবেক সচিব মো. শফিউর রহমান মারা যাওয়ায় তাদের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

বিশ্বনাথে কুখ্যাত আজির ডাকাতসহ গ্রেফতার ২

সিলেট অফিস : সিলেটের বিশ্বনাথে আন্তঃবিভাগীয় কুখ্যাত ডাকাত সরদার আজির উদ্দিনসহ দুই ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৪ মে) দিবাগত রাতে দেওকলস ইউনিয়নের দেওকলস গ্রামের সাবেক এমপি ইয়াহ্ইয়া চৌধুরীর বাড়ির সামন থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

ডাকাত সরদার আজির উদ্দিন বিশ্বনাথ উপজেলার দেওকলস ইউনিয়নের দক্ষিণসৎপুর গ্রামের মৃত আরাফাত উল্লাহর ছেলে। তার সহযোগী মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার মশুরিয়া গ্রামের ফরমুজ আলীর ছেলে আহমদ আলী (৩৫)।

এসময় তাদের কাছ থেকে ১টি পাইপগান, ৫ রাউন্ড কার্তুজ, একটি চাকু, ৪টি এন্ড্রয়েট মোবাইল ফোন ও ২টি বাটন মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। তারা দুজনই আন্তঃবিভাগীয় ডাকাত দলের সরদার বলে পুলিশ জানায়।

মঙ্গলবার বিকেলে তাদের গ্রেফতারের বিষয়টি প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওসমানীনগর সার্কেল আফরাফুজ্জামান।তাদের মধ্যে ডাকাত সরদার আজির উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১৮টি ও আহমদ আলীর বিরুদ্ধে ৪টি ডাকাতি মামলা রয়েছে। তারমধ্যে ১৫টি মামলায় আজির উদ্দিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে।

গত ২০০৮সালের জিআর ১৫৬/০৮ নম্বর মামলা দায়েরের পর থেকে ডাকাত আজির উদ্দিনকে গ্রেফতার জন্য পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। অবশেষে প্রায় ১৬ বছর পর আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও ডাকাত আহমদ আলীসহ আজির উদ্দিনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকিয়ার ৩ সদস্য গ্রেফতার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকিয়ার ফরিদপুর অঞ্চলের সমন্বয়কসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা-লালবাগ বিভাগ। গ্রেফতারকৃতরা বান্দরবানের কুকি চীনের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) গোয়েন্দা তথ্য ও সহযোগিতায় রাজধানীর কল্যাণপুর ও গাবতলীতে

ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- ফরিদপুর অঞ্চলের সমন্বয়ক রানা শেখ ওরফে আমির হোসাইন, মশিউর রহমান ওরফে মিলন তালুকদার ও হাবিবুর রহমান।

তাদের কাছ থেকে ৩টি স্মার্টফোন ও ২টি বাটনফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলোতে তাদের প্রশিক্ষণের ভিডিও ও ছবি রয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ এসব তথ্য জানান।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বলেন, মার্শাল আর্টে ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্ত আমির হোসাইন ওরফে রানা শেখ ২০০২ সালে হুজি নেতা ও মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত মাওলানা আব্দুর রউফের কাছে প্রশিক্ষণের জন্য ময়মনসিংহে যায়। ময়মনসিংহের ভালুকায় মাদ্রাসায় পড়াশোনার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নেয়। সে ২০০৩ সালে বাবা, মামা ও ভগ্নিপতিসহ মোট ১৮ জন সদস্য হুজি নেতা মাওলানা আব্দুর রউফের সাথে বৈঠকের সময় ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে। বর্তমানে আলফা ইসলামিক লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির ইউনিট ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত এই ধর্মান্ধ আমির সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য ৩ সদস্যকে ইতোমধ্যে বান্দরবানে কুকি চীনের সন্ত্রাসীদের কাছে পাঠায়। তাদের কাছে একাধিক কিস্তিতে সে লক্ষাধিক টাকা পরিশোধ করেছে।

তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃত অপর জঙ্গি মশিউর রহমান প্রথমে ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সদস্য ছিল। ২০০২ থেকে ২০০৩ সালে হুজির সদস্য হিসেবে ময়মনসিংহে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত হুজি নেতা আব্দুর রউফের মাদ্রাসায় সামরিক ও আন আর্মড কমব্যাট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। ২০১৩ সালে অপরাপর হুজি নেতাদের সাথে গ্রেনেডসহ ঝালকাঠিতে গ্রেফতার হয়ে সে সাড়ে চার বছর সাজা খাটে। সে পাহাড়ি বৈরি পরিবেশে কমান্ডো হিসেবে টিকে থাকাসহ নানা বিষয়ে আট মাসের প্রশিক্ষণের জন্য দুই বছর বান্দারবানে কুকি চীনের সন্ত্রাসীদের সাথে অবস্থান করে। ২০২১ সালে শুরু হওয়া এই কষ্টকর প্রশিক্ষণ শেষ করে সমতলে ফেরত আসে।

তিনি বলেন, অপর সদস্য হাবিবুর রহমান নতুন। সে আলফা ইসলামিক লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির কর্মী হিসেবে আমির হোসেনের অধীনে কাজ করে।

তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃতরা বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে মিলে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে, দেশকে অস্থিতিশীল করে জঙ্গিদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর নিষিদ্ধ সংগঠনের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা, নিজ ও পার্শ্ববর্তী দেশের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায় থেকে রসদ সামগ্রী এবং কর্মী সংগ্রহে তৎপর ছিল।

গ্রেফতারকৃতদের চার দিনের পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

দেশের কনডেম সেলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ২১৬২ জন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের কারাগারগুলোতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাওয়া ব্যক্তিদের জন্য দুই হাজার ৬৫৭টি সেল আছে। আর কনডেম সেলে দুই হাজার ১৬২ জন বন্দি আছেন। কারা মহাপরিদর্শকের পক্ষে হাইকোর্টে দাখিল করা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। গত বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। বিচারিক ও প্রশাসনিক ফোরামের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে দণ্ডিত আসামিকে কনডেম সেলে রাখার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত হয়ে কনডেম সেলে থাকা তিনজন আসামি ২০২১ সালে একটি রিট করেন। এ রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২০২২ সালের ৫ এপ্রিল হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। একই সঙ্গে কনডেম সেলে থাকা আসামির সংখ্যা ও তাদের সুযোগ-সুবিধার তথ্যাদি জানিয়ে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে কারা মহাপরিদর্শককে নির্দেশ দেন। এর ধারাবাহিকতায় ওই প্রতিবেদন জমা পড়ে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা কিছু তথ্য : 'কারাগারসমূহে অবস্থানরত মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের তথ্য'

শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ, কারাগারভিত্তিক পরিসংখ্যান ও কারাবিধি অনুসারে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার দিকগুলো উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য (গত বছরের ১ নভেম্বর পর্যন্ত) অনুযায়ী, সেলের সংখ্যা মোট দুই হাজার ৬৫৭টি। এর মধ্যে পুরুষের জন্য দুই হাজার ৫১২টি, নারীর জন্য ১৪৫টি। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত মোট বন্দি দুই হাজার ১৬২ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ দুই হাজার ৯৯ ও নারী ৬৩ জন। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশের আট বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক সেল ঢাকায় ও সর্বনিম্নসংখ্যক সেল রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে। ঢাকা বিভাগে থাকা এক হাজার ৭৮৪টি সেলের বিপরীতে এক হাজার ২৯২ জন মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দি রয়েছেন। ময়মনসিংহ বিভাগে ৫৪টি সেলের বিপরীতে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দি আছেন পাঁচজন।

কারাগারভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সেল রয়েছে হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেখানে এক হাজার সেলের বিপরীতে বন্দি আছেন ৯৫১ জন। অবশ্য টাঙ্গাইল, গাজীপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, নীলফামারী, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, মাগুরা, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, পটুয়াখালী, ভোলা ও ঝালকাঠি জেলা কারাগারে সেল থাকলেও মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দি নেই। ঠাকুরগাঁও ও কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দির সেল নেই।

কারাবিধি অনুসারে নির্ধারিত ডায়েট স্কেল অনুযায়ী, মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের খাবার প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে প্রতিবেদনে। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে নির্ধারিত পোশাক প্রদান, নিয়মিত চিকিৎসাসেবা প্রদান, কারাবিধি অনুসারে আত্মীয়স্বজন/আইনজীবীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা, বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা পড়ার সুযোগ, ধূমপায়ীদের বিড়ি/সিগারেট প্রদান, সেলসংলগ্ন আঙিনায় গোসল ও শরীরচর্চার সুযোগ প্রদানসহ ১০টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

দড়ি বেয়ে মসজিদে যান অন্ধ মুয়াজ্জিন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আব্দুর রহমান মোল্লার বয়স ১১৫ বছর। বাড়ি বড়াইগ্রাম উপজেলার নগর ইউনিয়নের বড়দেহা গ্রামে। প্রায় ২০ বছর আগে এক দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারান। এর ৬ বছর পর বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র হজ পালন করেন। দেশে ফিরে নিজ গ্রামে ৫ শতাংশ জমির ওপর তৈরি করেন একটি পাকা মসজিদ। মসজিদের নামেই তিনি জমিটি রেজিস্ট্রি করে দেন। এরপর নিজেই সেই মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। কিন্তু জটিলতা দেখা দেয় মসজিদে আসা-যাওয়া নিয়ে। সেই প্রতিবন্ধকতাও জয় করে ফেলেছেন শতবর্ষী এই বৃদ্ধ। এজন্য বাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত টেনে নিয়েছেন দড়ি ও বাঁশ। এরপর দড়ি আর বাঁশের সাহায্যে নিয়মিত মসজিদে যাচ্ছেন। আব্দুর রহমান মোল্লার ছেলে স্কুল শিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম সাইফুল জানান, হজ পালন করে আসার পর তার বাবা যে মসজিদটি স্থাপন করেছেন সেখানে ৫ ওয়াক্ত নামাজের আজান দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাড়ি থেকে মসজিদের দূরত্ব প্রায় ২০০ মিটার। তখনই জটিলতা দেখা দেয় আসা-যাওয়া নিয়ে। সেই জটিলতাও নিরসনের পথ বাতলে নেন আব্দুর রহমান মোল্লা নিজেই। বাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় দড়ি ও বাঁশ টাঙিয়ে দিতে বলেন।

বাবার দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী দড়ি ও বাঁশ টাঙিয়ে দেন ছেলেরা। এরপর প্রথম দিকে কয়েকদিন তার ছেলে ও নাতিরা দড়ি ও বাঁশের সাহায্যে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তাকে যাতায়াত ও রাস্তা পার হতে অভ্যস্ত করে তোলেন। এছাড়া বাঁশ ও দড়ি খুঁজে পেতে তার হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি লাঠিও। এভাবে কয়েকদিন দেখিয়ে দেওয়ার পর আর কারও সাহায্য নিতে হয়নি শতবর্ষী এই বৃদ্ধকে। এরপর থেকে তিনি নিজেই দড়ি ও বাঁশের সাহায্যে বাড়ি থেকে মসজিদে যাচ্ছেন। আব্দুর রহমান মোল্লা জানান, এই বয়সেও আল্লাহ তাকে অনেকটা সুস্থ রেখেছেন। রাস্তা পারাপারের সময় ঝুঁকি থাকলেও তিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ তাকে সব বিপদ থেকে হেফাজত করে গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন।

চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ৩৩৪ প্রকল্প

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চলতি অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য পূরণের কাছাকাছি যাচ্ছে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো। আগামী জুন মাসের মধ্যে ৩৩৯টি প্রকল্প শেষ করতে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্টরা। সেটি পালন করায় এবারই প্রথম সর্বোচ্চসংখ্যক ৩৩৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হচ্ছে। বাস্তবায়ন শেষ হচ্ছে বহুল আলোচিত ও কাঙ্ক্ষিত পদ্মা বহুমুখী সেতু ও কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পও। তবে কাজ শেষ না হওয়ায় শুধু ৫টি প্রকল্প যুক্ত করা হবে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে।

সবচেয়ে বেশিসংখ্যক স্বাস্থ্য খাতের ৪৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের ৪৩ এবং তৃতীয় অবস্থানে থাকা কৃষি খাতের ২৭টি প্রকল্প শেষ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং পরিকল্পনা কমিশনের কঠোর অবস্থানের কারণে সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা বেড়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব সত্যজিত কর্মকার সোমবার বলেন, এবার আমরা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দিয়েছি। প্রয়োজনীয় বরাদ্দসহ অন্যান্য সমস্যাগুলো সমাধান এবং ব্যাপক তদারকি করা হয়েছে। এজন্য চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রকল্প শেষ করা সম্ভব হবে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী আমাদের নির্দেশনা দিয়ে বলেছিলেন, যেসব প্রকল্প শেষ করার লক্ষ্য আছে সেগুলোতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিয়ে শেষ করে ফেলতে হবে। আমরা গত ডিসেম্বর মাস থেকে এসব প্রকল্পের পেছনে লেগে ছিলাম। কোথাও কোনো

সমস্যা থাকলে সেগুলোরও সমাধান করা হয়েছে। যার ফল এখন পাওয়া যাচ্ছে।

পরিকল্পনা কমিশন জানায়, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে নির্ধারিত ৩৩৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৩৪টি এবং শেষ করার জন্য নির্ধারিত ছিল না এমন ২২টি প্রকল্পসহ এ বছর শেষ হবে মোট ৩৫৬টি প্রকল্প। এর আগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় শেষ করার জন্য নির্ধারিত প্রকল্পগুলো আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে। এছাড়া এসব প্রকল্পের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত দেন প্রধানমন্ত্রী ও এনইসি চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। এরও আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পগুলো বাধ্যতামূলকভাবে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এসব কঠোর অবস্থানের কারণে প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমাপ্ত হতে যাওয়া প্রকল্পগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো-কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ এবং ভাসমান বেডে সবজি ও মসলার চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প। এছাড়া বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-২, ইন্সটলেশন অব প্রিপেইড গ্যাস মিটার ফর টিজিটিডিসিএল, ডিপিডিসির আওতায় ঢাকার কাওরান বাজারে ভূগর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ এবং ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। আরও আছে যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ এবং কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব আবুল কাশেম মো. মহিউদ্দিন বলেন, এবার প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি সবাই সোচ্চার ছিলেন। মন্ত্রণালয়গুলোকে বারবার তাগাদা দেওয়া হয়। এর ফলে এত বেশি প্রকল্প শেষ করা যাচ্ছে। আগামী অর্থবছর থেকে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। অর্থাৎ লক্ষ্যের শতভাগ পূরণ হতে পারে। আগে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে গাফিলতি ছিল। সেই সঙ্গে দক্ষতার অভাব, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ছাড়া অনুমাননির্ভর প্রকল্প নেওয়া এবং বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ ঠিকমতো না করায় সময়মতো প্রকল্পের বাস্তবায়ন হতো না। পরে আমরা চেষ্টা করেছি ওয়ার্ক প্ল্যান নেওয়ার।

জলবায়ু তহবিল বাংলাদেশের ওপর ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছে : টিআইবি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, এক দশকে সবুজ জলবায়ু তহবিলের (গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড-জিএসএফ) ভূমিকা হতাশাজনক। অনুদানের বিপরীতে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ওপর ঋণ পরিশোধের বোঝা বাড়ছে।

রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। মঙ্গলবার (১৪ মে) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের 'সবুজ জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অভিগম্যতা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, জিএসএফে জবাবদিহিতা করার মতো অবকাঠামো নেই। নিজস্ব নীতিমালা লঙ্ঘন ও বৈষম্যমূলক আচরণ করছে প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, জিএসএফের মাধ্যমে তার সিংহভাগ আসার কথা। জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো কোনো সুফল পাচ্ছে না। বরং তারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে অর্থায়ন বেশি করছে; যা একদমই গ্রহণযোগ্য নয়।

এদিন সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির গবেষক নেওয়াজুল মাওলা ও সহিদুল ইসলাম গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন। গবেষণায় জানানো হয়, জিএসএফের ঋণের অর্থ বিদেশি মুদ্রায় সুদসহ ফেরত দিতে হয়। এতে ঋণগ্রহীতা দেশগুলোর বহিস্থ ঋণের চাপ বাড়ে। এ কারণে স্থানীয় মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টিসহ জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

মন্দিরের রাস্তার জন্য কোটি টাকার জমি দান করলেন মুসলিমরা

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে আলোচিত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। কেউ কেউ রাজনৈতিক স্বার্থে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন চেষ্টা করলেও দেশটিতে এক অনন্য নজির স্থাপন করে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন দুই মুসলিম যুবক। জম্মু-কাশ্মীরের রেয়াসি জেলায় ৫০০ বছরের পুরনো মন্দিরে যাওয়ার জন্য রাস্তা তৈরিতে জমি দান করেছেন তারা।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রেয়াসি জেলার খেরাল পঞ্চায়েতের গোলাম রসুল ও গোলাম মুহম্মদ নামের দুই ব্যক্তি ৫০০ বছরের পুরানো মন্দিরের রাস্তা নির্মাণের সুবিধার্থে তাদের চার কানাল জমি দান করেছেন। এই জমির আনুমানিক মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ১ কোটি রুপির (১ কোটি ৪০ লাখ টাকা) বেশি।

লোকসভা ভোটে আসন জিততে মরিয়া এক শ্রেণির নেতা যখন ভারতে ধর্মীয় মেরুকরণ করতে চাইছেন ঠিক তখনই সম্প্রীতির এই অনন্য নজির স্থাপন করেছেন তারা।

রেয়াসির জেলা প্রশাসক বিশেষ পাল মহাজন বলেন, 'এইভাবে সমাজকে সম্পূর্ণ সম্প্রীতির দিকে পরিচালনার নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। জমির বিষয়ে আমি বিস্তারি চেয়েছি। মন্দিরের রাস্তা নির্মাণ নিশ্চিত করতে প্রশাসন তহবিল সরবরাহ করবে।'

একজন রাজস্ব কর্মকর্তা বলেছেন, 'রাজস্ব বিভাগ সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা ও রেকর্ডে এন্ট্রি করার পর কান্সি পাট্টা গ্রামে গুপ্ত কাশী-গৌরী শঙ্কর মন্দিরের জন্য ১০ ফুট চওড়া ১২০০ মিটার রাস্তা তৈরি করা হবে।'

গোলাম রসুল পঞ্চায়েতের সাবেক সদস্য। তিনি বলেন, কিছু ব্যক্তি রাস্তার সমস্যার জেরে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। আমরা ভেবেছিলাম মন্দিরের কোনো রাস্তা নেই। যদি আমাদের জমি দান করি তবে রাস্তাটি তৈরি করা যেতে পারে। এতে তীর্থযাত্রীদের উপকার হবে।'

পরবর্তীকালে, রসুল ও মোহাম্মদ রাজস্ব কর্মকর্তাদের কাছে তাদের সিদ্ধান্ত জানান। এ নিয়ে একটি সভা ডাকা হলে তারা উভয়েই রাস্তার জন্য জমি দান করার বিষয়ে সম্মত হন।

মন্দিরটিকে সাজানোর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ ওই এলাকায় আরও কিছু জমি পেয়েছেন। পাশাপাশি মিলেছে মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তির দান। সব মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির স্থাপিত হয়েছে কাশ্মীরের ছোট্ট গ্রামটিতে।

ইউরোপের কুখ্যাত মানবপাচারকারী গ্রেফতার

পোস্ট ডেস্ক : ইউরোপের অন্যতম কুখ্যাত মানবপাচারকারী বারজান মাজিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোববার সকালে ইরাকের কুর্দিস্তান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। একজন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা এ কথা জানিয়েছেন।

বারজান মাজিদকে নিয়ে সম্প্রতি বিবিসি একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে। এতে বলা হয়, কয়েক বছর ধরে তিনি এবং তার চক্রটি ইংলিশ চ্যানেলে নৌকা ও লরি দিয়ে মানবপাচার ব্যবসার সঙ্গে ব্যাপকভাবে জড়িত ছিলেন।

কুর্দিস্তানের সুলায়মানিয়া শহরে বারজানের খোঁজ পায় বিবিসি। তিনি স্করপিয়ন নামেও পরিচিত। বারজান বলেন, তিনি কয়েক হাজার অভিবাসীকে ইংলিশ চ্যানেল পার করিয়েছিলেন।

যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েকটি দেশের পুলিশের 'ওয়ান্টেড' তালিকায়

বারজানের নাম রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সিও (এনসিএ) তার গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

যুক্তরাজ্যের পুলিশ কর্মকর্তারা যখন অবৈধ অভিবাসীদের আটক করেন, তখন তাদের মুঠোফোনগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখেন। ২০১৬ সালের পর থেকে সন্দেহজনক একটি নম্বরই বারবার সামনে আসছিল। ওই মুঠোফোনগুলোয় নম্বরটি স্করপিয়ন নামে রাখা ছিল। কখনো কখনো একটি কাঁকড়াবিছার ছবি দিয়েও নম্বরটি সেভ করা হয়েছিল।

এই স্করপিয়ন কে, তা আমাদের কাছে খোলাসা করেছিলেন মার্টিন ক্লার্ক নামের যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির একজন জ্যেষ্ঠ তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি বলেছিলেন, তদন্তের একপর্যায়ে বোঝা যায়, স্করপিয়ন আসলে বারজান মাজিদ নামের এক কুর্দি ইরাকি।

মাজিদ কিন্তু নিজেই পাচারের শিকার হয়েছিলেন। ২০০৬ সালের ঘটনা। তখন তার বয়স ২০ বছর। একটি লরিতে করে তাকে যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয়েছিল। তবে এক বছর পর তাকে দেশটি ছেড়ে যেতে বলা হয়। যদিও আরও কয়েক বছর যুক্তরাজ্যে থেকে গিয়েছিলেন তিনি। এর মধ্যে কিছু সময় নানা অপরাধে কারাগারে থাকতে হয়েছিল তাকে।

শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালে মাজিদকে ইরাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর কিছু সময় পর মানবপাচারের জগতে পা রাখেন তিনি। স্করপিয়ন নামে তার পরিচিত বাড়ে। ধারণা করা হয়, বড় ভাইয়ের হাত ধরেই এ অপরাধে জড়িয়েছিলেন তিনি। তার বড় ভাই তখন বেলজিয়ামের কারাগারে সাজা খাটছিলেন।

মুখ বন্ধ রাখতে পর্ন তারকাকে অর্থ দিতে বলেন ট্রাম্প: কোহেন

পোস্ট ডেস্ক : পর্ন স্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ রাখার মামলায় কোহেন হলেন অন্যতম প্রধান সাক্ষী। সোমবার নিউ ইয়র্কের কোর্টে কোহেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি জুরিদের বলেছেন, ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে পর্ন স্টারকে অর্থ দেয়ার বিষয়টি অনুমোদন করেছিলেন। ২০১৬ সালের প্রচারে এই যৌন কেলেঙ্কারির প্রভাব

যাতে না পড়ে, তাই ট্রাম্প এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে কোহেন জানিয়েছেন।

কোহেন বলেছেন, "স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে এক লাখ ৩০ হাজার পাউন্ড দিয়ে মুখ বন্ধ রাখার বিষয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'জাস্ট ডু ইট'।" ট্রাম্প অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কোহেন ২০১৭ পর্যন্ত ট্রাম্পের একটি কোম্পানির কর্মী ও আইনজীবী ছিলেন। সোমবার সাক্ষ্য দেয়ার সময় কোহেন বলেছেন, ট্রাম্পের সংস্থায় কাজ করার সময় তিনি 'ফিক্সার' হিসাবেই কাজ করেছেন।

কোহেন বলেছেন, "স্টর্মি ড্যানিয়েলস ট্রাম্পের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি সামনে আনার পরিকল্পনা করছেন শুনেই ট্রাম্প ভয়ংকর রেগে যান। তিনি আমাকে বলেন, এটা বিপর্যয়কর ঘটনা হবে। মেয়েরা আমাকে ঘৃণা করবে। প্রচারে তার প্রভাব পড়বে।" কোহেন বলেছেন, তিনি শুনেছিলেন, একটা অডিও রেকর্ডিং সামনে আসার পর ড্যানিয়েলস ওই ঘটনাটা সামনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। ট্রাম্প তখন তাকে বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার পর প্রচুর নারী তার কাছে আসছেন।

কোহেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি কি ট্রাম্পের হয়ে আগে মিথ্যা বলেছিলেন? কোহেন বলেন, "আমি কাজটা করার জন্য মিথ্যা বলেছি। আমার কাজ ছিল, বিসনেস পার্টনারদের সঙ্গে বিল নিয়ে আলোচনা করা, মানুষকে মামলা করার হুমকি দেয়া এবং ট্রাম্পের নামে যাতে ইতিবাচক খবর আসে তা নিশ্চিত করা।" কোহেনের দাবি, সাবেক প্রেসিডেন্টের নিজস্ব কোনো ই মেল আইডি ছিল না। তিনি মনে করতেন, ই মেলে কী লেখা হলো, তার ভিত্তিতে মামলা হতে পারে। তিনি বলেছিলেন, কাগজে স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে নিয়ে খবর প্রকাশিত হলে তার বিচার হতে পারে।

কোহেন জানিয়েছেন, "ড্যানিয়েলসকে অর্থ দিয়ে তার মুখ বন্ধ রাখার বিষয়টি ট্রাম্প অনুমোদন করেন। খবরের কাগজেও যাতে ড্যানিয়েলস ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কোনো খবর যাতে বন্ধ করা যায়, তার জন্য সচেষ্ট হন।" কোহেনকে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে মিথ্যা বলার জন্য এবং অর্থনৈতিক অপরাধ করার দায়ে ১৩ মাস জেল খাটতে হয়েছে।

নিউ ইয়র্কে ফৌজদারি মামলা ছাড়াও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি মামলা চলছে। এর ফলে বাইডেনের বিরুদ্ধে তার প্রার্থী হওয়া নিয়েও জটিলতা দেখা দিতে পারে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তিনি বেআইনিভাবে গোপনীয় নথিপত্র নিজের কাছে রেখেছিলেন। ট্রাম্প যাতে পদে থাকতে পারেন, তার জন্য জালিয়াতি করার অভিযোগে তার ১৮ জন সহযোগী অ্যারিজোনায় অভিযুক্ত হয়েছেন।

পতাকা নিষিদ্ধ করায় ক্ষুব্ধ ইউরোপীয় ইউনিয়ন

পোস্ট ডেস্ক : সুইডেনে ইউরোভিশন গানের প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইইউ-র পতাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইইউ-র মতে এই, সিদ্ধান্ত অসঙ্গতিপূর্ণ। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে।

সুইডেনের মালমোতে ইউরোভিশন সং কনটেস্ট হচ্ছে। সেখানে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইইউ-র পতাকা রাখতে দেয়া হচ্ছে না। এরপরই ইইউ প্রতিযোগিতার আয়োজক ইউরোপীয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের (ইবিইউ) কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্টের লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, "যে অনুষ্ঠান ইউরোপ জুড়ে উৎসবের মেজাজ ছড়িয়ে দেয়, সেখানে এই ধরনের কাজ সন্দেহের জন্ম দেয়। যে প্রতীক পুরো ইউরোপকে এক করেছে, তাকে নিষিদ্ধ করেছে আয়োজক ইবিইউ।"

ইউরোপীয় কমিশন বলেছে, তারা আয়োজকদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করার পরিকল্পনা করছে।

ইইউ-র দাবি, ইবিইউ জানাক, এই সিদ্ধান্তের পিছনে কোন যুক্তি কাজ করছে? এই কাজের জন্য কে দায়ী তারা তাকে চিহ্নিত করুক।

চিঠিতে ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এরপর মনে হচ্ছে, কেন ও কার জন্য এই গানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে? ইইউ পার্লামেন্ট নির্বাচনের একমাস আগে এই ঘটনা ঘটায় তা আরও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

এদিকে শনিবার ইউরোভিশনের ফাইনালে ২৫টি দেশের প্রতিযোগীরা থাকছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হচ্ছে ইসরায়েলের প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ নিয়ে।

ইবিইউ জানিয়েছে, যারা টিকিট কেটেছেন, তারা নিজের নিজের দেশের পতাকা নিয়ে আসতে পারবেন বা এলজিবিটিকিউ প্লাসের সাতরঙা পতাকা নিয়ে আসতে পারবেন।

২০১৬ সালে ইবিইউ জানিয়েছিল, ইইউ-র পতাকা ততক্ষণই নেয়া যাবে, যতক্ষণ তা শো চলার সময় ইচ্ছে করে রাজনৈতিক বিবৃতি দেয়ার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার না করা হচ্ছে।

মালয়েশিয়ায় বন্য হাতির আক্রমণে বাংলাদেশির মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : মালয়েশিয়ার পোস ব্লাউয়ের কাম্পুং ওম শহরে বন্য হাতির আক্রমণে বাংলাদেশি এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। ব্লাউ কাম্পুং জেলার প্রধান পুলিশ সুপার সিক সিক চুন ফু এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সময় রোববার বিকেল ৫টার দিকে হাতির আক্রমণে ওই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। খবর স্টার ডট কমের। ব্লাউ কাম্পুং জেলার প্রধান পুলিশ সুপার সিক সিক চুন ফু বলেছেন, কাম্পুং ওম শহরে রোববার বিকেল ৫টার দিকে এই ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেছেন, নিহত বৃক্ষরোপণ কর্মীর পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। মো. নওশের আলী (২৯) নামের ওই কর্মী তার এক সহকর্মীকে নিয়ে কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে হাতির আক্রমণের শিকার হন।

সোমবার দেশটির পুলিশের এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে হাতির আক্রমণের সময় পালিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ পাননি ওই ভুক্তভোগী। মরদেহের পাশেই হাতির পায়ে ছাপ পাওয়া গেছে।

পুলিশ সুপার সিক সিক চুন ফু বলেছেন, ওই ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য ওই ব্যক্তির মরদেহ গুয়া মুসাং হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যুর একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সিলেটবাসীর নতুন আতঙ্ক হোল্ডিং ট্যাক্স

মোট হোল্ডিং রয়েছে ৭৫ হাজার ৪৩০টি।

এর মধ্যে নতুন সংযোজন হয়েছে ২০ হাজার ৬৩০টি। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা রয়েছে; নগরে হোল্ডিং ট্যাক্সের মধ্যে গ্রাহকের ৭ শতাংশ, কনজারভেন্সি কর ৭ শতাংশ, আলো ও পানি কর ৩ শতাংশ ও স্বাস্থ্যকর ৮ শতাংশ। মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কর ধার্য করার উদ্যোগ নিলে নগরের মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নগরবাসী এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে অবশ্য মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী মোট করের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতের ৮ শতাংশ করকে বাদ দিয়ে ২০ শতাংশ করেন। একই সঙ্গে ওই সময় তিনি রিভিউ বোর্ড করে নগরবাসীর সঙ্গে আলোচনাক্রমে কর আদায় করেন। ফলে হোল্ডিং করের বিষয়টি নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে যে ক্ষোভ ছিল সেটি প্রশমিত হয়। তবে; মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাকে অনুসরণ করে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ২০ শতাংশ কর ধার্যের বিষয়টি চূড়ান্ত করে সিটি করপোরেশনের মাসিক সভায় সেটি পাসও করেন। এরপর অনুমোদনের জন্য সেটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। সিটি করপোরেশনের হোল্ডিং কর ধার্য শাখার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন- সিলেট সিটি করপোরেশনে আগে হোল্ডিং কর বাবদ ১৩ থেকে ১৪ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। নতুন কর আদায় হলে সেখানে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বেশি আদায় হবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রস্তাবিত কর ধার্যের বিষয়টি অনুমোদন করে গত ২০২১ সালের ৩০শে অক্টোবর সিলেট সিটি করপোরেশনে প্রেরণ করে। কিন্তু সিটি নির্বাচন সহ নানা বিষয়কে সামনে রেখে সেটি প্রকাশ করা হয়নি। গত বছরের নভেম্বরে সিলেট সিটি করপোরেশনের নতুন মেয়রের দায়িত্ব নিয়েছেন আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। সম্প্রতি তিনি মন্ত্রণালয় প্রেরিত নতুন কর ধার্যের অনুমোদনটি প্রকাশের অনুমতি দেন। এরপর এ ব্যাপারে নগরজুড়ে মাইকিং করে বিষয়টি জানানো হয়। আর মাইকিং শুনেই নগরের মানুষের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ দেখা দেয়। এদিকে- নতুন আরোপিত কর জানতে নগরবাসী প্রতিদিন সিলেট সিটি করপোরেশনে ভিড় জমাচ্ছেন। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান এসেসর মো. আব্দুল বাছিত জানিয়েছেন- ইতিমধ্যে ৪-৫ হাজার গ্রাহক তাদের উপর ধার্যকৃত কর জানতে ফরম সংগ্রহ করেছেন। গত ৪ দিনে জমা পড়েছে এক হাজার ফরম। সিলেট সিটি করপোরেশনে নির্ধারিত বুথে নগরবাসীকে এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা দেয়া হচ্ছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের বুথে কর জানতে আসা কয়েকজন গ্রাহক জানিয়েছেন- নতুন ধার্য করা কর ঢাকা সিটি করপোরেশনেও নেয়া হচ্ছে না। সেখানে ১৭ শতাংশ কর ধার্য আছে। নতুন আরোপিত কর সিলেট নগরবাসীর জন্য বোঝা বলে জানান তারা।

ট্যাক্স নিয়ে যে ব্যাখ্যা দিলেন আরিফ : বৃহস্পতিবার নিজ বাসভবনে এ নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে প্রেস ব্রিফিংয়ে বিষয়টি খোলাসা করেন সাবেক মেয়র আরিফ। পূর্বের ধারাবাহিকতার বিষয়টি তিনিও উল্লেখ করে বলেন; আমার সময়ে হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়ে যে এসেসমেন্ট করা হয়েছিল সেটি আমরা সভায় বসে আলোচনা করেছি। এরপর সেটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অতিমারী করোনা বিবেচনা করে শেষদিকে এসে সিটি করপোরেশনের এক সভায় এটি স্থগিত করা হয়েছে। ওই সময় ট্যাক্স এসেসমেন্টের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরে সাবেক মেয়র বলেন, আমার পরিষদের কাউন্সিলর, স্টেকহোল্ডারসহ সাংবাদিক, আইনজীবী ও ব্যবসায়ীরা ধার্য করা টেক্সে পদ্বতিগত নানা জায়গায় আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই আপত্তিগুলোকে আমাদের পরিষদ আমলে নিয়েছে। সার্বিক বিবেচনা করে ওই সময় হোল্ডিংয়ের বিষয়টি স্থগিত করা হয়েছিল। সিলেট সিটি করপোরেশনের বিগত দিনে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ ও কার্যকর করা হয়নি উল্লেখ করে আরিফ জানান, সিটি করপোরেশনে ট্যাক্স সরকার কর্তৃক নির্ধারণ হয় না। এটা গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ম ফলো করে করা হয়ে থাকে। ২০১৭-০৮ সালে সাবেক মেয়র কামরানের সময় একটি এসেসমেন্ট করা হয়। কিন্তু সেটি কার্যকর হয়নি। ২০১১ সালে নতুন করে এসেসমেন্ট করার জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ছিল। সেটিও সম্ভব হয়নি। নিয়ম হচ্ছে; প্রতি ৫ বছর পরপর এসেসমেন্ট করে হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করা। কিন্তু বিগত পরিষদ করোনা, বন্যাসহ নানা কারণে সেটি করতে পারেনি। তবে ২০১৭ সাল থেকে একটি এসেসমেন্ট শুরু করা হয়। এরপর ২০১৯ সালে এটি শেষ হয়। তিনি বলেন; ওই এসেসমেন্টে নানা জায়গায় অসঙ্গতি ছিল। দেখা গেছে; কোথাও কোথাও টিনের ঘরের ট্যাক্স বহুতল ভবনের চেয়ে বেশি এসেছে। ফলে পরিষদের নির্বাচিত কাউন্সিলররা সেটি নতুন করে নিরপেক্ষ কোনো ফার্ম দিয়ে এসেসমেন্ট করার দাবি তুলেছিলেন। আমরা সে বিষয়টিকে আমলে নিলেও সময় কম থাকার কারণে করা সম্ভব হয়নি। আরিফ বলেন, সিলেট সিটি করপোরেশনে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের ধারাবাহিকতা থাকলে এখন সেটি নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিতো না। হঠাৎ করে নগরবাসীর মধ্যে করের বোঝা চাপিয়ে না দিতেই আমরা সেটি স্থগিত করেছিলাম। এতে নাগরিক জীবনে অস্বস্তি তৈরির আশঙ্কা করেছিলাম। এখন সেই অস্বস্তি হচ্ছে। নতুন হোল্ডিং ট্যাক্স কার্যকরের ব্যাপারে বর্তমান মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীকে সরাসরি দায়ী করছেন না সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, জনগণকে ট্যাক্স দিতে হবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আছে; যে সিটি করপোরেশনে যত বেশি ট্যাক্স আদায় হবে সেখানে তত বেশি বরাদ্দ আসবে। তবে; স্থগিত করা ওই ট্যাক্সকে ওপেন করার আগে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। এসব বিষয়ে মেয়রকে পরামর্শ দেয়া উচিত ছিল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ প্রশাসনে থাকা কর্মকর্তাদের। কিন্তু তারা সে পরামর্শ দেয়নি। এ কারণে ট্যাক্স নিয়ে সিলেটে এবার জটিলতা দেখা দিয়েছে। সাবেক এই মেয়র বলেন, ধার্য করা ট্যাক্স তুলতে হলে পরিষদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরপর সেটি নিয়ে গণশুনানি করা প্রয়োজন। কিন্তু তা না করে এই ট্যাক্স কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া অনুচিত। তার পরামর্শ; এখনই হোল্ডিং ট্যাক্স কার্যকরের যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেটি স্থগিত করে আলোচনা শুরু করলে সুন্দর সমাধান বেরিয়ে আসবে। নতুবা জনমনে অস্বস্তি বাড়বে।

সংবাদ সম্মেলনে যা বললেন আনোয়ারুজ্জামান : হোল্ডিং ট্যাক্স সহনীয় পর্যায় নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। এসেসমেন্ট/রিড়এসেসমেন্ট বার্ষিক মূল্যায়নের উপর কর নিরূপনক্রমে তালিকা প্রসঙ্গে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মেয়র বলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা সভা করে ট্যাক্স নির্ধারণ নিয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে ২৭ টি ওয়ার্ডে রিভিউ বোর্ড গঠন করা হবে। পূর্ব নির্ধারিত সময় বর্ধিত করে ২৮ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আবেদন রিভিউয়ের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যক্স সহনীয় পর্যায় নির্ধারণ করা হবে। এছাড়াও নতুন ১৫টি ওয়ার্ডের এসেসমেন্ট স্থাগতিরে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।

হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়ে রবিবার (১২ মে) বেলা ২টায় নগরভবনের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন সিসিক মেয়র। এর আগে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় এ নিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান আনোয়ারুজ্জামান।

মেয়র আরও বলেন- চলমান এসেসমেন্ট/রি-এসেসমেন্ট নিয়ে কোনো প্রকার উদ্বিগ্ন হওয়ার কারন নেই। সিলেটের সচেতন নাগরিক ও কাউন্সিলরদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করা হবে। এ বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে আমাদের পরিষদের আলোচনা হয়েছে। সর্ব সম্মতিক্রমে সহনীয় মাত্রায় ট্যাক্স নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

মেয়র জানান, কর আরোপ নিয়ে যারা আপত্তি করেছেন তাদের আবেদন শতভাগ স্বচ্ছতার মাধ্যমে রিভিউ করা হবে। আমরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। জনগণের স্বার্থ প্রাধান্য বিবেচনা করে আমরা কাজ করবো। এখানে কারো প্রতি অবিচার করা হবেনা। যেকোন বিষয় নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করবে সিসিক। ইতিমধ্যে যারা অভিযোগ ও স্মারক লিপি প্রদান করেছেন তাদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে স্বচ্ছতার মাধ্যমে দেখা হবে। সবার সহযোগিতায় এ বিষয়টি নিস্পত্তি করা হবে।

তিনি বলেন,অনেক প্রভাবশালীরা কোনো দিন কর পরিশোধ করেননি। অনেকে আবার অনেক বছর ধরে নিয়মিত কর পরিশোধ করেন না আক্ষেপ জানিয়ে মেয়র প্রশ্ন রাখেন- এভাবে চললে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন হবে কীভাবে?

সিলেটের নাগরিদের নিয়ে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সহনীয় মাত্রায় করা নির্ধারন করা হবে। এ বিষয়ে তিনি আবারও নগরবাসীর সহযোগিতা চেয়েছেন।

দেশে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ

বাজেট চূড়ান্ত করতে এনবিআর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে মঙ্গলবার সকালে একটি প্রতিনিধিদল গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করে। অর্থমন্ত্রী শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় জুম বৈঠকে অংশ নেন, অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান উপস্থিত ছিলেন। এনবিআরের পক্ষে বৈঠকে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্কনীতির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, প্রতিবারের ন্যায় এবারও বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আগামী বাজেটে করমুক্ত আয়ের সীমা, করপোরেট কর, পুঁজিবাজারে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স, কালোটাকা, এমপিদের গাড়িতে শুল্কারোপ ও মোবাইল ফোনে কথা বলায় সম্পূরক শুল্কের বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বাজেটে করমুক্ত আয়ের সীমা না বাড়ানো, শর্তসাপেক্ষে আড়াই শতাংশ করপোরেট কর কমছে, পুঁজিবাজারে ক্যাপিটাল গেইনের ওপর ট্যাক্স আরোপ, এমপিদের শুল্কমুক্ত সুবিধায় গাড়ি আমদানি বাতিল এবং কালোটাকা সাদা করতে ট্যাক্স অ্যামনেস্টি দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ১০ শতাংশ কর দিয়ে আয়কর রিটার্নে অপ্রদর্শিত নগদ অর্থ, ব্যাংক আমানত প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে বর্গমিটার প্রতি নির্দিষ্ট হারে কর দিয়ে প্লট-ফ্ল্যাট প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তখন ১১ হাজার ৮৫৯ জন করদাতা কালোটাকা সাদা করেন। এর মধ্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেন ২৮৬ জন, জমিতে এক হাজার ৬৪৫ জন, ফ্ল্যাটে দুই হাজার ৮৭৩ জন এবং নগদ অর্থ প্রদর্শন করেছেন সাত হাজার ৫৫ জন। এরপরের বছর কালোটাকা সাদা করার সাড়া না পাওয়ায় এ সুবিধা বাতিল করা হয়েছে। সূত্র জানায়, আগামী বাজেটে ১৫ শতাংশ কর দিয়ে আয়কর রিটার্নে অপ্রদর্শিত নগদ অর্থ, ব্যাংক আমানত প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। মূলত কালোটাকাকে অর্থনীতির মূল ধারায় আনতে এ উদ্যোগ থাকছে। এক্ষেত্রে আগের মতোই অ্যামনেস্টি সুবিধা থাকছে। অর্থাৎ সরকারের অন্য কোনো সংস্থা এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবে না।

কালোটাকার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, স্বাধীনতার পর থেকে নানাভাবেই কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়। মূলত কালোটাকাকে অর্থনীতির মূল ধারায় আনতে এ সুযোগ দেওয়া হয়। ৭১-৭৫ সাল পর্যন্ত দুই কোটি ২৫ লাখ টাকা সাদা করা হয়েছে। সেখান থেকে তৎকালীন সময়ে সরকার মাত্র ১৯ লাখ টাকা আয়কর পায়। পরে এ সুবিধা বহাল থাকায় প্রতিবছরই কালোটাকা সাদা করার অঙ্ক বাড়তে থাকে। ৭৬-৮০ সাল পর্যন্ত ৫০ কোটি ৭৬ লাখ টাকা সাদা করা হয়, সরকার আয়কর পায় ৮১ লাখ টাকা। ৮১-৯০ পর্যন্ত ৪৫ কোটি টাকা সাদা হয়, সরকার আয়কর পায় চার কোটি ৫৯ লাখ টাকা।

৯১-৯৬ পর্যন্ত ১৫০ কোটি টাকা সাদা হয়, আয়কর আদায় হয় ১৫ কোটি টাকা। এরপর ধারাবাহিকভাবে কালোটাকার অঙ্ক বাড়তে থাকে। ১৯৯৭-২০০০ পর্যন্ত এক লাফে ৯৫০ কোটি টাকা সাদা হয়, আয়কর আদায় হয় ১৪১ কোটি টাকা। পরের ৭ বছর অর্থাৎ ২০০১-০৭ পর্যন্ত ৮২৭ কোটি টাকা, ২০০৭-০৯ পর্যন্ত এক হাজার ৬৮২ কোটি টাকা, ২০০৯-১৩ পর্যন্ত এক হাজার ৮০৫ কোটি টাকা ও ২০১৩-২০ পর্যন্ত ১১ হাজার ১০৭ কোটি টাকা মূল ধারার অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। এ থেকে সরকার রাজস্ব পায় যথাক্রমে ১০২ কোটি, ৯১১ কোটি, ২৩০ কোটি ও এক হাজার ৭৩ কোটি টাকা।

সাইফ উদ্দিন খালেদ নতুন স্পিকার

কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন

দলীয় রাজনীতির উর্ধে আমাদের পরিবেশের ভবিষ্যৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ - আমরা আপনার সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ।

তিনি কাউন্সিলের একজন নতুন স্পিকার সাইফ উদ্দিন খালেদকেও স্বাগত জানান এবং আমাদের বিদায়ী স্পিকার - জাহেদ চৌধুরী -কে ধন্যবাদ জানান তার গত এক বছরে তার প্রথম মানের পরিষেবার জন্য।

তিনি আমাদের নতুন চাকরি, দক্ষতা ও বৃদ্ধির প্রধান হিসেবে কাউন্সিলর মুস্তাক আহমেদকে স্বাগত জানান, কাউন্সিলর শাফি আহমেদ যিনি পরিবেশ ও জলবায়ু জরুরি অবস্থার তত্ত্বাবধান করবেন এবং কাউন্সিলর কামরুল হোসেনকে বিনোদন ও সংস্কৃতির জন্য সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের লেবার গ্রুপের আবারো নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম।

মোদির সাফাই

আর তখনই মোদি বলেন, "আমি ভোট ব্যাঙ্কের জন্য কাজ করি না। আমি বিশ্বাস করি সব কা সাথ, সব কা বিকাশে।"

মোদির মুখে উঠে আসে গুজরাট দাঙ্গার কথাও। তাকে বলতে শোনা যায়, "আমার অনেক মুসলিম বন্ধু আছে। এবং ২০০২ সালের পর আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমাদের পাড়ায় মুসলিম পরিবার থাকত। ইদ উপলক্ষে আমরা বাড়িতে রান্না করতাম না। কারণ খাবার আসত আমাদের আশপাশের মুসলিম প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। এমনকী আমাদের মহরমে তাজিয়া করতে শেখানো হয়েছিল।"

সেই সঙ্গেই তিনি দাবি করেন, তার মন্তব্যের অপব্যাখ্যা হয়েছে। মোদিকে বলতে শোনা যায়, "আমি স্তম্ভিত। কে বলল অনুপ্রবেশকারী আর বেশি সন্তানের প্রসঙ্গ তোলা মানেই মুসলিমদের কথা বলা হচ্ছে? এই সমস্যা দরিদ্র হিন্দু পরিবারেও রয়েছে। তারা নিজেদের সন্তানকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারছে না। আমি কখনও হিন্দু বা মুসলিমের নাম নিইনি। আমার কেবল আবেদন, আপনারা ততগুলিই সন্তানের জন্ম দিন যাদের আপনারা পালন করতে পারবেন।"

এর পরই তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত আমার দেশের মানুষ আমাকে ভোট দেবে। যেদিন হিন্দু-মুসলিম নিয়ে কথা বলা শুরু করব, সেদিন আর সামাজিক জীবনে থাকতে পারব না। আমি কখনই হিন্দু-মুসলিমে বিভেদ সৃষ্টি করব না এবং এটা আমার প্রতিশ্রুতি।"

মঙ্গলবারই মহাসমারোহে মনোনয়ন জমা দেন নরেন্দ্র মোদি। এই বারাণসী কেন্দ্র থেকেই গত দুবার লোকসভা নির্বাচনে জিতেছেন তিনি। গত দুবারের প্রথা মেনে এদিনও মনোনয়ন জমা দেয়ার আগে বারাণসীর কাল ভৈরব মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী। কালভৈরবের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আরতিও করেন।

স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী গুলিবিদ্ধ

চেয়ারম্যান লুবোস ব্লাহাকে উদ্ধৃত করে বলেছে, রবার্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। তার গাড়ির দিকে চারটি গুলি ছোড়া হয়েছে। এদের মধ্যে একটি রবার্টের শরীরে লেগেছে।

স্লোভাকিয়ার জরুরি পরিষেবা বিভাগ জানিয়েছে, ৫৯ বছর বয়সি এক ব্যক্তির শরীরে গুলি লেগেছে-এমন খবর পেয়ে তারা একটি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে তাৎক্ষণিকভাবে স্লোভাক সরকারি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি রয়টার্স। তবে রবার্ট ফিকোর ফেসবুক পেজে এক আপডেট পোস্টে বলা হয়েছে, তাকে একাধিকবার গুলি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। তাকে হেলিকপ্টারে করে নিকটবর্তী শহর বানস্কা বাইস্ট্রিকাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইন। গত বছর চার বারের মতো মধ্য ইউরোপীয় দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন রবার্ট। স্লোভাকিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য।

কেটের সাক্ষাৎ চান হ্যারি

ঠিক এই ঘটনাটাই ঘটছে ব্রিটিশ রাজপরিবারের অন্দরে। সূত্রের খবর, হ্যারির সঙ্গে স্ত্রী কেটের দেখা হোক সেটা মোটেই চাইছেন না রাজকুমার উইলিয়াম। রাজপরিবারকে নিয়ে লেখা 'দ্য কিং' বইয়ের লেখক ক্রিস্টোফার অ্যান্ডারসনের কথায়, 'হ্যারি আর কেট একটা সময় খুব ভালো ঘনিষ্ঠ ছিলেন। খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের। তবে কেটের ক্যানসার হওয়ার খবর হ্যারি জানতেন না। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই রাজবধূর অসুস্থতার খবর আসে হ্যারির কাছে।'

খবর পেয়েই হ্যারি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন বলে মত অ্যান্ডারসনের। যাবতীয় পারিবারিক দূরত্ব মিটিয়ে কেটের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ রাজকুমার উইলিয়াম মোটেই চান না এই কঠিন সময়ে হ্যারির সঙ্গে কেটের সাক্ষাৎ হোক। ফলে চেষ্টা করলেও পুরনো সম্পর্ক হয়তো জোড়া লাগাতে পারবেন না হ্যারি। কেবল কেট নয়, গোটা রাজপরিবারই সমস্ত বিবাদ ভুলে হ্যারির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাজি নয়।

উল্লেখ্য, ক্যানসারের জোড়া থাবা বসেছে ব্রিটিশ রাজপরিবারে। চলতি বছরের গোড়ার দিকে জানা যায়, প্রস্টেট ক্যানসারে ভুগছেন রাজা তৃতীয় চার্লস। মার্চ মাসে নিজেই ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার খবর জানান রাজবধূ কেট। সূত্রের খবর, জানুয়ারি মাস থেকে একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের দুই সদস্য। বাবার ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে আমেরিকা থেকে দেখা করতে এসেছিলেন হ্যারি। তা সত্ত্বেও দু'পক্ষের সম্পর্কের বরফ গলেনি।

দেশে ৮ লাখ কোটি টাকার বাজেট

বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর আগে সোমবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়।

বৈঠকসূত্রে জানা গেছে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধি, আমদানি নিয়ন্ত্রণ, সতর্কতার সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি ও এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, বৈধ চ্যানেলে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তাকর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রণালয় সূত্রে জানা, আগামী অর্থবছরের বাজেট ছোটই রাখা হচ্ছে। এর আকার হতে পারে ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের মূল বাজেট ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা থেকে ৩৫ হাজার ১১৫ কেটি টাকা অর্থাৎ ৪ দশমিক ৬২ শতাংশ বেশি। অন্য বছরগুলোতে এ বৃদ্ধি হয় ১০ থেকে ১৩ শতাংশের মতো। আগামী বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ছাড়া) ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা ধরা হতে পারে। এছাড়া রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে ৫ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা, চলতি অর্থবছরে যা ছিল ৫ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে এনবিআরের আদায় লক্ষ্যমাত্রা হতে পারে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রা ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি থাকলেও সংশোধিত বাজেটে কমিয়ে ৪ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা করা হয়। আইএমএফের শর্ত অনুয়ায়ী আগামী অর্থবছরে সরকারের ৪ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকার কর রাজস্ব আদায় করার কথা।

ফিলিস্তিনিদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে

সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নতুন নীতিতে ২০৪১ থেকে ২০৬১ পর্যন্ত যে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট' অব্যাহত থাকবে তা কাজে লাগিয়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরে কর্মদক্ষতা সৃষ্টি ও উন্নয়ন এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। তিনি আশা করেন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ বৈশ্বিক সংলাপ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ জাতিসংঘে অনুষ্ঠিতব্য 'সামিট অব দ্য ফিউচার' এর জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নে সহায়ক হবে। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় 'সামিট অব দ্য ফিউচার' এর ঘোষণাপত্রে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রত্যয় ব্যক্ত করবেন।

সরকারপ্রধান বলেন, শুরু থেকেই বাংলাদেশ 'আইসিপিডি প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন' বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আমরা চাই সব দেশ বিশেষ করে উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো যাতে আইসিপিডি'র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করতে পারে, সেজন্য ইউএনএফপিএ (জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল)-সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীরা আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহী হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে জনস্বাস্থ্যসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে বিশ্বের সব মানুষের বিশেষ করে মা, শিশু ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বৈশ্বিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

তার সরকারের নেওয়া নানান পদক্ষেপের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, আমরা এরই মধ্যে ২০২১ সালের মধ্যে জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছি। আমাদের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন' বাস্তবায়ন করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে আমরা আমাদের জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে তরুণ সমাজকে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার জন্য ব্যাপক বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে জাপান ও বুলগেরিয়া সরকার এ সংলাপের আয়োজন করছে। এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল। ৪৮টি দেশের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নিয়েছেন। তারা জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন অর্জনে আগ্রহী।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে বাংলা

আব্দুল কাইয়ুম।

এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হজের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে হজপালনের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করা যাবে । যাঁরা ইতিপুর্বে হজ পালন করেছেন তাঁরাও অংশগ্রহণ করে হজের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারবেন । পুরুষের জন্য ইস্ট লন্ডন মসজিদের মুল প্রেয়ার হল ও মহিলাদের জন্য মারিয়াম সেন্টারের সেকেণ্ড ফ্লোরে বসার সুব্যবস্থা থাকবে ।

এতে আগ্রহীদেরকে অংশগ্রহণ করতে মসজিদের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কানাডায় ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল

মিউনিসিপ্যালিটি এবং ফোর্ট নেলসন ফার্স্ট নেশনস-এর হাজার হাজার বাসিন্দাকে সরে যেতে বলা হয়েছে। এখানে ১ হাজার ৬৯৬ হেক্টর জমিতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। নর্দার্ন রকিস আঞ্চলিক পৌরসভার মেয়র রব ফ্রেজার জানিয়েছেন, ফোর্ট নেলসনের আশেপাশের তিন হাজার ৫০০ বাসিন্দার বেশিরভাগকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রবল বাতাসের কারণে একটি গাছ বিদ্যুতের লাইনে পড়ে দিয়ে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। আগুন নেভাতে ৯টি হেলকপ্টার ও অগ্নিনির্বাপন ইউনিট কাজ করছে।

জামিন পেলেন ইমরান খান

রয়েছেন এবং পরবর্তীতে সাইফার ও অবৈধ বিবাহ মামলাসহ অন্যান্য মামলায়ও দোষী সাব্যস্ত হন।

টাওয়ার হ্যামলেটসকে নিরাপদ রাখতে

তারা ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২৯ নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পেতেও সহায়তা করেছেন।

সিসিটিভি অপারেটররা লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন এবং, পুলিশের সাথে এ পর্যন্ত ১,৫৪৬টি ছবি বা তথ্য বিনিময় করেছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "মূলত বসবাস, কাজ এবং ঘুরে বেড়ানোর জন্য একটি নিরাপদ জায়গা হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস, কিন্তু লন্ডনের অন্য সকল বরারার মতো আমরাও অপরাধীদের থেকে মুক্ত নই। আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা এবং অপারেশন সেন্টারের আধুনিকায়নে এই ৩ দশমিক ৯ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ টাওয়ার হ্যামলেটসকে আরও নিরাপদ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বারার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কাউন্সিলের প্রধান অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি।"

কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেছেন, "আমাদের সকল বাসিন্দা এবং ভিজিটরদের যতটা সম্ভব নিরাপদ রাখতে পুলিশ এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে কাউন্সিল। আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি ২৪ ঘন্টা নজর রাখছে গোটা বারার ওপর। তাই চুরি, যানবাহন চুরি, মাদক বা ট্রাফিক সংক্রান্ত অপরাধ, অসামাজিক আচরণ, সন্ত্রাসবাদ বা পরিবেশগত অপরাধের সাথে জড়িতদের তৎপরতা রুখতে আমাদের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সর্বদা সচল ও সক্রিয় রয়েছে।"

সিসিটিভি সার্ভিসঃ কয়েকটি ঘটনা

নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবেলা (ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইম্যান এন্ড গার্লস, যা সংক্ষেপে ভিএডব্লিউজি)ঃ

- একজন পুরুষ একটি ট্রেন স্টেশনের বাইরে একজন মহিলাকে লাঞ্ছিত করেছে, সিসিটিভি অনুসন্ধান করে এবং সন্দেহজনক বর্ণনার সাথে মিলে গেলে পুলিশকে সেই অনুযায়ি নির্দেশনা দেয়া হয়, এবং আক্রমণের অভিযোগে পুরুষটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
- টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা (থিও) একটি ঘরোয়া ঘটনার বিষয়ে সিসিটিভি ইউনিটকে অনুরোধ করেছিলেন, যেখানে পুরুষ তার মহিলা সঙ্গীকে লাঞ্ছিত করেছিল। ডোমেস্টিক কমন অ্যাসল্টের জন্য পুরুষকে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সুরক্ষাঃ

- একটি ব্যস্ত স্ট্রিট মার্কেটে ছয় বছর বয়সী একটি ছেলে নিখোঁজ হলে সিসিটিভি টিমকে ফোন করা হয়। সিসিটিভি এলাকাটি স্ক্যান করেছে - রিপ্লেতে শিশুটিকে পাশের রাস্তায় যেতে দেখা যায়। পুলিশকে খবর দেয়া হয় এবং তারা শিশুটিকে খুঁজে বের করে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়।
- একটি পাব থেকে কল রিসিভ করা হয়। হাসপাতালের গাউন পরিহিত জনৈক ব্যক্তির আচরণ ছিলো আক্রমণাত্মক। সিসিটিভির মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ব্যক্তিটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘৃণামূলক অপরাধ মোকাবেলাঃ

- একটি হোস্টেলের রিপোর্টে সাড়া দেয়া হয়। একজন পুরুষ হোস্টেলের স্টাফ সদস্যদের সাথে বর্ণবাদী আচরণ করে। বর্ণনা দেওয়া হলে, সিসিটিভি এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করে এবং একটি পার্কে সন্দেহভাজন ব্যক্তি হাঁটছে বলে সনাক্ত কওে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। জাতিগতভাবে উত্তেজিত জনশৃঙ্খলা অপরাধের জন্য লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
- একজন ব্যক্তি একটি ক্যাফেতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এবং বর্ণবাদী মন্তব্য করছে। সিসিটিভিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পার্কের দিকে হেঁটে যেতে দেখা গেছে - পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতিগতভাবে উত্তেজিত জনশৃঙ্খলা অপরাধের জন্য পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গুরুতর সহিংসতা প্রতিরোধঃ

- একটি পার্কে মারামারির ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট হলে, সিসিটিভিতে একটি গ্রুপ শনাক্ত করে পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়। দলের দুই পুরুষ একটি আইটেম ফেলে দিয়ে পার্কের বাইরে চলে যায়। এই ফেলে দেওয়া আইটেমটি সম্পর্কে অফিসারদের সব ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। একটি ঝোপের ভিতর থেকে দুটি হাতুড়ি উদ্ধার করা হয়। একটি আক্রমণাত্মক অস্ত্র রাখার জন্য একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
- সিসিটিভিতে একজন পুরুষকে ছুরি সহ দেখা গেছে, পুরুষ অন্য ব্যক্তিদের সাথে দেখা করেছে যারা রাস্তায় জড়ো হয়েছিল এবং মাদক সেবন শুরু করেছিল। পুলিশকে তাদের অবস্থানের নির্দেশ পাঠালে একটি আক্রমণাত্মক অস্ত্র এবং একটি সম্পর্কহীন পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এএসবি এবং অপরাধের অন্তর্নিহিত কারণগুলি মোকাবেলা করাঃ

- বড় আকারের একটি গ্রুপ নাইট্রাস অক্সাইড গ্রহণকারী করছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে বলে টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসারদের অবহিত করা হয়। সিসিটিভিতে একটি গাড়িতে এক যুবক মাদক ও মদ্যপান করতে দেখা গেছে। সিসিটিভি টিম তথ্যটি পুলিশকে জানায়। বড় দলটি সরে যায় এবং মাদকের প্রভাব সত্বেও গাড়ি চালানোর জন্য গাড়িতে থাকা ব্যক্তিটিকে গ্রেফতার করা হয়।
- পুলিশ সন্দেহভাজনদের ধরতে ধাওয়া করলে সিসিটিভি টিম সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সনাক্ত করে এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের লাইভ তথ্য সরবরাহ করে। সন্দেহভাজনরা বিভক্ত হয়ে যায় এবং সিসিটিভি একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে একটি ফুলের পাত্রে কিছু লুকিয়ে থাকতে দেখে। পরে সেখানে প্রচুর পরিমাণে মাদক পাওয়া যায়। পুলিশকে খবর দিয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়। মাদক সরবরাহের উদ্দেশ্যে দখলে রাখার অভিযোগে দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সৈয়দ নুরুল হকের

হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্ত্রী, চার ছেলে, তিন মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের গ্রামের বাড়ি ছিল ওসমানী নগর উপজেলার ওরমপুর সৈয়দ বাড়ি। তাঁর পিতা ছিলেন সৈয়দ মুজিবুল হক ও নানা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ও বিখ্যাত জমিদার সৈয়দ ইয়াওর বখত ও সৈয়দ আফরোজ বখত।

গত ১০ই মে শুক্রবার মরহুম সৈয়দ নুরুল হক খসরু মিয়ার নামাজে জানাযা ইষ্ট লণ্ডন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় ও পরে চিগওয়েলের গার্ডেন অব পিস সিমেট্রিতে দাফন করা হয়। মরহুমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক ও কমিউনিটি সংগঠক কে এম আবুতাহের চৌধুরী, কেন্টিশ টাউন মসজিদের চেয়ারম্যান কাজী শহীদ, কেমব্রিজ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি শামীম আহমদ প্রমুখ ।

অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে এবার

বিক্ষোভ শুরু করেন কয়েক শ শিক্ষার্থী। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একগুচ্ছ দাবি উত্থাপন করা হয়। ইসরায়েলকে সব ধরনের অর্থায়ন বন্ধ, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিয়োগ নীতি সংস্কার, ইসরায়েলকে বর্জন, গাজায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণসহ এতে বেশ কিছু দাবি রয়েছে। অক্সফোর্ডের মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টোরি ও কেমব্রিজের কিংস কলেজের সামনে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। 'গাজায় গণহত্যা থামাও', 'ইসরায়েলকে সহযোগিতা বন্ধ করো'ড়এমন স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ফিলিস্তিনের পতাকা দেখা যায় শিক্ষার্থীদের হাতে। বিক্ষোভকারীদের কারও কারও মাথায় ছিল ঐতিহ্যবাহী কেফায়া (ফিলিস্তিনিরা সাদা-কালো যে স্কার্ফ পরেন)।

অক্সফোর্ড অ্যাকশন ফর ফিলিস্তিন ও কেমব্রিজ ফর ফিলিস্তিন এক যৌথ বিবৃতিতে ইসরায়েল সরকারকে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দেওয়া বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ফিলিস্তিনিদের জীবনের বিনিময়ে মুনাফা করতে পারে না অক্সব্রিজ (অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ)। ইসরায়েলের অপরাধ আড়াল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি গড়ে উঠতে পারে না।'

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের বিষয়ে সতর্ক করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। ক্যাম্পাসে ইহুদি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় আরও পদক্ষেপ নিতে উপাচার্যদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধ ও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের দাবিতে গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে দেশটির দেড় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ চলছে ইউরোপের অন্তত ১২টি দেশে। তবে দেশে দেশে শিক্ষার্থী বিক্ষোভ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ উপেক্ষা করে গাজার রাফায় স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা

ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন আয়ারল্যান্ডের ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিনের (টিসিডি) শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের দখলকৃত ভূখণ্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করে, এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্রুত সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

তবে টিসিডি ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট লাসজলো মোলনারফি এক বিবৃতিতে বলেছেন, টিসিডির সঙ্গে ইসরায়েলের বিদ্যমান সব সম্পর্ক ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

শিক্ষার্থীদের চলমান যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের মুখে ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ভাবছে স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দেশটির ৭৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে গঠিত একটি পরিচালনা পর্ষদ সিআরইউই গত বৃহস্পতিবার এ পরিকল্পনার কথা জানায়। সংগঠনটি দেশজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভেও সমর্থন দিয়েছে।

বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ, এরপরও ধরপাকড়

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চলমান বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হলেও কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করছে। আটক করেছে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে। সম্প্রতি এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা প্রজেক্ট নামের একটি অলাভজনক মার্কিন প্রতিষ্ঠান গবেষণাটি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, গত ১৭ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হওয়া ৫৫৩টি বিক্ষোভ বিশ্লেষণ করেছে তারা। দেখা গেছে, এর মধ্যে ৯৭ শতাংশ বিক্ষোভ ছিল একেবারে শান্তিপূর্ণ। এরপরও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আড়াই হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে আটক করেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, শান্তিপূর্ণ হওয়ার পরও বিক্ষোভে পুলিশের বাধা দেওয়ার অন্তত ৭০টি ঘটনা ঘটেছে। বাধা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একসঙ্গে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে, গত ১৭ এপ্রিল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ শুরুর পর থেকে ৩ মে পর্যন্ত অর্ধশতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২ হাজার ৬০০ জনের বেশি শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে তাঁবু গুঁড়িয়ে দেওয়া, রাসায়নিকের ব্যবহার, লাঠিপেটাসহ নানাভাবে বল প্রয়োগ করেছে।

অপরাধবিজ্ঞানীরা বলছেন, বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করার জন্যই মূলত বল প্রয়োগ করছে পুলিশ।

গাজায় নিহতের ৫৬ শতাংশ নারী ও

থেকে ইসরাইলি লাগাতার হামলায় এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫ হাজার ১৭৩ ফিলিস্তিনি। গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত গাজায় নিহতদের মধ্যে প্রায় ২৫ হাজার জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৪০ শতাংশ পুরুষ, ২০ শতাংশ নারী এবং ৩২ শতাংশ শিশু এবং ৮ শতাংশ বয়স্ক মানুষ রয়েছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যে আশ্বাস দিলেন

ডিপার্টমেন্টের সাউথ এন্ড সেন্ট্রাল এশিয়ান এফেয়ার্স ব্যুরোর এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু।

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা উইংয়ের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদুল আলম, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরের কর্মকর্তা ও সফররত দলের সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠনের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তার চিঠিতে দু'দেশের সম্পর্ককে উচ্চতর ভিন্নমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। সেই অভিপ্রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু বাংলাদেশ সফরে এসেছেন।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক খুবই চমৎকার। আমাদের বহুমাত্রিক সহযোগিতার ক্ষেত্র রয়েছে। একইসাথে গত ৫৩ বছরের আমাদের অভিযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে সফরে আসা মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু'কে ধন্যবাদ জানিয়েছি।'

এ সময় বাণিজ্য-বিনিয়োগ বিষয়ে আলোচনার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, একক দেশ হিসেবে আমাদের রফতানির সবচেয়ে বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী দেশও যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে নির্মীয়মাণ ৪০টি আইটি ভিলেজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ডোনাল্ড লু-কে অনুরোধ জানিয়েছি, কিছু বিনিয়োগ তারা এরইমধ্যে করেছে।

তিনি বলেন, 'ডোনাল্ড লু বলেছেন আমাদের ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য আগে যে 'জিএসপি' সুবিধা আমরা পেতাম এখন পাই না, সেটি তারা ফিরিয়ে দিতে চায়। সেজন্য আমাদের লেবার পলিসিটা একটু রিভিউ করতে হবে, যেটি আমরা রিভিউ করছি। সেটি নিয়ে গতকাল আইনমন্ত্রীর সাথে তার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, 'ডোনাল্ড লু জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করার জন্য তাদের ডেভলপমেন্ট ফাইন্যান্স করপোরেশন (ডিএফসি) থেকে বাংলাদেশকে অর্থায়ন করতে চায়। একই সাথে আমাদের ট্যাক্স সিস্টেমকে আধুনিক করার জন্য সহায়তা করতে চায়। ট্যাক্স ফাঁকি রোধে ট্যাক্স কালেকশনের ক্ষেত্রে তারা আমাদের সহায়তা করতে চায়। এলডিসি বা নিম্ন থেকে মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাতেও তাদের সহায়তা চেয়েছি। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক বিস্তৃত করার জন্য তারা বাংলাদেশের পাশে থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত আনার বিষয়ে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি। তারা জানিয়েছেন, বিষয়টি মার্কিন বিচার বিভাগের আওতাভুক্ত। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য বিভাগগুলোর হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের বিচার বিভাগের সাথে বাংলাদেশ দূতাবাসের যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বিচার বিভাগের সম্মতি আনয়নের কাজ এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের পরই সবচেয়ে বেশি ত্রাণ সহায়তা দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছি উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'লু জানিয়েছেন, তিনি এ সহায়তা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা

ইমাম আবশ্যক

ফজরের নামাজের জন্য একজন হাফিজ ইমাম আবশ্যক।
আগ্রহী প্রার্থীকে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো।

Abdul Mumin
Poplar Central Mosque
253E East India Dock Road
E14 0EG
Mobile: 07947 528 370

কোরআনে মানুষের যেসব স্বভাব পরিহারের নির্দেশনা

মো. আবদুল মজিদ মোল্লা

মানবজাতিকে সুপথের দিশা দিতে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি মানুষের ভালো স্বভাব উল্লেখ করে তা অনুসরণ করতে এবং মন্দ স্বভাব বর্ণনা করে তা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মানুষের এমন কয়েকটি মন্দ স্বভাব উল্লেখ করা হলো।

১. মূর্খতা : মানুষের অজ্ঞতা ও মূর্খতা নিন্দনীয়।

ইসলাম মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে বলেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হলো। কিন্তু মানুষ তা বহন করল; সে অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৭২)

২. শয়তানের ফাঁদে পা দেওয়া : কোরআন ও হাদিসে অসংখ্যবার সতর্ক করার পরও মানুষ শয়তানের ফাঁদে পা দেয়, যা তার ইহকালীন ও পরকালীন বিপদের কারণ।

ইরশাদ হয়েছে, 'আমাকে সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার কাছে উপদেশ পৌঁছানোর পর। শয়তান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।' (সুরা : ফোরকান, আয়াত : ২৯)

৩. অকৃতজ্ঞতা : মানুষ তার স্রষ্টা ও তার উপকারী বন্ধুর প্রতি অকৃতজ্ঞ, যা নিন্দনীয়। আল্লাহ বলেন, 'তিনি তোমাদের দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা থেকে।

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ।' (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৩৪)

৪. তর্কপ্রিয় : ঝগড়া-বিবাদ ও কুতর্কে লিপ্ত হওয়া মানুষের মন্দ স্বভা, যা পরিহার করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষের জন্য এই কোরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ বেশির ভাগ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।' (সুরা : কাহফ, আয়াত : ৫৪)

৫. ত্বরাপ্রবণ : তাড়াহুড়া করা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ তাড়াহুড়া পছন্দ করেন না। ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শিগগিরই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব। সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বোলো না।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৩৭)

৬. মানসিক অস্থিরতা : মানসিক অস্থিরতা মানুষের একটি মন্দ স্বভাব। কেননা মানসিকভাবে অস্থির ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে।' (সুরা : মাআরিজ, আয়াত : ১৯)

৭. হতাশাগ্রস্ত হওয়া : কোরআনের দৃষ্টিতে হতাশা পরিহারযোগ্য মন্দ স্বভাব। কোরআনে মানুষের এই স্বভাবের নিন্দা করে বলা হয়েছে, 'যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ।' (সুরা : মাআরিজ, আয়াত : ২০-২১)

৮. অনুগ্রহ উপেক্ষা করা : আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বিমুখ হওয়া নিন্দনীয়। বিমুখ হওয়ার অর্থ হলো অনাগ্রহ দেখানো ও যথাযথ মূল্যায়ন না করা। আল্লাহ বলেন, 'আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়। আর তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে যায়।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৮৩)

৯. মিথ্যাচার : মিথ্যাচার জঘন্যতম পাপ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ মিথ্যাকে শিরকের পরে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যাকথন থেকে।' (সুরা : হজ, আয়াত : ৩০)

১০. সম্মান ও সম্পদের মোহ : সম্মান ও সম্পদের মোহ বহু পাপের কারণ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে অপর কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা কোরো না।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩২)

১১. আল্লাহকে ভুলে থাকা : মহান স্রষ্টা আল্লাহকে ভুলে থাকা নিন্দনীয়। কোরআনে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলা হয়েছে, 'মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি, যখন সে কিছুই ছিল না?' (সুরা : মারিয়াম, আয়াত : ৬৬-৬৭)

১২. মৃত্যুকে ভুলে থাকা : মানুষ পার্থিব জীবনে এমনভাবে চলাফেরা করে, যেন কোনো দিন তার মৃত্যু হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমার আগে কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি, সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যানীত হবে।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৩৫)

১৩. পরকালকে ভুলে থাকা : মৃত্যু-পরবর্তী জীবন ও পরকালীন জবাবদিহি ভুলে থাকা মানুষের একটি মন্দ স্বভাব। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষ কি মনে করে যে তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে?' (সুরা : কিয়ামাহ, আয়াত : ৩৬)

১৪. অপব্যয় ও অপচয় : অনুরূপ অপব্যয় ও অপচয় দূষণীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা খাও ও পান করো, কিন্তু অপব্যয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)

১৫. নিজেকে অমুখাপেক্ষী ভাবা : মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কিন্তু বহু মানুষ নিজেকে অমুখাপেক্ষী ভাবে। তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, 'বস্তুত মানুষ সীমালঙ্ঘন করেই থাকে। কেননা সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।' (সুরা : আলাক, আয়াত : ৬-৮)

১৬. কৃপণতা : কৃপণতা মানুষের অতিশয় নিন্দনীয় স্বভাব। পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে কৃপণতার নিন্দা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে (সম্পদে) যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে, এটা তাদের জন্য ভালো কিছু, বরং এটা তাদের পক্ষে অতি মন্দ।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৮০)

১৭. অহংকার : অহংকার বা আত্মম্ভরিতা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম স্বভাব। আল্লাহ অহংকার অপছন্দ করেন এবং তা মানুষের পতন ডেকে আনে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ কোনো উদ্ধত-অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সুরা : লুকমান, আয়াত : ১৮)

১৮. ক্রোধ ও রাগ : অনিয়ন্ত্রিত রাগ মানুষের হিতাহিত জ্ঞান কেড়ে নেয় এবং অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেন, 'যখন তারা ক্রোধান্বিত হয়, তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।' (সুরা : আশ-শুরা, আয়াত : ৩৭)

১৯. হিংসা-বিদ্বেষ : ইসলামের দৃষ্টিতে হিংসা একটি মানসিক ব্যাধি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ হিংসা থেকে পানাহ চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যখন সে হিংসা করে।' (সুরা : ফালাক, আয়াত : ৫)

২০. আত্মগৌরব : আত্মপ্রশংসা ও আত্মগৌরব মানুষকে বাস্তবতা বিমুখ করে। ইসলাম আত্মগৌরব থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আত্মপ্রশংসা কোরো না, কে আল্লাহভীরু এ সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।' (সুরা : নাজম, আয়াত : ৩২)

আল্লাহ সবাইকে মন্দ স্বভাব পরিহারের তাওফিক দিন। আমিন।

হজের যত নিয়মকানুন

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

হজ ইসলামের মৌলিক পাঁচ ভিত্তির অন্যতম। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান নারী-পুরুষের ওপর হজ ফরজ। কোরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর তরফ থেকে সেসব মানুষের জন্য হজ ফরজ, যারা তা আদায়ের সামর্থ্য রাখে (সুরা আলে ইমরান; আয়াত: ৯৭)।'

হজের প্রকারভেদ

সম্পাদন পদ্ধতি অনুসারে হজ তিন প্রকার: (১) ইফরাদ, (২) কিরান ও (৩) তামাত্তু। শুধু হজের ইহরামের নিয়ত করে তা সম্পন্ন করলে একে 'ইফরাদ হজ' বা একক হজ বলা হয়। ইফরাদ হজ পালনের জন্য ঢাকা থেকে শুধু হজের ইহরামের নিয়ত করে মক্কায় পৌঁছার পর তাওয়াফ ও সায়ি করে ইহরাম না ছেড়ে ১০ জিলহজ হজ সম্পাদন হওয়ার পর ইহরাম ছাড়তে হবে।

একই ইহরামে হজ ও ওমরাহ একত্রে সম্পন্ন করলে তাকে 'কিরান হজ' বা যৌথ হজ বলা হয়। একত্রে ইহরামের নিয়ত করে মক্কায় পৌঁছার পর প্রথমে ওমরাহর তাওয়াফ ও সায়ি করে ইহরাম না ছেড়ে সেই ইহরামেই হজ সম্পাদন করে ১০ জিলহজ ইহরাম ছাড়তে হবে। একই সফরে প্রথমে ওমরাহর ইহরামের নিয়ত করে, তা সম্পন্নপূর্বক হজের জন্য নতুন করে ইহরামের নিয়ত করে তা সম্পাদন করাকে 'তামাত্তু হজ' বা সুবিধাজনক হজ বলা হয়। বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ হাজি তামাত্তু হজ করে থাকেন। তামাত্তু হজের ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে শুধু ওমরাহর ইহরামের নিয়ত করে মক্কা শরিফ পৌঁছে তাওয়াফ ও সায়ি করে চুল কেটে বা মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম সমাপ্ত করতে হবে। এরপর ৭ জিলহজ হজের জন্য নতুন করে ইহরামের নিয়ত করে ১০ জিলহজ তা সমাপ্ত করতে হবে।

কিরান ও তামাত্তু হজে দমে শোকর বা কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব। অন্যথা ১০টি রোজা পালন করতে হবে, এর মধ্যে অন্তত তিনটি রাখতে হবে হজকালীন মক্কায়, তবে হজের বা আরাফাতের দিন ও কোরবানির ঈদের দিন ব্যতীত অন্য দিনগুলোতে।

হজের ফরজসমূহ

হজের ফরজ তিনটি: ১. ইরামের নিয়ত বা ইচ্ছা করা, ২. অকুফে আরাফা করা, ৯ জিলহজ জোহর থেকে ১০ জিলহজ ফজরের আগপর্যন্ত যেকোনো সময় আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা, ৩. তাওয়াফে জিয়ারত করা, ১০ জিলহজ ভোর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত যেকোনো সময় কাবাঘর তাওয়াফ বা সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

হজের ওয়াজিবসমূহ

হজের ওয়াজিব সাতটি: ১. আরাফা থেকে মিনায় ফেরার পথে মুজদালিফা নামের স্থানে ১০ জিলহজ ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছু সময় অবস্থান করা, ২. সাফা ও মারওয়া সায়ি করা বা দৌড়ানো, ৩. রমিয়ে জিমার বা ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ জামারায় শয়তানকে পাথর মারা, ৪. তামাত্তু ও কিরান হজে দমে শোকর বা কোরবানি করা, ৫. মাথার চুল মুড়িয়ে বা কেটে ইহরাম সমাপ্ত করা, ৬. বিদায়ী তাওয়াফ করা; ৭. মদিনা শরিফ রওজাতুন নবী (সা.) জিয়ারত করা। (আসান ফিকাহ, ইউসুফ ইসলাহি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫১)

হজের সুন্নতসমূহ

হজের সুন্নত ১০টি: ১. তাওয়াফে কুদুম বা প্রথম তাওয়াফ করা (ইফরাদ ও কিরান হজকারীর জন্য)। ২. তাওয়াফের সময় রমল করা (প্রথম তিন চক্কর সৈনিকের মতো বীরদর্পে চলা)। ৩. খলিফা অথবা তাঁর প্রতিনিধি তিন দিন তিন স্থানে খুতবা প্রদান করা বা ভাষণ দেওয়া। (৭ জিলহজ কাবা শরিফের হারাম শরিফে, ৯ জিলহজ আরাফায় মসজিদে নামিরাতে, ১১ জিলহজ মিনাতে।) ৪. আট জিলহজ মক্কা শরিফ থেকে মিনাতে গিয়ে জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা এবং রাতে সেখানে অবস্থান করা। ৫. ৯ জিলহজ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতের দিকে রওনা হওয়া। ৬. অকুফে আরাফা বা আরাফাতে অবস্থানের জন্য সকালে (দুপুরের পূর্বে) গোসল করা। ৭. ৯ জিলহজ আরাফাতে অবস্থান করে সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার দিকে রওনা করা। ৯. ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ মিনাতে রাত যাপন করা। ১০. মিনা থেকে মক্কা শরিফ প্রত্যাবর্তনের সময় 'মুহাচ্ছার' নামের জায়গায় কিছু সময় অবস্থান করা।

হজের ইহরাম বাধার নিয়মকানুন

পোস্ট ডেস্ক : হজ শব্দটি আরবি। এর অর্থ নিয়ত করা, সংকল্প করা, গমন করা, ইচ্ছে করা, প্রতিজ্ঞা করা। ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায়- নির্দিষ্ট দিনে নিয়তসহ ইহরামরত অবস্থায় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা এবং বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করাই হচ্ছে হজ।

হজের ফরজ ৩টি- তার মধ্যে ইহরাম বাধা একটি। ইহরাম হলো হজের প্রথম রুকন। হজ করার জন্য প্রথমেই ইহরাম বেধে নিতে হয়।

ইহরাম বাধার আগেই গোঁফ, বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, গোসল করে পাক হয়ে যাওয়া আবশ্যক। এমনকি ঋতুবর্তী নারীদেরও এ সময় গোসল করা মুস্তাহাব। সুগন্ধি ব্যবহার করাও মুস্তাহাব।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহরাম বাধার আগে তাকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম। (বুখারি, মসুলিম, হিদায়া) তবে ইহরাম বাধার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ।

ইহরাম বাধার নিয়ম

১. প্রথমেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা। গোসল করা সম্ভব না হলে ওজু করা। চুল কাটার প্রয়োজন না হলে চিরুনি দিয়ে চুলগুলো পরিপাটি করে নেওয়া।

২. গোসলের পর সেলাইবিহীন দুটি কাপড় পরিধান করা। একটি হলো- লুঙ্গি (ইজার) হিসেবে এবং অন্যটি চাদর (লেফাফা) হিসেবে।

৩. মীকাতের নির্ধারিত স্থানে অথবা নির্ধারিত স্থানের আগেই ইহরামের নিয়তে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করা। নামাজের প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহা পর সুরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব। (নামাজের সময় মাথায় টুপি থাকবে, নামাজ শেষে নিয়তের আগেই টুপি খুলে ফেলা)

৪. ইহরামের নিয়ত করা। যদি ওমরা জন্য ইহরাম হয় তাহলে বলবেন- 'লাব্বাইক ওমরাতান' আর যদি ইহরাম হজের জন্য হয় তাহলে বলবেন- 'লাব্বাইক হাজ্জান'

ইহরামের নিয়তের পর পরই উচ্চস্বরে ৩ বার তালবিয়া পাঠ করা।

'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইক, লা-শারিকা-লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলক। লা শারিকা লাকা।'

তিনবার তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে ইহরাম বাধার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তখন থেকে ইহরামকারীর জন্য হজ ও ওমরার কার্যক্রম ছাড়া স্বাভাবিক সময়ের বৈধ কাজও হারাম হয়ে যায়।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৭.০৫.২৪ শুক্রবার	4:23	5:38	01:45	6:00	8:26	09:45
১৮.০৫.২৪ শনিবার	4:20	5:36	01:30	6:01	8:28	10:00
১৯.০৫.২৪ রবিবার	4:18	5:34	01:30	6:02	8:30	10:00
২০.০৫.২৪ সোমবার	4:17	5:33	01:30	6:03	8:31	10:00
২১.০৫.২৪ মঙ্গলবার	4:14	5:31	01:30	6:02	8:33	10:00
২২.০৫.২৪ বুধবার	4:11	5:29	01:30	6:05	8:35	10:00
২৩.০৫.২৪ বৃহস্পতিবার	4:09	5:27	01:30	6:06	8:36	10:00

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ব্রাদার্সকে দেখার কেউ নেই

পোস্ট ডেস্ক : দেশের ফুটবলের ঐতিহ্যবাহী ব্রাদার্স ইউনিয়নকে দেখার কেউ নেই। কর্মকর্তারা ক্লাব টেন্ট ছেড়ে দিয়েছেন। তারা কেউ ব্রাদার্সের প্রতি আগ্রহ দেখান না। কর্মকর্তারা পরস্পরের দোষারোপ করছেন, টাকা দেওয়ার কেউ নেই। ভরসা ছিল বসুন্ধরা কিংস। সেই ক্লাব থেকে গত মৌসুমে বড় অঙ্কের টাকা পেয়েছিল ব্রাদার্স। সেই টাকায় বিসিএল থেকে বিপিএলে উঠে এসেছিল। ক্লাবের ঐতিহ্য আর কর্মকর্তাদের সম্মান বাঁচাতে নতুন করে ঝেড়ে উঠবেন নীতি-নির্ধারকরা। উলটো তারা ঝিমিয়ে গেলেন। ভালো দল গড়তে টাকা লাগবে, টাকার কথা শুনলে পিছিয়ে যান কর্তারা। এবারও বসুন্ধরা কিছু তরুণ ফুটবলার দিয়েছে, তারা খেলছে বিনা টাকায়, বাফুফের এলিট একাডেমির নেওয়া পাঁচ ফুটবলার খেলছেন, সেখানেও টাকা লাগেনি। বাদ বাকি যারা পারিশ্রমিক চেয়ে না পেয়ে নিজ উদ্যোগে দল ছেড়েছেন।

ওতাবেক ছিলেন, তিনি প্রথম পর্বেই বিদায় নিয়েছেন, আরও এক জন বিদেশি ছিলেন, তিনিও চলে গেছেন যোগ্য পারিশ্রমিক না পেয়ে। এছাড়াও দেশি একাধিক ফুটবলারও ব্রাদার্স ছেড়ে চলে গেছেন। আফসোস নেই কর্মকর্তাদের। এখন যারা রয়েছেন তারা নিজেরাই বলছেন, কোনো পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। তাদের মতে ক্লাব নীতি-নির্ধারকরা চাইছেন বিনা টাকায় খেলাবেন। ক্লাবের ডাইরেক্টর ইনচার্জ মহিউদ্দিন আহমেদ মহি ক্লাব ছেড়ে দিয়েছেন। ক্লাবে আসতে বললেও আসেন না। বাফুফে সহসভাপতি মহি। বাফুফের সভায় কণ্ঠ সোচ্চার করছেন, বিওএতে আছেন, সেখানেও নিয়মিত থাকছেন সভায়।

কিন্তু ব্রাদার্সে আসতে বললে তার আগ্রহ থাকে না বলে ব্রাদার্সের লোকজনের দাবি। মহি নাকি অনেক বারই পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু করেননি। ক্লাবের সভাপতি নজরুল ইসলাম নাকি খবরও রাখেন না। দুই জনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে গেছে। তাহলে ক্লাবের অভিভাবকটা কে। গাম্বিয়ান কোচ ওমর সিসে মাঠে থাকছেন, খেলোয়াড়দের কাছ থেকে জানা গেল, ক্লাবের ভেতরে নামাজ পড়ান ফারুক। তিনি ক্লাবের পুরো দেখভাল করেন, অনুশীলন দেখতে যান। কখনো কখনো কোচের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে অংশ নেন। কীভাবে ফুটবল খেলতে হবে, সেটি নিয়েও খেলোয়াড়দের পরামর্শ দেন।

ব্রাদার্সের ফুটবল কমিটি আছে। একদিনও তারা সভা করেনি। কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়েছিল। তবু কমিটি তাদের কাজ নিয়ে বসেনি। ব্রাদার্সের সদস্য মহিদুল মিরাজের কথা, 'দলের এই সংকট মুহূর্তে ব্রাদার্সের সদস্য হিসেবে কষ্ট আমারও আছে। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, সদস্য হিসেবে আমিও দায় এড়াতে পারি না। তবে সত্য কথা হচ্ছে, যারা মূল দায়িত্বে আছেন, তারা কি প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে একবার পরিকল্পনা করেছিলেন? একটা দল খেলবে, ন্যূনতম পরিকল্পনা থাকা দরকার। আমি তো দেখছি না, কোনো পরিকল্পনা ছিল। ব্রাদার্সের মতো ঐতিহ্যবাহী ফুটবল দল, খেলবে লিগের বড় আসরে। অথচ সেটা নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকবে না, তাহলে এমন দলের অবনমন হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।' মিরাজ বলেন, 'শুনতেছি খেলোয়াড়রা পারিশ্রমিক পান না। পৃথিবীতে কি এই নিয়ম আছে যে, আপনি খেলাবেন কিন্তু টাকা লাগবে না। কম-বেশি দিতেই হবে।'

পিএসজি ছাড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন এমবাপ্পে

পোস্ট ডেস্ক : কিলিয়ান এমবাপ্পে পিএসজি ছাড়ছেন, গত কয়েক মৌসুম ধরে চলা টানা গুঞ্জন এটি। তবে গত ফেব্রুয়ারিতে পিএসজি ছাড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি নিজে। এবার সেটারই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিওতে তিনি এই ঘোষণা দেন। তবে রিয়ালে খেলার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে কিনা, ভিডিওতে সেটা বলেননি এমবাপ্পে।

শুক্রবার পোস্ট করা ভিডিওতে রোববার তুলুজের বিপক্ষে ম্যাচটিই পিএসজির জার্সিতে শেষ ম্যাচ হবে বলে জানান এমবাপ্পে। ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার বলেন, 'আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই, পিএসজির হয়ে এটিই ছিল আমার শেষ মৌসুম। আমি আর মেয়াদ বাড়াচ্ছি না, এই যাত্রা আসছে কয়েক সপ্তাহেই শেষ হতে যাচ্ছে। রোববার পার্ক দে প্রিন্সেসে আমার শেষ ম্যাচ খেলব।'

২০১৭ সালে মোনাকো ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন এমবাপ্পে। সাত বছর ধরে পিএসজির হয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে তিনি।

গোল করে এবং করিয়ে পিএসজির জার্সিতে নিজেকে বিশ্বেরা সেরাদের একজন বানিয়েছেন এমবাপ্পে।

পিএসজির হয়ে সব প্রতিযোগোতা মিলিয়ে ৩০৬ ম্যাচে ২৫৫ গোল করেছেন ২০২২ বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জয়ী এই ফরোয়ার্ড। এছাড়া ১০৮টি গোল করিয়েছেন তিনি।

চলতি মৌসুমে এরই মধ্যে লিগ ওয়ান জিতেছে পিএসজি। গত ১২ মৌসুমে এটি তাদের দশম শিরোপা। এর মধ্যে এমবাপ্পে জিতেছেন ছয়বার। তবে পিএসজির হয়ে অন্য সব ট্রফি জিতলেও চ্যাম্পিয়নস লীগ জেতা হয়নি এমবাপ্পের। চলতি মৌসুমে সেমিফাইনালে উঠলেও বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে দুই লেগেই ১-০ গোলে হেরে আসর থেকে ছিটকে যায় পিএসজি। চ্যাম্পিয়ন লীগে এমবাপ্পের সর্বোচ্চ সাফল্য ২০১৯-২০ মৌসুমে ফাইনাল খেলা।

গত কয়েক মৌসুম ধরে এমবাপ্পের পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের নামই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। ২০২১-২২ মৌসুমে যখন মনে হচ্ছিল, এমবাপ্পের পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যাওয়া সময়ের ব্যাপার, তখনই ঘটনায় আসে নতুন মোড়। তার রিয়ালে যাওয়া ঠেকাতে নাক গলান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। গত দলবদলেও যেমন চুক্তি নবায়ন নিয়ে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছিল এমবাপ্পে ও পিএসজি।প্রাক্তন মৌসুম সফর থেকে বাদ দেওয়ার পাশাপাশি চুক্তি নবায়ন না করলে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার হুমকিও দেয় প্যারিসের ক্লাবটি।

তবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই ভিডিওতে কিছুই বলেননি এমবাপ্পে। যদিও একাধিক ইউরোপিয়ান গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এমবাপ্পের রিয়ালে যাওয়ার শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই বাকি।

রেকর্ড গড়া ৮২ গোল খেয়ে যা বললেন ম্যানইউ কোচ

পোস্ট ডেস্ক : আরও একটি হার, আরও একবার চোটের সমস্যাকে টেনে আনলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগ। আর্সেনালের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারে রেড ডেভিলরা। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এটি তাদের নবম হার, ঘরের মাঠে যৌথভাবে যা তাদের সর্বোচ্চ। আর এবার সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তারা হজম করেছে ৮২ গোল, ১৯৭০-৭১ মৌসুমের পর যা তাদের সর্বোচ্চ। এই সবকিছুর জন্য একের পর এক খেলোয়াড়ের চোটকে দায়ী করেন টেন হাগ। অন্তত ছয় ডিফেন্ডার চোটের জন্য বাইরে আছেন। সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার কাসেমিরো খেলছেন

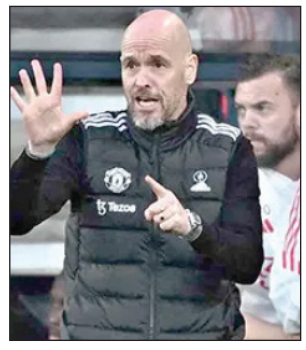

সেন্টার-ব্যাক হিসেবে। প্লেমেকার ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ডকেও চোটের জন্য পাচ্ছে না তারা। ক্লাবের ওয়েবসাইটে এ নিয়ে টেন হাগ বলেন, 'আমি জানি না, আমাদের সব খেলোয়াড় ফিট থাকলে আমাদের কোথায় থাকা উচিত।

তবে অবশ্যই সব খেলোয়াড়কে পাওয়া গেলে আমরা আরও বেশি পয়েন্ট পেতাম।' তিনি বলেন, 'অবশ্যই তখন আরও ধারাবাহিকতা থাকত। বিশেষ করে রক্ষণে।

কারণ, এখন আমরা অনেক সুযোগ দিচ্ছি, অনেক গোল হচ্ছে এবং গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লীগে আমরাই সবচেয়ে বেশি ম্যাচে জাল অক্ষত রাখতে পেরেছিলাম।' ৩৬ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে আছে ইউনাইটেড। চ্যাম্পিয়নস লীগ আর ইউরোপা লীগে খেলার আশা আগেই শেষ হয়েছে। এখন কনফারেন্স লীগে খেলার সম্ভাবনাও শেষের পথে। ঘরের মাঠে বুধবার পরের ম্যাচে ষষ্ঠ স্থানে থাকা নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে তারা।

মেসিদের লিগ শক্তিশালী করার টোটকা দিল ফিফা

পোস্ট ডেস্ক : ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো মুখ খুলেছেন লিওনেল মেসিদের টুর্নামেন্ট মেজর লিগ সকার (এমএলএস) নিয়ে। দিয়েছেন শক্তিশালী করার টোটকা। তার মতে, মার্কিন এই টুর্নামেন্টকে বড় করতে চাইলে শীর্ষস্তরের ফুটবলারদের নিয়ে ভাবতে হবে, তাদের দলে টানতে হবে। তাহলেই জনপ্রিয়তা বাড়বে।

সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে মিলকেন ইনস্টিটিউট গোবাল কনফারেন্সে অংশ নিয়ে ইনফান্তিনো বলেছেন, 'এখানে সেরা খেলোয়াড়দের আকর্ষণ করতে হবে। এখানে কি একজন দুর্দান্ত আমেরিকান ফুটবল খেলোয়াড় আছে? আমরা তাদের সেরা হিসেবে দেখতে চাই। তাদের সেরা হিসেবে গড়ে

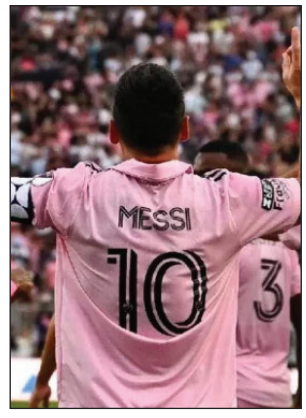

তোলার জন্য টুর্নামেন্টকেও শক্তিশালী করতে হবে। সেরা খেলোয়াড়েরা যখন এখানে আসবে, তখন এখানকার ফুটবলারদের দর্শনে পরিবর্তন আসবে।'

ফিফা সভাপতি আরো বলেছেন, 'ফুটবলারদের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এখানকার বাচ্চারা বাস্কেটবল, আমেরিকান ফুটবল, বেসবল ও আইস হকি দেখে বড় হয়। ফুটবল খেলাটি তাদের মধ্যে এখনো জনপ্রিয় হয়নি। ইউরোপে গেলে যেমনটি দেখতে পাই, সেটি এখানে নেই। বাচ্চাদের মধ্যে ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে হবে। তারা যখন সেরা ফুটবলারদের দেখবে তখন তারা স্কুলে থাকাকালীন কিংবা খুব অল্প বয়স থেকেই ফুটবলের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।'

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। গেল বছরের জুনে মেসি এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পরেই নবজাগরণ ঘটে আমেরিকার ফুটবলে। দর্শক মাঠে এসে খেলা দেখতে শুরু করেন, নতুন করে পরিচিত হন ফুটবলের সঙ্গে। অনেকের আগ্রহের জায়গায় তালিকা করে নেয় এই খেলা। অন্যদিকে মেসির পথ ধরে লুইস সুয়ারেজ, সার্জিও বুসকেটস, জর্ডি আলবার মতো তারকারাও পাড়ি জমিয়েছেন সেখানে।

এই পথ যে আরো প্রশস্ত হবে, সেটি ফিফা সভাপতির কথার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে। বিশ্বকাপজয়ী তারকার জাদুতে বুঁদ হয়ে রয়েছে গোটা আমেরিকা। রীতিমতো বিপ্লব ঘটানো এই রাস্তায় এখন কেবল এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য। সামনে কোপা আমেরিকা রয়েছে। এরপর কানাডা ও মেক্সিকোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও গড়াবে বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্ট। তাতে দেশটিতে ফুটবলের আরো একটি জোয়ার আসতে চলেছে।

বাংলাদেশে শুরু বাংলাদেশেই শেষ

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছিল জিম্বাবুয়ের ব্যাটার শন উইলিয়ামসের। সেই বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলেই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণকে বিদায় জানালেন জিম্বাবুয়ের অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার।

ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রোববার বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টির পরপরই টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন উইলিয়ামস। তবে বাকি দুই ওয়ানডে ও টেস্ট খেলা চালিয়ে যাবেন ৩৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

২০০৬ সালের ২৮ নভেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয় উইলিয়ামসের। জিম্বাবুয়ের হয়ে ৮১টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন এই ব্যাটার। ১১ ফিফটিতে ২৩.৪৮ গড় ও ১২৬.৩৮ স্ট্রাইক রেটে ১৬৯১ রান করেছেন উইলিয়ামস।

বাজেট হতে হবে আরো সংবেদনশীল

ড. আতিউর রহমান

অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের অর্থনীতি এই সময়টায় দারুণ সব চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে বাইরের এবং ভেতরের কারণগুলো যুগপৎ কাজ করছে। শুধু বিদেশিদের দায়ী না করে একই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামোগত সমস্যাগুলোর উৎসও চিহ্নিত করার দরকার রয়েছে। তার মানে এই নয় যে বিশ্ব অর্থনৈতিক অস্থিরতা, হালের ইরান-ইসরায়েল সমরাস্ত্রের ঝনঝনানিসহ নানামুখী ভূ-রাজনৈতিক সংকটকে খাটো করে দেখব।

আমাদের অর্থনীতি এখন অনেকটাই 'গোবালাইজড'। তাই বিশ্বায়নের সমকালীন চাপ ও তাপের প্রভাব তো পড়বেই। এমনই এক জটিল প্রেক্ষাপটে আগামী মাসে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হবে মহান জাতীয় সংসদে। নতুন সরকারের এটাই প্রথম বাজেট।

সব মিলিয়েই একে ঘিরে মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে গত ১৫ বছরে যে ধরনের প্রবৃদ্ধির গতি দেখতে আমরা অভ্যস্ত, তার ক্ষেত্রে একটু ছাড় দিয়ে হলেও বাস্তবতার নিরিখে বেশ খানিকটা সংকোচনমুখী বাজেটের দিকেই সরকার হাঁটবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। সেটাই প্রত্যাশিত।

কাটছাঁটের বাজেট হলেও জনগণের অর্থনৈতিক সুরক্ষার প্রতি মনোযোগ কমিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।

তাই সামষ্টিক অর্থনীতির রক্ষাকবচ কৃষি খাতে সরকারি বিনিয়োগ যেন বাধা না পড়ে এবং কৃষির উপকরণের ক্ষেত্রে দেয় ভর্তুকি সম্ভব হলে আরো বাড়ানোর জন্য বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ বহাল রাখা একান্ত জরুরি। পাশাপাশি বাজেটে সংকোচনমুখিতা যেন রপ্তানিমুখী শিল্প, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে, সেদিকগুলোতেও সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখা চাই। সর্বোপরি মূল্যস্ফীতির কারণে জনজীবন যে বেশ খানিকটা চাপের মুখে আছে, সেদিকটাও খেয়াল রাখতে হচ্ছে বাজেট প্রণেতাদের। পরিসংখ্যান ব্যুরো দুই অঙ্কের কাছাকাছি মূল্যস্ফীতির কথা বললেও বিআইডিএসের সর্বশেষ মাঠজরিপের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৫ শতাংশেরও বেশি হতে পারে। কাজেই মূল্যস্ফীতির এই চাপ থেকে জনগণকে, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতনির্ভর নিম্ন আয় শ্রেণির পরিবারগুলোকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দ আরো বলশালী করা দরকার।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণে সংকোচনমুখী বাজেট করার সময় তাই বাজেট প্রণেতাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রবাসমুখী শ্রমিকসহ সবার দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো খাতগুলোর প্রতি অবশ্যই বেশি করে সংবেদনশীল থাকতে হবে। দেড় দশক ধরেই আমাদের বাজেট প্রণেতারা গণমুখী বাজেট প্রণয়নে যে ধারাবাহিকতা দেখিয়ে চলেছেন, তাতে এ খাতগুলোর দিকে বাজেট প্রণেতারা যে সংবেদনশীল থাকবেন, তেমনটা আমরা আশা করতেই পারি।

তবে এ কথাটাও মানতে হবে যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং জনগণের অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা কেবল বাজেট বা রাজস্বনীতি দিয়ে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে মুদ্রানীতির ভূমিকাটাও অনস্বীকার্য। সে বিচারে আসছে অর্থবছরের বাজেট পেশের আগে আগে রিজার্ভ ক্ষয়রোধ ও সামাষ্টিক-অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে যে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি ছিল তার তৃতীয় কিস্তির ১১৫ কোটি টাকা স্বল্প সময়ের মধ্যেই ছাড় হওয়ার খবরটা নিশ্চয় ইতিবাচক। আইএমএফ প্রতিনিধিদলের হালের সফর শেষে জানা গেছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারকে তারা নীতি সংস্কারের যে পরামর্শগুলো দিয়েছিল, তার বেশির ভাগই পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। এর আগে দুই কিস্তিতে আইএমএফ ১০৬ কোটি ডলার ছাড় করেছে। আমরা আগেই বলেছি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও ঋণের কিস্তি পরিশোধের যে প্রশংসনীয় ট্র্যাক রেকর্ড বাংলাদেশের রয়েছে, তার সুবাদে বাংলাদেশ আইএমএফসহ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষ আস্থার জায়গাতেই রয়েছে। তাই জনস্বার্থের প্রতি সংবেদনশীল থেকে কাঠামোগত সংস্কারগুলো এগিয়ে নিতে পারলে আমাদের পক্ষে চলমান এই আর্থিক টানাপড়েন কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। তবে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার যে পাইপলাইনটা প্রায় ফেটে যাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে, তার অধীনের প্রকল্পগুলো যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা গেলে আজ হয়তো এমন করে আইএমএফের কাছে আমাদের জবাবদিহি করার প্রয়োজন দেখা দিত না। আমাদের নীতি সার্বভৌমত্বে খানিকটা হলেও আপস করতে হতো না।

এ সময়কার অন্য যে খবরটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তা হলো বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পুনরুদ্ধার করার জন্য (যথাসম্ভব বাজারভিত্তিক করার জন্য) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহসী পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে আইএমএফ। বাহ্যিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ক্রান্তিকালীন পদক্ষেপ হিসেবে বৃহত্তম বিনিময় হারে ক্রলিং পেগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হারের উদারীকরণের পর এবং বিনিময় হার সংস্কারের ফলে যেকোনো মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাতে সহায়ক হবে। মুদ্রানীতির কড়াকড়ির সহায়ক হওয়া উচিত রাজস্বভিত্তিক আর্থিক নীতি। যদি বাহ্যিক ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ তীব্র হয়, তাহলে আরো কঠোর নীতি করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বলে মত দিয়েছে আইএমএফ।

দীর্ঘকাল ধরেই অর্থনীতিবিদরা ব্যাংকের সুদের হার বেঁধে দেওয়ার নীতি থেকে সরে আসার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। টাকা-ডলার বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংক কিছুটা দেরিই করে ফেলেছে। তবু দেরিতে হলেও এই নীতি সংস্কারের উদ্যোগগুলোকে স্বাগত জানাই। এসব সংস্কারের ফলে বাজারে টাকার সরবরাহ কমার বদৌলতে মূল্যস্ফীতি বাগে আসতে শুরু করবে এবং ডলারের চাহিদা নিয়ন্ত্রণের সুবাদে রিজার্ভ ক্ষয়রোধ ঠেকানো সম্ভব হবে। এতে কিছু ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি হলেও এই ত্যাগ আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তবে বছরখানেক আগে এই দুটি কাজ করা গেলে জনগণের ওপর এতটা চাপ হয়তো পড়ত না।

মুদ্রানীতিতে এই ব্যাপক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্বনীতি তথা বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এর আগেই পেট্রোলিয়াম পণ্যের জন্য একটি সূত্রভিত্তিক জ্বালানিমূল্য সমন্বয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর সঙ্গে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় টাকার অঙ্কে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। প্রথমত, সরকারি প্রকল্পের জন্য আমদানির ক্ষেত্রে আগে অল্প দামে, বিশেষ করে সরকারি ব্যাংক থেকে ডলার পাওয়া যাচ্ছিল। এখন এই আমদানি ব্যয় বেশ খানিকটা বেড়ে যাবে। ফলে বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়ার সময় তুলনামূলক কম দরকারি প্রকল্পে অনেকখানি কাটছাঁট আমাদের করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি আমদানিকারকরা টাকার এই সর্বশেষ অবমূল্যায়নের আগে থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বেশি দামে আমদানি করছিলেন। কাজেই এখন নতুন বর্ধিত বিনিময় হারের প্রভাব তাঁদের আমদানি ব্যয়ে খুব বেশি প্রভাব পড়ার কথা নয়। তাই অসাধু ব্যবসায়ীরা যেন এই সর্বশেষ অবমূল্যায়নের সুযোগ নিয়ে অযথা দাম বাড়িয়ে অনৈতিক অতি মুনাফা করতে না পারেন সে জন্য বাজার তদারকি জোরদার করতে হবে। বিশেষ করে কিছু বৃহৎ ভোগ্য পণ্য আমদানিকারকের কারসাজির দিকে তীক্ষK নজর রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমিশন ও ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকে বেশি বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

ডলারের বিপরীতে টাকার এই সর্বশেষ অবমূল্যায়নের কারণে আমদানি ব্যয় বাড়বেই। এ অবস্থায় জনগণকে বাড়তি দামের চাপ থেকে মুক্ত রাখতে আমদানি করের ক্ষেত্রে যথার্থ সংবেদনশীলতা দেখাতে হবে। আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে সব পণ্যে ঢালাও ছাড় দেওয়া যাবে না। তবে জরুরি নিত্যপণ্য (যেমনড়ওষুধ ও মেডিক্যাল সামগ্রী), নবায়নযোগ্য শক্তি সংশ্লিষ্ট আমদানি, কৃষি উপকরণ এবং বিপুল কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সঙ্গে জড়িত প্রকল্পের জন্য আমদানির ক্ষেত্রে দরকারমতো শুল্কছাড় দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যায়। এ কথা সত্য যে কর-জিডিপি হার কম হওয়ায় আমাদের বেশি বেশি কর আদায়ের চাপ রয়েছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে স্বনির্ভর করতে বেশি বেশি কর আহরণ জরুরিও বটে। করদাতা বাড়ানোর সুযোগও রয়েছে। কিছু নীতি সংস্কার এবং কর আদায়ে এআই টুলসহ ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে নিশ্চয় করের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। তবে বাড়তি রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে পুরো অর্থনীতির উৎপাদনশীলতাই যেন হুমকির মুখে পড়ে না যায় সেদিকেও নজর রাখা চাই। সমাজেও যেন হঠাৎ কোনো অস্থিরতা তৈরি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখাটাও জরুরি। কিছু ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী করনীতি অনুসরণ করে সহজেই বাড়তি কর পাওয়া সম্ভব। যেমনড় তামাকবিরোধী নাগরিক সংগঠন ও দেশি-বিদেশি গবেষকদের পরামর্শ মতে সিগারেটের দাম (বিশেষ করে সস্তা সিগারেটের দাম) বেশি করে বাড়িয়ে তার ওপর কার্যকর করারোপ করলে বাড়তি ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়ার পাশাপাশি দেশে ধূমপানের হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমানো সম্ভব।

টাকার অবমূল্যায়নের কারণে কেউ কেউ রপ্তানিতে যে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, তা তুলে নেওয়ার কথা বলছেন। ডলারের দাম বাড়ায় রপ্তানিকারকরা এখন সুবিধা পাবেন বলে প্রণোদনা প্রত্যাহার করার কথা ভাবা একেবারে অযৌক্তিক নয়। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, বৈশ্বিক অর্থনীতির শ্লথগতি আর ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পশ্চিমে আমাদের রপ্তানি পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্তির কারণে ২০২৬ নাগাদ বিভিন্ন দেশে আমরা রপ্তানির ক্ষেত্রে যে সুবিধাগুলো পাই, সেগুলোও প্রত্যাহার হতে পারে। এই বাস্তবতায় রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর জন্য দেওয়া প্রণোদনাগুলো সরিয়ে নেওয়ার আগে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার দরকার আছে। বিশেষ করে রপ্তানি বাজারে যেসব শিল্প (যেমনড়তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ, লজিস্টিকস) সবেমাত্র তাদের সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে, তাদের জন্য ভেবেচিন্তে প্রণোদনাবিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর (এমএফআই) সার্ভিস চার্জের ওপর করারোপের বিষয় নিয়েও আলোচনা উঠছে। ব্যাংকের সুদের হারে উদারীকরণের এই সময়ে এমএফআইগুলো এমনিতেই ব্যাংক থেকে টাকা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে আছে। এ অবস্থায় তাদের ওপর করের বোঝা চাপানো একেবারেই ঠিক হবে না। এমএফআইগুলোর ওপর করের বোঝা চাপালে তাদের করপোরেটগুলোর মতো নীতি গ্রহণে বাধ্য করা হবে। এতে সবচেয়ে ক্ষতি হবে প্রান্তিক মানুষের। কারণ এমএফআইগুলো শুধু আর্থিক সেবা দেয় না। তাদের কাজের বড় অংশজুড়ে থাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। সার্ভিস চার্জ হিসেবে তারা যে টাকা পায়, তা দিয়ে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করার পর বেঁচে যাওয়া অংশ বিনিয়োজিত হয় এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে। করের চাপ পড়লে এমএফআইগুলো বাণিজ্যিক ঋণদানকারীতে পরিণত হবে এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংকুচিত করতে বাধ্য হবে। তারাও তখন শুধু লাভজনক ব্যবসা খুঁজবে। এতে তারা যে তৃণমূলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবা এবং সেই সুবাদে বিপুলসংখ্যক গ্রামীণ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থহানের সুযোগ করে দিচ্ছে, তা ব্যাহত হবে। তা ছাড়া এদের দেওয়া ঋণের প্রায় অর্ধেক যায় সরাসরি কৃষি খাতে। বাকিটা অকৃষি খাতে। অকৃষি খাতের উন্নতিও কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এদের ওপর করারোপ করলে দারিদ্র্য নিরসন ও খাদ্য নিরাপত্তাড়দুই-ই ঝুঁকির মুখে পড়বে।

বিদ্যমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় বাজেট প্রণেতারা রাজস্ব বাড়াতে নতুন নতুন উদ্যোগ নিলে তাকে স্বাগত জানাতেই হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যারা কর দিচ্ছে, তাদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করা কিংবা যে খাতগুলোর ওপর কর চাপালে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভিযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেগুলোর ওপর নতুন করে করারোপ করার কৌশল নেওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং কর-জালটা যতটা সম্ভব বড় করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। সর্বোপরি কর আহরণ প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশনকে বেগবান করাটাও বিশেষভাবে কাম্য। আশা করি, বাজেট প্রণেতারা মূল্যস্ফীতির এই তপ্ত সময়ে যথেষ্ট সংবেদনশীলতা দেখিয়ে একটি বাস্তবানুগ বাজেটই দেবেন। স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো মাথায় রেখেই তাঁরা নিশ্চয় তা করবেন।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani
CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608
PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor
For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

High Court finds electronic monitoring of migrants unlawful

Post Desk : In a lengthy judgment handed down on Wednesday the High Court has found that a number of aspects of the Home Office's GPS tagging of four migrants on immigration bail was unlawful.

ADL & Ors v Secretary of State for the Home Department [2024] EWHC 994 (Admin) sees the High Court consider the claims of four people (ADL, BNE, PE and Dos Reis) who were detained by the Secretary of State and then released on immigration bail subject to an electronic monitoring (EM) condition.Mr Justice Lavender ruled: "I have found that the defendant acted unlawfully in three different ways. I have found that: (1) The defendant acted unlawfully in ADL's and PER's case by not considering whether the imposition of an EM condition would be impractical or contrary to ADL's or PER's Convention rights. (2) The defendant also acted unlawfully in ADL's case by not considering the representations made on behalf of ADL. (3) The defendant acted unlawfully in BNE's and ADL's case by not giving reasons for rejecting the representations made on behalf of BNE and ADL. Moreover, had their claims been brought in time, I would have found that the defendant acted unlawfully in Mr Dos Reis', BNE's and PER's case by not conducting a quarterly review of their EM conditions in time."

The judgment provides general guidance on the lawfulness of electronic monitoring.

Duncan Lewis solicitors acted for the four claimants in the case. In a thread on X, Duncan Lewis noted that the claimants, who included vulnerable asylum seekers and trafficking survivors, were forced to wear GPS ankle tags that recorded their location on a 24/7 basis.

"Their individual circumstances were not considered, nor were reasons given for these decisions. Mr Justice Lavender found these elements to amount to breaches of procedural fairness which rendered their electronic monitoring not 'in accordance with the law' for the purposes of Article 8 [European Convention on Human Rights (ECHR)]," Duncan Lewis added.

Privacy International campaigns to end the electronic tagging of migrants and has extensively covered issues around the practice.

In an initial reaction following the judgment, Privacy International commented on X: "The judgment reveals significant issues of procedural fairness, including failures by the Home Office to explain why it was imposing or maintaining GPS tracking. The court also found that the Home Office unlawfully failed to carry out reviews of multiple claimants' GPS tracking conditions in breach of the right to private life of two of the claimants. In two of the cases, the court also found that the Home Office had breached the claimants' right to privacy on the basis that it continued to impose GPS tracking even though it was no longer 'necessary in a democratic society'."

Today's judgment follows an earlier unreported decision by the Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) in March that found the Home Office's electronic monitoring of a man as a condition of immigration bail had been unlawful.

Wilson Solicitors, who acted for the appellant in the case, said it was first court case to consider the lawfulness of the Home Office's policy of GPS tagging migrants. The appellant challenged the decision to GPS tag him on the basis that it was an unjustified intrusion into his privacy, under Article 8 of the ECHR.

Doughty Street Chambers noted: "The Tribunal held that the imposition of the GPS tag had been an unlawful interference with the Applicant's Article 8 rights as the Home Secretary's failure to comply with his published policy to conduct reviews was not 'in accordance with the law' under Article 8. The Tribunal held that the requirement to conduct regular reviews were an 'integral part of the legal framework' given that the statutory duty to impose an electronic monitoring condition as a condition of bail was subject to the legislative exceptions that electronic monitoring must not continue if its continuation would be either impractical or incompatible with a bailed individual's human rights. The Tribunal emphasised that '[n]either of those considerations are static, and the existence of those exceptions is undoubtedly an important feature which underpins the need for the policy'."

Barrister cleared of misconduct after falling asleep for two hours during inquest

Post Desk ; A lawyer has kept her job after she fell asleep for two hours during an inquest.

Ramya Nagesh was in a room at the Holiday Inn Express, Stockport, when she dialled in virtually to a coroner's court hosted by Pontypridd County Court in December 2022.

Her client, a nurse witness, was giving evidence when the coroner realised Nagesh was absent. Her camera was off and she failed to respond when asked further questions, instead returning to the hearing late.

A tribunal heard that she fell asleep for a couple of hours after eating a baked potato during the 45-minute lunch break.However, she successfully argued that she suffered from fatigue caused by a covid-19 infection, along with a vitamin D deficiency and a sleep disorder that affected her cognition and memory and caused bad dreams.

They tried to contact her by phone, text and email but they went unanswered.

Initially she claimed that there had been an internet glitch before she admitted to being 'in a fog' and that she believed she had only been asleep for 10 minutes, according to The Telegraph.

Nagesh, who worked on the Grenfell Inquiry and wrote a book on sleepwalking, was accused by the Bar Standards Board of professional misconduct.

After the tribunal made its decision, Nagesh said: 'I'm very relieved at the decision and extremely grateful that the Tribunal took so much care over the case.

'I'm also indebted to my legal team who have been fantastic throughout. It's been an incredibly difficult 18 months, but I'm now happy to be putting it all behind me.'David Welch, representing the board, accused Nagesh of acting 'extremely shoddily' and wasting court time.

A disciplinary tribunal found Nagesh, who apologised and accepted responsibility, to be a 'completely reliable, honest and credible witness'.

It agreed with her lawyer, Neil Sheldon KC's argument that the neurological episode would have been treated more sympathetically if she had appeared in person.

Trump's Stance on De-Dollarisation: Revealing Cracks in U.S. Dollar Dominance?

By Shofi Ahmed

Former U.S. President Donald Trump's reaction to global shifts away from the U.S. dollar is stark and formidable: threats of harsh economic sanctions, export controls, and currency manipulation charges. This forceful defense might be intended to deter countries from pursuing de-dollarisation, but it unwittingly exposes a deep-seated U.S. vulnerability about losing its longstanding financial dominance, especially to the burgeoning financial collaboration among BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).

Unpacking the U.S. Reaction

Trump's reaction to de-dollarisation is revealing. His administration's readiness to employ a battery of economic deterrents reflects a defensive posture, indicative of the U.S.'s concern over losing its hegemonic status in global finance. Historically, the U.S. dollar's role as the world's reserve currency has afforded America disproportionate influence over international economic policies and security measures. However, as BRICS countries explore alternatives—like a potential new common currency—they implicitly challenge this status quo, prompting a fierce U.S. response.

Why the U.S. Feels Threatened

The notion of BRICS creating a new currency system suggests a strategic pivot aimed at reducing dependency on the U.S. dollar. This could significantly diminish the U.S.'s ability to control global economic levers. For example, during periods of economic adjustment in the U.S., such as interest rate hikes or fiscal stimulus, economies heavily tied to the dollar can experience unintended adverse effects. A new BRICS currency would mitigate these impacts for its member countries, redistributing some economic power away from the U.S.

Real-life Analogies

Imagine a scenario where several tenants in a building decide to draft a new agreement that minimises the landlord's unilateral control over the building's rules. This analogy mirrors the BRICS countries' move towards de-dollarisation, which is akin to drafting a new financial 'rulebook' that reduces the U.S. dollar's dominance. This shift towards a more multipolar economic reality is not just about financial independence but also about equitable power distribution.

Navigating Through New Economic Waters

The transition towards a BRICS currency, while filled with potential, is fraught with complexities. These include establishing trust among the diverse BRICS nations and creating a robust framework that can withstand global economic pressures. The challenges are substantial, but the potential for creating a more balanced global economic order is a compelling motivator.

The Future Landscape

Trump's hardline approach may be intended to shore up the U.S. dollar's position, but it also underscores the precariousness of this supremacy. As the world increasingly embraces multipolarity in economics, the U.S. might find its traditional mechanisms of influence less effective. This evolving landscape calls for a reassessment of how economic power is wielded and shared globally.

Concluding Perspective

The pushback against de-dollarisation led by Trump and his administration might be seen as a last stand to maintain U.S. economic dominance. However, it also serves as a clarion call for the U.S. to innovate and adapt to a rapidly changing global order. The future will likely belong to those who can navigate this new economic terrain not through coercion but through cooperation and mutual respect. As we stand on the cusp of these significant shifts, experts suggest that the global community can engage thoughtfully and inclusively, paving the way for a more stable and equitable world economy.

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Speaker of British Parliament and Bangladesh Foreign Minister hand over the 'Bangabandhu-Edward Heath' and the 'Bangabandhu- Harold Wilson Friendship' Awards in London

Speaker of the British House of Commons Rt Hon Sir Lindsay Hoyle MP and Bangladesh Foreign Minister Md. Hasan Mahmud MP handed over the Bangladesh High Commission London's 'Bangabandhu-Edward Heath Friendship Award 2023' to British Conservative peer Lord Jonathan Marland of Salisbury and the 'Bangabandhu- Harold Wilson Friendship Award 2023' to Cross-bench peer Lord Swaraj Paul, Baron of Marylebone, during the 54th Independence and National Day Diplomatic Reception of Bangladesh held at the Churchill Room of the historic Queen Elizabeth II Centre at Westminster.

Before handing over the awards, Bangladesh High Commissioner to the UK Saida Muna Tasneem told the media that these two awards were launched during Mujib Borsho in 2022 by the High Commission to honour the special friendship of Bangladesh's Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with two of UK's celebrated Conservative and Labour Prime Ministers, namely Sir Edward Heath, and Sir Harold Wilson between 1964 and 1975 that laid the foundation of today's vibrant Bangladesh-UK relations. She added, "It was Bangabandhu's two historic meetings as president of independent Bangladesh during his one-day visit to London on 08 January 1972, at 10 Downing Street with the-then Conservative Prime Minister Edward Heath and the other with then Leader of the Opposition, Sir Harold Wilson, that laid the foundations of today's vibrant Bangladesh-UK bilateral relations. That is why we tool the initiative to dedicate these awards to recognise"

The 'Bangabandhu-Edward Heath Friendship Award' was given to Rt. Hon. Lord Jonthan Marland, former British Minister for Energy and Climate Change, and Business, Innovation and Skills, and Chair of Commonwealth Enterprise and Investment Council for his extraordinary contributions to promote trade and business relations between the UK and Bangladesh, while the 'Bangabandhu-Harold Wilson Friendship Award' was given to Lord Swaraj Paul, Philanthropist and former Deputy Speaker of the lords and member of the Privy Council for his extra-ordinary contributions during Bangladesh's epic War of Liberation in 1971 and strengthening Bangladesh-UK relations.

High Commissioner Tasneem further informed that the 2022 'Bangabandhu-Edward Heath Friendship Award' was given to Julian Francis OBE for his contributions during Bangladesh's liberation war as head of Oxfam and in strengthening post-independence Bangladesh relations, whereas the 2022 'Bangabandhu- Harold Wilson Friendship Award' was given to Cherie Blair CBE KC for her extraordinary contributions promoting girls' education in Bangladesh.

More than 1,500 illegal vapes and illicit tobacco seized in Tower Hamlets

More than 1,500 illegal single use vapes and illicit tobacco have been seized during a two-day operation in Tower Hamlets.

Officers from Tower Hamlets Council's Trading Standard's Team carried out two days of action on 13 and 14 March, seizing cigarettes and vapes worth more than £11,500 and 165 pouches/tins of smokeless chewing tobacco and 1.2kg of hand rolling tobacco which breached the Tobacco and Related Products Regulations 2016.

Trading Standards Officers had the assistance of a tobacco detection dog provided by Wagtail Specialist Search Dogs.

During the operation, officers also found suspected unsafe cosmetic products, including a Surma eye liner, which may contain substantial amount of lead or toxic metals and could cause blood poisoning.

All products were seized for further examination and investigations are now pending against the retailers.

The illegal cigarettes and tobacco products seized included suspected counterfeit and cheap foreign-smuggled products that breach Trading Standards legislation and are also non-duty paid so they cannot be legally sold in the UK.

The contents of all cigarettes are harmful and contain around 4,000 different chemicals, including known carcinogens. However, as the ingredients of illegal tobacco are unknown, they may contain further dangerous ingredients.

A large number of vapes which contained a tank capacity that exceeded the legal limit were seized. Each vape was equal to the nicotine content of around 233 cigarettes and didn't meet statutory labelling and information requirements.

Trading Standards Officers have advised customers that they should check the labelling on beauty products, to ensure they contain a list of ingredients, name and address of the manufacturer or supplier and a batch number.

Lutfur Rahman, Executive Mayor of Tower Hamlets, said: "Those involved in dealing in illegal tobacco may be encouraging people to smoke by providing a cheap source, including young children.

"It is important to clamp down on this activity as it also brings crime into our neighbourhoods, which is why our Trading Standards Officers are proactive in disrupting this illicit trade. There is also an impact on legitimate businesses who are trading legally.

"Traders need to know they will face prosecution if they choose to deal in these illegal and unsafe products."

Year: 21 ◆ Issue: 1012 ◆ Friday 17 May - Thursday 23 May 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ফিলিস্তিনিদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে ভূমিকা রাখতে হবে : শেখ হাসিনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইসরায়েলের বর্বর হামলায় আহত ফিলিস্তিনিদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা আরও কার্যকর ও যথার্থ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (১৫ মে) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আইসিপিডি-৩০: জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বৈশ্বিক সংলাপে প্রধানমন্ত্রী এ আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংঘাত ও রাজনৈতিক কারণে উপদ্রুত ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর দিকে মনোযোগ দেওয়াও অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদকৃত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং ইসরায়েলের গণহত্যা ও আগ্রাসনের ফলে নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের কথা। বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু ফিলিস্তিনে আজ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। প্রতিনিয়ত জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে তারা লড়াই করছে। আমি আশা করি, জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সেখানে সবার জন্য বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

তিনি বলেন, জনসংখ্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বিশ্বের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। যার মাধ্যমে আমরা একটি সমৃদ্ধশালী বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবো। এ লক্ষ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা খাতে আন্তর্জাতিক অর্থায়নের পরিমাণ ও সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আরও আন্তরিক হতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, অতি সম্প্রতি আমরা জনসংখ্যানীতি ২০১২ যুগোপযোগী করার --১৭ পৃষ্ঠায়

ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে বাংলা ও ইংলিশ হজ্ব তা'লিম ১৮ ও ২৫ মে

ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে বাংলা ও ইংলিশ হজ্ব তা'লিম আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৮ মে শনিবার বাদ আসর (জামাত ৬.৪৫ মিনিট) বাংলা তা'লিম অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া ২৫ মে শনিবার একই সময়ে হজ্ব তালিম অনুষ্ঠিত হবে ইংরেজি ভাষায়। তা'লিম পেশ করবেন ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রধান ইমাম ও খতীব শায়খ --১৭ পৃষ্ঠায়

কানাডায় ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল

পোস্ট ডেস্ক : কানাডার পশ্চিমাঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল। কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার একটি শহর খালি করতে এবং আলবার্টার একটি তেল কেন্দ্রের বাসিন্দাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দিয়েছে। আলবার্টা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দাবানল চরম এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফোর্ট ম্যাকমুরে থেকে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ১ হাজার ৯৯২ হেক্টর জমিজুড়ে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় নর্দার্ন রকিজ রিজিওনাল --১৭ পৃষ্ঠায়

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সৈয়দ নুরুল হকের ইন্তেকাল

স্টাফ রিপোর্টার: সাফকের বারী সেন্ট এডমাণ্ডসে বসবাসকারী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সৈয়দ নুরুল হক খসরু গত ৬ ই মে ওয়েষ্ট সাফক --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসকে নিরাপদ রাখতে সিসিটিভিতে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার: টাওয়ার হ্যামলেটস বারাজুড়ে নজরদারি বাড়াতে সিসিটিভি খাতে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ অপরাধীদের ধরতে সাহায্য করবে, অসহায় বাসিন্দাদের সহায়তা করবে এবং আইন ভঙ্গকারীদের বাধা দেবে। সিসিটিভি কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে একটি উপযুক্ত ও অত্যাধুনিক এলইডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে ইউনিট সহ সর্বাধুনিক সরঞ্জাম নিশ্চিত করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ৮ লাখ ৯৫,০০০ পাউন্ড বিনিয়োগ করছে। এর ফলে দিনের যেকোনো সময় একযোগে ৪২টি ক্যামেরার মাধ্যমে বারাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

এছাড়া বারার ৩৫০ টি রাস্তা-ভিত্তিক ক্যামেরার সবগুলোকে অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে আপগ্রেড করা হয়েছে, এর ছবির গুণমান এবং জুম ফাংশন উন্নত করা হয়েছে এবং অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহভাজনদের ট্র্যাক করতে ও ধরতে সাহায্য করবে।

নতুন ক্যামেরাগুলোকে সহায়তা করার জন্য নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম এবং অবকাঠামোও আপগ্রেড করা হয়েছে। কাজটি পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়েছে এবং এপ্রিল ২০২৪ পুরো প্রজেক্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে, কাউন্সিলের সিসিটিভি অপারেটররা ২১ জন ওয়ান্টেড ব্যক্তি এবং সহিংসতা-সম্পর্কিত অপরাধের সাথে জড়িত ১০২ জন সহ ৪০৩ জনকে গ্রেফতারে সহায়তা করেছেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

জামিন পেলেন ইমরান খান

পোস্ট ডেস্ক : ১৯০ মিলিয়ন পাউন্ড কেলেঙ্কারি মামলায় জামিন পেয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বুধবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট (আইএইচসি) তাকে এই জামিন দেয়। ইসলামাবাদ হাইকোর্টের (আইএইচসি) প্রধান বিচারপতি আমির ফারুক ও বিচারপতি তারিক মেহমুদ জাহাঙ্গিরি এ রায় দেন। উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনে এ রায় দেন তারা। ইমরান খানকে ১০ লাখ রুপির বন্ড জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

ইমরানের দলীয় আইনজীবী নাঈম হায়দার পাঞ্জুথা জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন ইমরান এখনই জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। কারণ রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ফাঁস এবং অনৈসলামিক বিয়ের মামলায় তিনি কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে এনএবি ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবি ও অন্যদের বিরুদ্ধে ১৯ কোটি পাউন্ডের এনসিএ রেফারেন্স দাখিল করে।

২০২২ সালের এপ্রিলে বিরোধীদের

অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের পর থেকে দুর্নীতি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদের বেশ কয়েকটি অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।

তোশাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর গত বছরের আগস্ট থেকে তিনি কারাগারে --১৭ পৃষ্ঠায়

গাজায় নিহতের ৫৬ শতাংশ নারী ও শিশু : জাতিসংঘ

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলের সহিংস হামলায় গত সাত মাসে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৩৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি। জাতিসংঘ বলছে নিহতের অর্ধেকের বেশি বেসামরিক নারী ও শিশু। মানবাধিকার সংস্থাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে নিহত ফিলিস্তিনিদের অন্তত ৫৬ শতাংশ নারী ও শিশু। জাতিসংঘকে উদ্ধৃত করে এ খবর নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত বছরের ৭ অক্টোবর --১৭ পৃষ্ঠায়

অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে এবার যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে এবার বিক্ষোভে নেমেছেন যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা দুই বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি।

স্থানীয় সময় গত বুধবার লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk